বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৯-২০

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৯-২০

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.cabinet.gov.bd

মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট অনুবিভাগ

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়

অক্টোবর ২০২০

মুখবন্ধ

বার্ষিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপনের একটি প্রায়োগিক ও কার্যকর মাধ্যম। এতে সরকারি কার্যক্রম সম্পাদন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে গতিশীলতা, সক্ষমতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ প্রতিফলিত হয় এবং কর্মসম্পাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসাবে প্রতিবেদনটি বিবেচিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো, কর্মপরিধি, কর্মবিন্যাস ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

২। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, সরকারের প্রশাসন-ব্যবস্থায় নীতি-নির্ধারণ, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কার্যাবলির সমন্বয়সাধনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে।

৩। বার্ষিক প্রতিবেদনটিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, সাংগঠনিক কাঠামো, কর্মপরিধি ও অনুবিভাগভিত্তিক কর্মবিন্যাস সম্পর্কে ধারণা প্রদানের পাশাপাশি এ বিভাগের উদ্যোগে ২০১৯-২০ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক, বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন-অগ্রগতি, মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত আইন ও বিধিসমূহ, সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি এবং চলমান প্রকল্প/কর্মসূচি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংক্ষেপে সন্নিবেশ করা হয়েছে। এছাড়া, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নেতৃত্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের বিভিন্ন কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত তথ্যাদিও এ প্রতিবেদনে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

৪। সরকারের ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এ বার্ষিক প্রতিবেদনটি তথ্যসূত্র হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। প্রতিবেদনটি সংকলন ও প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়		পৃষ্ঠা
১.০	**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পরিচিতি**		১-৩
২.০	**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস**		৩-৬
৩.০	**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান কার্যাবলি**		৬-৮
৪.০	**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মবণ্টন**		৮-৩৯
	মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট অনুবিভাগ		**৮-১১**
	৪.১	মন্ত্রিসভা অধিশাখা	৮-১০
	৪.২	রিপোর্ট ও রেকর্ড অধিশাখা	১১
	প্রশাসন ও বিধি অনুবিভাগ		**১২-২১**
	৪.৩	প্রশাসন অধিশাখা	১২-১৪
	৪.৪	তোশাখানা ইউনিট	১৫-১৬
	৪.৫	বিধি ও সেবা অধিশাখা	১৬-১৮
	৪.৬	পরিকল্পনা ও বাজেট অধিশাখা	১৮-২০
	৪.৭	আইন অধিশাখা	২১
	জেলা ও মাঠ প্রশাসন অনুবিভাগ		**২১-২৫**
	৪.৮	জেলা ও মাঠপ্রশাসন অধিশাখা	২১-২৪
	৪.৯	জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি অধিশাখা	২৪-২৫
	কমিটি ও অর্থনৈতিক অনুবিভাগ		**২৫**
	৪.১০	কমিটি ও অর্থনৈতিক অধিশাখা	২৫-২৬
	সমন্বয় অনুবিভাগ		**২৬-২৯**
	৪.১১	প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয় অধিশাখা	২৬-২৭
	৪.১২	নিকার অধিশাখা	২৭
	৪.১৩	সিভিল রেজিস্ট্রেশন ও সামাজিক নিরাপত্তা অধিশাখা	২৭-২৮
	৪.১৪	উন্নয়ন অভিলক্ষ বাস্তবায়ন ও সমন্বয় অধিশাখা	২৮-২৯
	সংস্কার অনুবিভাগ		**২৯-৩৯**
	৪.১৫	**কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা (নীতি ও মূল্যায়ন) অধিশাখা**	২৯-৩০

ক্রমিক	বিষয়		পৃষ্ঠা
	৪.১৬	**কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ অধিশাখা**	৩১-৩২
	৪.১৭	**প্রশাসনিক সংস্কার অধিশাখা**	৩২-৩৪
	৪.১৮	**প্রকল্প ও গবেষণা অধিশাখা**	৩৪-৩৫
	৪.১৯	**সুশাসন ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা অধিশাখা**	৩৫-৩৬
	৪.২০	**ই-গভর্নেন্স অধিশাখা**	৩৬-৩৯
৫.০	**২০১৯-২০ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকসমূহ**		**৩৯-৫১**
	৫.১	মন্ত্রিসভা-বৈঠক	৩৯
	৫.১.১	মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	৪০
	৫.২	মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহের বৈঠক	৪০-৪২
	৫.২.১	প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)	৪০
	৫.২.২	সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	৪০
	৫.২.৩	অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	৪০
	৫.২.৪	জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	৪০-৪২
	৫.২.৫	মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহের বিগত তিন অর্থবছরের বৈঠক	৪২
	৫.৩	অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ও কার্যক্রম	৪২-৫১
৬.০	**২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রণীত ও সংশোধিত গুরুত্বপূর্ণ আইন ও বিধি**		**৫১-৫২**
	৬.১	আইন	৫১-৫২
	৬.২	বিধি	৫২
৭.০	**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সংক্রান্ত কার্যক্রম**		৫২-৫৭
৮.০	**২০১৮-১৯ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি**		**৫৭-৭২**
	৮.১	জাতীয় পর্যায়ে সম্পাদিত এবং বিভিন্ন সমন্বয়ধর্মী কার্যাবলি	৫৭-৭২
	৮.২	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সম্পাদিত কার্যাবলি	৭২-৭৩
	পরিশিষ্ট-০১: ২০১৯-২০ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাগণের তালিকা		৭৪-৮০

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	পরিশিষ্ট-০২: ২০১৯-২০ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (KPI)	৮১
	পরিশিষ্ট-০৩: ২০১৯-২০ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতাধীন প্রকল্প/কর্মসূচি সম্পর্কিত তথ্য	৮২-৯৩

১.০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পরিচিতি

১.১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভাকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (Ministry of Cabinet Affairs)-এর একটি বিভাগ হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গঠন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণাধীন উক্ত মন্ত্রণালয় পরবর্তীকালে মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয় নামে অভিহিত হয়। ১৯৭৫ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের আওতায় এবং ১৯৮২ সালের প্রথম দিকে পুনরায় মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়ের আওতায় ন্যস্ত করা হয়। ১৯৮২ সালে সামরিক আইন জারির পর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সচিবালয়ের আওতায় ন্যস্ত করা হয়। ১৯৮৩ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ পুনরায় রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের আওতায় ন্যস্ত হয়। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার সঙ্গে সংগতি রেখে ১৯৯১ সালে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রশাসনিক বিভাগ হিসাবে বর্তমান মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গঠিত হয়।

১.২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সাচিবিক সহায়তা প্রদান এ বিভাগের মূল দায়িত্ব। মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা করাও এ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এছাড়া, প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি-এর (নিকার) সভা অনুষ্ঠান এবং এ সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি অনুসরণ; বিভাগ, জেলা, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা, থানা, পৌরসভা ইত্যাদির সীমানা পূনর্নির্ধারণ; নতুন বিভাগ/জেলা/সিটি কর্পোরেশন/উপজেলা/থানা/পৌরসভা গঠন/স্থাপন; জেলাসমূহের কোর ভবনাদি নির্মাণের স্থান নির্বাচন ইত্যাদি কার্যাবলি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতাধীন।

১.৩ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য এবং সরকারের অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন নীতি-নির্ধারণে এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় সমস্যাসমূহের নিষ্পত্তি ও মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে সরকারের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে বিভিন্ন সমন্বয়ধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে, যার প্রভাব সরকারের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হয়।

১.৪ মহামান্য রাষ্ট্রপতির শপথ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দের নিয়োগ, শপথ, অব্যাহতি, দপ্তর-বণ্টন ও পুনর্বণ্টন এবং মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দের মধ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব অর্পণ; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীর পদমর্যাদা প্রদান; মাননীয় প্রধান বিচারপতির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা ইত্যাদি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান দায়িত্ব। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিগণের পারিতোষিক ও সুবিধাদি সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন ও সংশোধন সম্পর্কিত কার্যাবলি; জাতীয় পতাকা বিধি, জাতীয় সংগীত বিধি, জাতীয় প্রতীক বিধি, ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স এবং রুল্‌স অব বিজনেস প্রণয়ন, সংশোধন ও প্রয়োজনে এগুলির

ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কার্যাবলি; মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মবণ্টন; মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিগণের প্রটোকল সংক্রান্ত নির্দেশমালা; মন্ত্রিসভার সদস্যগণের সেবামূলক কার্যাদি; রাষ্ট্রীয় তোশাখানার ব্যবস্থাপনা ও তদারকি; মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মাঠপর্যায়ে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ে সহায়তা, জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন, স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান, মহান মুক্তিযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য বিদেশি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা প্রদান, জাতীয় শোক দিবস পালন ইত্যাদি বিষয়সমূহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মপরিধির আওতাধীন।

১.৫ জনপ্রশাসনের মানোন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সুশাসন কৌশল প্রণয়ন; জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও সরকারি দপ্তরের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনার সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করে থাকে। এ বিভাগ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার সর্বত্র সম্প্রসারণের মাধ্যমে ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার সমন্বয় ও পরিবীক্ষণের পাশাপাশি কেন্দ্র ও মাঠপর্যায়ে উদ্ভাবন কার্যক্রম উৎসাহিতকরণ, পাইলটিং, সম্প্রসারণ ও সমন্বয় এবং সরকারি দপ্তরের উত্তম চর্চাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও সেগুলি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

১.৬ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৩(২) অনুচ্ছেদ এবং Rules of Business, 1996-এর rule 16(vi) অনুযায়ী প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় এবং প্রত্যেক বছর জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণ প্রণয়নপূর্বক অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন; মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মাসিক কার্যাবলির প্রতিবেদন সংকলন/প্রণয়ন, এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের অর্থবছরভিত্তিক বার্ষিক কার্যাবলির প্রতিবেদন সংকলন/প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অপরাপর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এছাড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সমরপুস্তক, বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশ ও বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বিধি প্রণয়ন, বিতরণ এবং নিরাপদ হেফাজত সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়।

১.৭ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে বিভিন্ন জাতীয় কমিটি, মন্ত্রিসভা-কমিটি, সচিব-কমিটি, নির্বাহী কমিটি ও বিশেষ কমিটি গঠন ও পুনর্গঠন করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নিম্নবর্ণিত স্থায়ী প্রকৃতির মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে:

- প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার);
- নিরাপত্তা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি;
- জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদ;
- জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদের নির্বাহী কমিটি;
- সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি;

- অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি; এবং
- জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি।
- আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি।

এ কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন বিষয়ে গঠিত অস্থায়ী প্রকৃতির মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহকেও সাচিবিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

১.৮ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বিভিন্ন বিষয়ে গঠিত জাতীয় কমিটি বিশেষ করে সচিব-কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। এছাড়া মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নিম্নবর্ণিত স্থায়ী প্রকৃতির সচিব-কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে:

- প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি;
- আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত সচিব কমিটি;
- সিভিল রেজিস্ট্রেশন এ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স (সিআরভিএস) সংক্রান্ত স্টিয়ারিং কমিটি;
- উচ্চ আদালতে চলমান বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সরকারি স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মামলা পরিচালনা কার্যক্রম পরিবীক্ষণের নিমিত্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি;
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি-সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি Central Management Committee-CMC);
- জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটি; এবং
- নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটি;

২.০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস

২.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো (To&E) অনুযায়ী সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)-এর তত্ত্বাবধানে সমন্বয় ও সংস্কার ইউনিট এবং ৬টি অনুবিভাগের অধীনে ২০টি অধিশাখা এবং নতুনভাবে সৃজিত তোশাখানা ইউনিট-এর আওতায় এ বিভাগের কার্যাবলি সম্পাদিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে মোট ৫১টি শাখা এবং একটি সেল রয়েছে। ইতোমধ্যে ৫১টি শাখার মধ্য থেকে ২৭টি শাখাকে সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত করে সেখানে উপসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা পদায়ন করা হয়েছে। অধিশাখাগুলি হচ্ছে: (১) মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ, (২) মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সমন্বয়, (৩) মন্ত্রিসভা-বৈঠক, (৪) রেকর্ড, (৫) রিপোর্ট, (৬) সংস্থাপন, (৭) সাধারণ সেবা, (৮) সাধারণ, (৯) বিধি, (১০) মন্ত্রিসেবা, (১১) পরিকল্পনা ও বাজেট, (১২) আইন-১, (১৩) মাঠ প্রশাসন সংস্থাপন, (১৪) মাঠ প্রশাসন শৃঙ্খলা, (১৫) মাঠ প্রশাসন সমন্বয়, (১৬) মাঠ প্রশাসন সংযোগ, (১৭) ক্রয় ও অর্থনৈতিক, (১৮) কমিটি বিষয়ক, (১৯) প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয়-১, (২০) সামাজিক

নিরাপত্তা, (২১) সিভিল রেজিস্ট্রেশন, (২২) উন্নয়ন অভিলক্ষ বাস্তবায়ন, (২৩) সুশাসন, (২৪) ই-গভর্নেন্স-১, (২৫) ই-গভর্নেন্স-২, (২৬) অভিযোগ ব্যবস্থাপনা, (২৭) তথ্য অধিকার। অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পদসংখ্যা ৩৮৫টি। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাদের তালিকা পরিশিষ্ট-১ এ দেখানো হলো।

২.২ মন্ত্রিপরিষদ সচিব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসনিক প্রধান ও প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের দাপ্তরিক কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) এবং একজন অতিরিক্ত সচিব রয়েছেন। ছয়জন অতিরিক্ত সচিব ছয়টি অনুবিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। এছাড়া এক জন অতিরিক্ত সচিব এবং তের জন যুগ্মসচিব পনেরটি অধিশাখার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

২.৩ সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী অনুবিভাগ ও আওতাধীন অধিশাখা ও শাখাসমূহ নিম্নরূপ:

অনুবিভাগ	**অধিশাখা**	**শাখা/সেল**
মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট	মন্ত্রিসভা	মন্ত্রিসভা-বৈঠক
		মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ
		মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সমন্বয়
	রিপোর্ট ও রেকর্ড	রিপোর্ট
		রেকর্ড
প্রশাসন ও বিধি	প্রশাসন	সংস্থাপন
		সাধারণ সেবা-১
		সাধারণ সেবা-২
		সাধারণ
		কেন্দ্রীয় পত্র গ্রহণ ও অভিযোগ
		প্রশাসন ও শৃংখলা
	তোশাখানা ইউনিট	প্রশাসন শাখা
	বিধি ও সেবা	বিধি
		সরকার গঠন ও রাষ্ট্রাচার
		মন্ত্রিসেবা
	পরিকল্পনা ও বাজেট	পরিকল্পনা ও বাজেট
		হিসাব
	আইন	আইন-১
		আইন-২

অনুবিভাগ	অধিশাখা	শাখা/সেল
জেলা ও মাঠ প্রশাসন	জেলা ও মাঠ প্রশাসন	মাঠ প্রশাসন সংস্থাপন
		মাঠ প্রশাসন সমন্বয়
		মাঠ প্রশাসন শৃংখলা
		মাঠ প্রশাসন সংযোগ
	জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি	জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি নীতি
		জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি পরিবীক্ষণ
জেলা ও মাঠ প্রশাসন	মাঠ প্রশাসন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	উন্নয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ
		ভূমি রাজস্ব ও ভূমি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ
		আইন-শৃঙ্খলা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ
		বিভাগীয় প্রশাসন কর্মসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা
		জেলা প্রশাসন কর্মসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা
কমিটি ও অর্থনৈতিক	কমিটি ও অর্থনৈতিক	কমিটি বিষয়ক
		ক্রয় ও অর্থনৈতিক
সমন্বয় (সমন্বয় ও সংস্কার ইউনিটভুক্ত)	প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয়	প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয়-১
		প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয়-২
	নিকার	নিকার-১
		নিকার-২
	সিভিল রেজিস্ট্রেশন ও সামাজিক নিরাপত্তা	সিভিল রেজিস্ট্রেশন
		সামাজিক নিরাপত্তা
	উন্নয়ন অভিলক্ষ বাস্তবায়ন ও সমন্বয়	উন্নয়ন অভিলক্ষ বাস্তবায়ন
		উন্নয়ন অভিলক্ষ সমন্বয় ও আন্তঃমন্ত্রণালয় দ্বন্দ্ব নিরসন
সংস্কার (সমন্বয় ও সংস্কার ইউনিটভুক্ত)	কর্মসম্পাদন নীতি ও মূল্যায়ন	কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা (নীতি ও সমন্বয়)
		কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা (মূল্যায়ন)
	কর্মসম্পাদন বাস্তবায়ন পরিবক্ষণ	কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা (বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ-১)
		কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা (বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ-২)
	প্রশাসনিক সংস্কার	শুদ্ধাচার
		তথ্য অধিকার
	প্রকল্প ও গবেষণা	প্রকল্প
		গবেষণা

অনুবিভাগ	অধিশাখা	শাখা/সেল
	সুশাসন ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা	সুশাসন
		অভিযোগ ব্যবস্থাপনা
	ই-গভর্নেন্স	ই-গভর্নেন্স-১
		ই-গভর্নেন্স-২
		আইসিটি সেল

২.৪ অতিরিক্ত সচিব এবং যুগ্মসচিবগণের দায়িত্বাধীন অধিশাখা ব্যতীত অবশিষ্ট অধিশাখা এবং সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত অধিশাখার দায়িত্বে রয়েছেন একজন করে উপসচিব এবং অন্যান্য শাখার দায়িত্বে আছেন একজন করে সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব। হিসাব শাখায় একজন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা রয়েছেন। ই-গভর্নেন্স অধিশাখার আওতায় আইসিটি সেলে সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সিস্টেম এনালিস্ট, সিনিয়র মেইন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার এবং সহকারি প্রোগ্রামারগণ নিয়োজিত আছেন। প্রকল্প ও গবেষণা অধিশাখার আওতায় প্রকল্প শাখায় একজন সিনিয়র সহকারী প্রধান নিয়োজিত আছেন। তোশাখানা ইউনিটটি নতুনভাবে সৃজিত হয়েছে। মাঠ প্রশাসন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অধিশাখা এবং সাধারণ সেবা-২ শাখার কার্যক্রম শুরু প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অধীন জাতীয় নিরাপত্তা সেল গঠিত হয়েছে।

২.৫ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নেতৃত্বে এ কার্যক্রমটি পরিচালিত হচ্ছে। এ সংক্রান্ত বিবরণ প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত হয়েছে।

২.৬ ২০১৯-২০ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জন্য সাতটি প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI) নির্ধারণ করা হয়। প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন পরিশিষ্ট-২-এ দেখানো হলো।

২.৭ ২০১৯-২০ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সাতটি প্রকল্প এবং এডিপি বহির্ভূত একটি কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন ছিল। এগুলির উদ্দেশ্য এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে অর্থবরাদ্দ, ব্যয় ও বাস্তবায়ন-অগ্রগতির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরিশিষ্ট-৩-এ দেখানো হলো।

৩.০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান কার্যাবলি

Allocation of Business among the different Ministries and Divisions (Schedule I of the Rules of Business, 1996) (Revised up to 2017) অনুসারে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের

প্রধান কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১। মন্ত্রিসভা ও মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

২। মন্ত্রিসভা ও কমিটিসমূহের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন-অগ্রগতি পর্যালোচনা;

৩। মন্ত্রিসভা ও কমিটিসমূহের কাগজ ও দলিলপত্র এবং সিদ্ধান্তসমূহের হেফাজত;

৪। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীর পারিতোষিক ও বিশেষ অধিকার;

৫। রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি;

৬। রাষ্ট্রপতির শপথ গ্রহণ পরিচালনা এবং রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ;

৭। প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণের নিয়োগ ও পদত্যাগ এবং তাঁদের শপথ পরিচালনা;

৮। কার্যবিধিমালা এবং মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের মধ্যে কার্যবণ্টন;

৯। তোশাখানা;

১০। পতাকা বিধিমালা, জাতীয় সঙ্গীত বিধিমালা এবং জাতীয় প্রতীক বিধিমালা;

১১। ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালন;

১২। ভ্রমণভাতা ও দৈনিকভাতা ব্যতীত প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণ সম্পর্কিত সাধারণ সেবা;

১৩। দুর্নীতি দমন কমিশন সংক্রান্ত সকল বিষয়;

১৪। যুদ্ধ ঘোষণা;

১৫। সচিব কমিটি ও উপ-কমিটিসমূহের সাচিবিক দায়িত্ব;

১৬। উপজেলা, জেলা ও বিভাগসমূহের সাধারণ প্রশাসন;

১৭। পদমানক্রম;

১৮। ফৌজদারি বিচার পরিবীক্ষণ;

১৯। আন্তর্জাতিক পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন প্রদান;

২০। প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)-এর সভা অনুষ্ঠান;

২১। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আর্থিক বিষয়সহ প্রশাসন;

২২। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে লিয়াজোঁ এবং এ বিভাগে বরাদ্দকৃত বিষয়সমূহ সম্পর্কে অন্যান্য দেশ ও বিশ্বসংস্থার সঙ্গে চুক্তি ও সমঝোতা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ;

২৩। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে বরাদ্দকৃত বিষয়ে সকল আইন;

২৪। জাতীয় পুরস্কার এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানসমূহ;

২৫। প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় এবং প্রত্যেক বছর জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণ প্রণয়ন;

২৬। মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন;

২৭। 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২', বাস্তবায়ন;

২৮। সরকারি দপ্তরে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন;

২৯। জনপ্রশাসনের মানোন্নয়ন ও সুশাসন কৌশল প্রণয়ন;

৩০। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন;

৩১। ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়ন;

৩২। আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়সাধন;

৩৩। আন্তঃমন্ত্রণালয় বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যক্রম।

৪.০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মবণ্টন

মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট অনুবিভাগ

মন্ত্রিসভা অধিশাখা

১। মন্ত্রিসভা-বৈঠক শাখা

১.১ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিভাগ/থেকে মন্ত্রিসভার বিবেচনার জন্য প্রাপ্ত সারসংক্ষেপের সংখ্যাগত পর্যাপ্ততা;প্রয়োজনানুগ সম্পূর্ণতা এবং কাঠামোগত সঠিকতা নিশ্চিতকরণ ,

১.২ মন্ত্রিসভাবৈঠকের জন্য মন্ত্রিসভার সদস্যগণের নিকট প্রস্তাবিত আলোচ্যসূচি এবং - সারসংক্ষেপসহ বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ এবং মন্ত্রিসভা বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয়-ব্যবস্থাপনা সম্পাদন;

১.৩ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহের সংক্ষিপ্ত 'রেকর্ড অব ডিসকাশনস' এবং লিপি 'রেকর্ড অব ডিসিশন'বদ্ধকরণ ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ;

১.৪ মন্ত্রিসভা বৈঠকের কার্যবিবরণীর-অনুলিপি মন্ত্রিসভার সদস্যগণের নিকট প্রেরণ ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফেরৎ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ;

১.৫ মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের উদ্ধৃতিসমূহ-সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও সচিবগণের নিকট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে প্রেরণ;

১.৬ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ অবগতির জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ;

১.৭ কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধকরণে কোনো ভুল-ত্রুটির বিষয়ে কোনো মন্ত্রী কর্তৃক দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তৎপরিপ্রেক্ষিতে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণক্রমে সংশ্লিষ্ট দাপ্তরিক কাগজপত্রসহ কার্যবিবরণী সংশোধন এবং সংশোধিত কার্যবিবরণী জারিকরণ;

১.৮ মন্ত্রিগণের নিকট প্রেরিত কাগজপত্রের একটি তালিকা সংরক্ষণ এবং তাঁদের দায়িত্ব অবসানকালে তা ফেরত গ্রহণ;

১.৯ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন-অগ্রগতি পরিবীক্ষণের জন্য মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের উদ্ধৃতিসমূহ মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ অধিশাখায় প্রেরণ;

১.১০ মন্ত্রিসভা-বৈঠক সংশ্লিষ্ট রেকর্ডসমূহ যথা: বিজ্ঞপ্তি, সারসংক্ষেপ ও কার্যবিবরণী স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের জন্য রেকর্ড শাখায় প্রেরণ;

১.১১ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপনের জন্য প্রাপ্ত সারসংক্ষেপ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্তে উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগে ফেরত প্রদান;

১.১২ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপনের জন্য সারসংক্ষেপ যথাযথভাবে তৈরির বিষয়ে নির্দেশনা জারিকরণ; এবং

১.১৩ মন্ত্রিসভা-বৈঠক সংশ্লিষ্ট কাজ ও নথিপত্রের গোপনীয়তা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

২। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ শাখা

২.১ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহ ডায়েরিভুক্ত করে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক নথি সৃজন;

২.২ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন-অগ্রগতি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে মাসিক ও বিশেষ প্রতিবেদন সংগ্রহ ও পর্যালোচনা;

২.৩ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদান;

২.৪ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের কোনো সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে কি না, সে-বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে অবহিতকরণ;

২.৫ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন-অগ্রগতির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন;

২.৬ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন-অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আয়োজনে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সমন্বয় অধিশাখাকে সহায়তা প্রদান; এবং

২.৭ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্ত-সংশ্লিষ্ট নথিপত্রের গোপনীয়তা রক্ষা, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও সংরক্ষণ।

৩। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সমন্বয় শাখা

৩.১ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন-অগ্রগতি পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণের জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আয়োজন ও সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

৩.২ মন্ত্রিসভা অনুবিভাগ/অধিশাখার আন্তঃশাখা সমন্বয় ও সমন্বিত রিপোর্ট প্রণয়ন;

৩.৩ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন-অগ্রগতির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রণয়নে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ শাখা-কে সহায়তা প্রদান;

৩.৪ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপিত বিষয় ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বর্ণানুক্রমিক সূচি প্রস্তুতকরণ;

৩.৫ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে মন্ত্রিসভা-বৈঠকের কার্যবিবরণীর উদ্ধৃতি সংরক্ষণ ও নিরাপদ হেফাজতের প্রত্যয়ন সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ;

৩.৬ মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট অনুবিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের কর্মমূল্যায়ন ও অফিস-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ত্রৈমাসিক সভা আয়োজন;

৩.৭ মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট অনুবিভাগের প্রতি মাসে সম্পাদিত অতীব গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখযোগ্য কাজের তালিকা সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা থেকে সংগ্রহপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং তা রিপোর্ট শাখায় প্রেরণ;

৩.৮ প্রতি অর্থবছরে মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাজেট বক্তৃতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট অনুবিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কাজের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পরিকল্পনা ও বাজেট শাখায় প্রেরণ;

৩.৯ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রতি অর্থবছরের কার্যাবলি সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট অনুবিভাগের তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা থেকে সংগ্রহপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং তা রিপোর্ট শাখায় প্রেরণ;

৩.১০ বছরের শুরুতে জাতীয় সংসদে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণে অন্তর্ভুক্তির জন্য মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট অনুবিভাগের তথ্যাদি সকল শাখা/অধিশাখা থেকে সংগ্রহ করে অনুবিভাগভিত্তিক প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক তা রিপোর্ট শাখায় প্রেরণ; এবং

৩.১১ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্ত-সংশ্লিষ্ট সকল নথিপত্রের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

রিপোর্ট ও রেকর্ড অধিশাখা

৪। রিপোর্ট শাখা

৪.১ সংসদ-সদস্যদের প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর প্রথম অধিবেশনের সূচনায় এবং প্রত্যেক বছর প্রথম অধিবেশনের সূচনায় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সংসদে প্রদেয় ভাষণের খসড়া প্রণয়ন, মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন ও চূড়ান্তকরণ এবং বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় মুদ্রণ এবং বিতরণ;

৪.২ মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মাসিক কর্ম-সম্পাদনবিষয়ক প্রতিবেদন সংগ্রহ, সংকলন ও মন্ত্রিসভাকে অবহিতকরণ;

৪.৩ মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের অর্থবছরভিত্তিক কর্ম-সম্পাদনবিষয়ক প্রতিবেদন সংগ্রহ, সংকলন, মন্ত্রিসভার আলোচনার জন্য মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন ও চূড়ান্তকরণ, প্রকাশনা বিতরণ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশনার সফ্টকপি প্রকাশ;

৪.৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাসিক কর্ম-সম্পাদনবিষয়ক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ;

৪.৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, প্রকাশনা, বিতরণ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে তা প্রকাশ; এবং

৪.৬ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কাজের অর্জিত সাফল্যের প্রতিবেদন চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ।

৫। রেকর্ড শাখা

৫.১ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের বিজ্ঞপ্তি, সারসংক্ষেপ ও কার্যবিবরণীর সূচিপত্র তৈরি করে বই আকারে বাঁধাইপূর্বক সংরক্ষণ;

৫.২ সংবাদপত্র/সাময়িকীতে প্রকাশিত সংবাদ ও তথ্য অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত পেপার ক্লিপিং সংরক্ষণ, পরীক্ষণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর/কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ;

৫.৩ সমরপুস্তক সংরক্ষণ ও বিতরণ এবং অভিরক্ষকগণের নিকট থেকে নিরাপদ হেফাজতের প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ; এবং

৫.৪ জাতীয় আরকাইভসে সংরক্ষণযোগ্য দলিলপত্র আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর নিকট হস্তান্তর।

প্রশাসন ও বিধি অনুবিভাগ

প্রশাসন অধিশাখা

৬। সংস্থাপন শাখা

৬.১ টিওএন্ডই, কর্মবণ্টন, নতুন পদ সৃজন ও নবনিয়োগ সংক্রান্ত কাজ;

৬.২ কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বদলি, পদোন্নতি, চাকরি স্থায়ীকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ;

৬.৩ কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের ব্যক্তিগত নথি, সার্ভিস বুক, ছুটি রেজিস্টার, প্রতিস্বাক্ষরকৃত বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন ফরম সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ;

৬.৪ কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, দক্ষতাসীমা অতিক্রমের অনুমতি, টাইম স্কেল, সিলেকশন গ্রেড, অগ্রিম বর্ধিত বেতন, সম্মানীভাতা, দায়িত্বভাতা, বিশেষ ভাতা ও অবসরভাতা প্রদান;

৬.৫ চিকিৎসা-সুবিধা ব্যতিত কর্মকর্তা ও কর্মচারী-কল্যাণ সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়;

৬.৬ কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের বিভিন্ন অগ্রিম মঞ্জুরি;

৬.৭ কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের পাসপোর্ট ও বিদেশভ্রমণ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ;

৬.৮ কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণকে বিশেষ/অতিরিক্ত/চলতি দায়িত্ব প্রদান;

৬.৯ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তাগণের তালিকা প্রেরণ;

৬.১০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানের জনবল বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং পরিসংখ্যান ব্যুরোতে প্রেরণ;

৬.১১ কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের যোগদানপত্র ও সচিবালয়-প্রবেশপত্র সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ;

৬.১২ এ বিভাগে সংযুক্ত কর্মকর্তাগণের যোগদান ও অব্যাহতি প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৬.১৩ কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ-সংশ্লিষ্ট সংযুক্তি কর্মসূচি; এবং

৬.১৪ কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের চাকরি-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ।

৭। সাধারণ সেবা শাখা

৭.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জন্য মনোহারী দ্রব্যাদি ক্রয় ও এ-সংক্রান্ত হিসাব সংরক্ষণ;

৭.২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আসবাবপত্র, ফিক্সচার, ফিটিংস ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ, সংরক্ষণ ও নিবন্ধন;

৭.৩ লিভারিজ প্রদান;

৭.৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যানবাহন ব্যবহার সংক্রান্ত কাজ (সার্বক্ষণিক, সরকারি ও ব্যক্তিগত);

৭.৫ মন্ত্রিসভা-কক্ষ রক্ষণাবেক্ষণ, সজ্জিতকরণ, তৈজসপত্র সরবরাহ;

৭.৬ গ্রহণ ও প্রেরণ ইউনিটের ব্যবস্থাপনা;

৭.৭ সেমিনার, সম্মেলন ও উৎসব আয়োজনের আপ্যায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৭.৮ দপ্তরবিহীন মন্ত্রীর দপ্তরের ব্যবস্থাকরণ ও লজিস্টিক সরবরাহ সংক্রান্ত কাজের সমন্বয়;

৭.৯ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের টেলিফোন, সেলফোন, ইন্টারকম, কম্পিউটার, ট্যাবলেট পিসি, ইন্টারনেট ও ফ্যাক্স এবং কর্মকর্তাগণের আবাসিক টেলিফোন ও ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন ও বিল পরিশোধ;

৭.১০ প্রটোকল বিষয়ক কার্যক্রম;

৭.১১ গ্রন্থাগার-ব্যবস্থাপনা;

৭.১২ বই, সংবাদপত্র, সাময়িকী ইত্যাদি সংগ্রহ এবং সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার সংরক্ষণ;

৭.১৩ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সঙ্গে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের সমন্বয়; এবং

৭.১৪ মুদ্রণ ও প্রকাশনা সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ।

৮। সাধারণ শাখা

৮.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সমন্বয়সভা সংক্রান্ত কার্যক্রমের দায়িত্ব পালন;

৮.২ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের আবেদন কিংবা তাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৮.৩ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিধি/নীতিমালা/গুরুত্বপূর্ণ প্রজ্ঞাপন/সার্কুলারসমূহের সংকলন প্রকাশনা;

৮.৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারিগণকে দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন ওয়ার্কশপ, সভা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণে মনোনয়ন প্রদান;

৮.৫ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত সভা/কর্মশালা/সেমিনার এবং গঠিত/ প্রস্তাবিত টাস্কফোর্স, কমিটি বা বোর্ডসমূহে এ বিভাগের প্রতিনিধি মনোনয়ন;

৮.৬ মন্ত্রণালয়/বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারী মনোনয়ন;

৮.৭ বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি) নির্বাচন;

৮.৮ ‘তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯’ অনুযায়ী এ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার এতদ্‌বিষয়ক দায়িত্ব পালন;

৮.৯ জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন/পালন সংক্রান্ত কাজ;

৮.১০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তাগণের জন্য দর্শনার্থী পাশবই সরবরাহ; এবং

৮.১১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অবণ্টিত কাজ।

৯। কেন্দ্রীয় পত্র গ্রহণ ও অভিযোগ শাখা

৯.১ বাংলাদেশ সচিবালয়ে অবস্থিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের পত্রাদি কেন্দ্রীয়ভাবে গ্রহণপূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে হস্তান্তর;

৯.২ মন্ত্রী/সচিব বরাবর দাখিলকৃত অভিযোগ গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাঁদের দপ্তরে প্রেরণ; এবং

৯.৩ অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ।

১০। প্রশাসন ও শৃঙ্খলা শাখা

১০.১ কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত কাজ;

১০.২ স্বাধীনতা পুরস্কারের জন্য স্বর্ণপদক ও রেপ্লিকা প্রস্তুত এবং এতৎসংক্রান্ত কাজ;

১০.৩ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কাজ;

১০.৪ জরুরি প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা;

১০.৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের বাসা বরাদ্দ;

১০.৬ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের চিকিৎসা সংক্রান্ত আর্থিক সহায়তার আবেদন প্রক্রিয়াকরণ;

১০.৭ বিলুপ্ত বিভাগীয় উন্নয়ন বোর্ডসমূহের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি;

১০.৮ বাংলাদেশস্থ বিদেশি দূতাবাস/হাইকমিশন ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত কর্মকর্তাকে যোগদানের অনুমতি প্রদান;

১০.৯ আন্তর্জাতিক পুরস্কার সংক্রান্ত কাজ;

১০.১০ প্রশাসন ও বিধি অনুবিভাগের আন্তঃশাখা সমন্বয় ও সমন্বিত রিপোর্ট প্রণয়ন; এবং

১০.১১ প্রশাসন ও বিধি অনুবিভাগের ত্রৈমাসিক সমন্বয়সভার আয়োজন।

তোশাখানা ইউনিট

১১। প্রশাসন শাখা

১১.১ তোশাখানা যাদুঘর সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন;

১১.২ তোশাখানা ভবন ও মিউজিয়ামের বাজেট প্রণয়ন;

১১.৩ আইন ও বিধি অনুযায়ী তোশাখানা ভবন ও মিউজিয়ামের কার্যাদি সম্পাদন;

১১.৪ অধীনস্থ কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা হস্তান্তর সংক্রান্ত সুস্পষ্ট স্থায়ী আদেশ প্রদান;

১১.৫ তোশাখানা ভবন ও মিউজিয়ামের সকল কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান;

১১.৬ অধীনস্থ কর্মকর্তাদের ছুটি প্রদান সংক্রান্ত;

১১.৭ কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করা;

১১.৮ রাজস্ব সংগ্রহ নিশ্চিত করতে যেখানে প্রযোজ্য এবং তার চার্জ অনুযায়ী সরকারী সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করা;

১১.৯ তোশাখানা ভবন ও মিউজিয়ামের সমস্ত পরিবহণ, সঞ্চয় অধিগ্রহণ, ক্রয় এবং সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহার সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব পালন;

১১.১০ তোশাখানা ভবন ও মিউজিয়ামের গার্ডেন, টেলিফোন, অগ্নি সুরক্ষা, নিষ্কাশন ব্যবস্থা ও চুরির প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

১১.১১ তোশাখানা ভবন ও মিউজিয়ামের নিরাপত্তার জন্য দায়বদ্ধ এবং এর সকল স্থাবর/স্থাবর সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ;

১১.১২ তোশাখানা ইউনিটের প্রজ্ঞাপন, বিধি, নীতিমালা, পরিপত্র ইত্যাদি নিয়মিতভাবে ওয়েবসাইটে প্রকাশ, ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ এবং নিয়মিত ওয়েবসাইটের ডাটা ব্যাক-আপ নিশ্চিতকরণ;

১১.১৩ তোশাখানা ইউনিটের ডিজিটাল পে-রোল সিস্টেম ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের উন্নয়ন এবং কারিগরি সহায়তা প্রদান;

১১.১৪ তোশাখানা ইউনিট কর্তৃক বাস্তবায়িত সফ্টওয়্যারের সোর্স কোডসহ ডাটাবেইজ রক্ষণাবেক্ষণ;

১১.১৫ তোশাখানা ইউনিটের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংরক্ষণের জন্য ডিভিডি/হার্ডড্রাইভ/পেনড্রাইভ প্রভৃতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্তকতা অবলম্বনের বিষয়ে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে সচেতন করা।

১১.১৬ সংরক্ষণের ল্যাবরেটরির সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করা;

১১.১৭ ল্যাবরেটরি মধ্যে উপকরণ তালিকা তৈরিকরণ;

১১.১৮ ল্যাবরেটরিতে বস্তুর যথাযথ সংরক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত গ্যালারি পরিদর্শন;

১১.১৯ অনুমোদন অনুযায়ী কোন বস্তুর জন্য আলোকচিত্রযুক্ত এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণের কার্যক্রম গ্রহণ;

১১.২০ ল্যাবরেটরির বস্তুগুলির অর্থনৈতিক ও সময়মত সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণ;

১১.২১ অন্বেষণ, জরিপ এবং যাদুঘর বস্তু সংগ্রহে সহযোগিতাকরণ;

১১.২২ তোশাখানা ভবন ও মিউজিয়ামের বস্তু অর্জনের জন্য রক্ষকদের নিয়মিত প্রস্তাবনা; এবং

১১.২৩ নিজ নিজ ক্ষেত্রের বস্তুর মূল্যায়ন এবং তাদের লেবেলগুলি প্রস্তুতকরণ।

বিধি ও সেবা অধিশাখা

১২। বিধি শাখা

১২.১ নিম্নোল্লিখিত আইন/বিধি/নির্দেশাবলি প্রণয়ন, সংশোধন, ব্যাখ্যা প্রদান, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ:

1. Acts:
   (i) The President's (Remuneration and Privileges) Act, 1975;
   (ii) The Prime Minister's (Remuneration and Privileges) Act, 1975;
   (iii) The Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) Act, 1973;
   (iv) রাষ্ট্রপতির অবসর ভাতা, আনুতোষিক ও অন্যান্য সুবিধা আইন, ২০১৬;
   (v) The Bangladesh National Anthem, Flag and Emblem Order, 1972 (P.O. No. 130 of 1972).
2. Rules:
   (i) People's Republic of Bangladesh Flag Rules, 1972;
   (ii) The National Anthem Rules, 1978;
   (iii) Bangladesh National Emblem Rules, 1972;
   (iv) Rules of Business, 1996.
3. Instructions:
   (i) Instructions regarding Personal Standard of the President;
   (ii) Instructions regarding Personal Standard of the Prime Minister;

(iii) Instructions regarding Protocol of the President, Prime Minister, Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers;

(iv) Official Dress Code/National Dress; এবং

4. Warrant of Precedence, 1986.

১৩। সরকার গঠন ও রাষ্ট্রাচার শাখা

১৩.১ মহামান্য রাষ্ট্রপতির শপথ ও কার্যভার গ্রহণ সংক্রান্ত কাজ;

১৩.২ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণের নিয়োগ, শপথ, দপ্তর বণ্টন/ পুনর্বণ্টন, প্ররক্ষা, যানবাহন ও বাসস্থান এবং নিয়োগ-অবসান সংক্রান্ত কাজ;

১৩.৩ মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রীর পদমর্যাদা প্রদান;

১৩.৪ মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদেশে গমন ও দেশে প্রত্যাবর্তনকালে বিমানবন্দরে আমন্ত্রিত অতিথিগণের তালিকা প্রণয়ন, আমন্ত্রণপত্র বিতরণ ও রাষ্ট্রাচার পালন;

১৩.৫ মন্ত্রিসভার সদস্যগণের মধ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সংসদ সম্পর্কীয় কার্যবণ্টন এবং সংসদ চলাকালীন কোন মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে অন্য কোন মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংসদ সম্পর্কীয় দায়িত্ব অর্পণ;

১৩.৬ প্রধান বিচারপতির শপথ গ্রহণ সংক্রান্ত কাজ;

১৩.৭ প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনারগণের নিয়োগ, পদত্যাগ ও অপসারণ সংক্রান্ত রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক দায়িত্বপালনে সহায়তা প্রদান;

১৩.৮ মন্ত্রিপরিষদ/মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন/ধন্যবাদ ও শোকপ্রস্তাবসমূহের প্রজ্ঞাপন জারি; এবং

১৩.৯ সভা/বৈঠকের জন্য মন্ত্রিসভা-কক্ষ বরাদ্দ।

১৪। মন্ত্রিসেবা শাখা

১৪.১ পারিতোষিক ও প্রাধিকার আইন অনুযায়ী মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণের বেতন, বাড়িভাড়া ভাতা, ব্যয় নিয়ামক ভাতা, নির্বাচনী এলাকা ভাতা ও নির্বাচনী এলাকার অফিস পরিচালনা ভাতা, ভ্রমণব্যয়, চিকিৎসাব্যয়, পৌরকর, ওয়াসা, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জ্বালানি, পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট, আবাসিক ভবন রক্ষণাবেক্ষণ, প্রহরীকক্ষ- নির্মাণ, আসবাবপত্র সরবরাহ, স্বেচ্ছাধীন মঞ্জুরি ইত্যাদি খাতের জন্য বাজেট প্রণয়ন;

১৪.২ মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণের ভ্রমণব্যয় খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের

মধ্যে বিভাজন ও চাহিদা অনুযায়ী অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান;

১৪.৩ মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণের চিকিৎসা-বিল পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সংশ্লিষ্ট বাজেট থেকে মঞ্জুরি প্রদান;

১৪.৪ স্বেচ্ছাধীন মঞ্জুরি সংক্রান্ত কাজ;

১৪.৫ মন্ত্রিসভা-বৈঠক, প্রশাসনিক সংস্কার সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার) ও অন্যান্য মন্ত্রিসভা কমিটির বিভিন্ন সভার আপ্যায়ন সংক্রান্ত বাজেট প্রণয়ন ও ব্যয় নির্বাহ;

১৪.৬ পারিতোষিক ও প্রাধিকার আইন অনুযায়ী মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রিগণের- সরকারি বাসস্থানে আসবাবপত্র ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ, বেসরকারি বাসস্থান রক্ষণাবেক্ষণ ও বেসরকারি বাসস্থানে অস্থায়ী প্রহরীকক্ষ- নির্মাণের বাজেট-বরাদ্দ প্রদান;

১৪.৭ মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণের দেশের অভ্যন্তরে এবং বিদেশে ভ্রমণ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংকলন;

১৪.৮ দপ্তরবিহীন মন্ত্রিগণের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ এবং তাঁদের বেতন ও আনুষঙ্গিক ভাতাদির বাজেট প্রস্তুতকরণ;

১৪.৯ বিমানবন্দরের ভিভিআইপি ও ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহার সংক্রান্ত কাজ; এবং

১৪.১০ পারিতোষিক ও প্রাধিকার আইন অনুযায়ী অর্থবছর শেষে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণের বিভিন্ন খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যয়িত ও অব্যয়িত হিসাবের প্রতিবেদন প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার নিকট থেকে সংগ্রহ ও পর্যালোচনা।

পরিকল্পনা ও বাজেট অধিশাখা

১৫। পরিকল্পনা ও বাজেট শাখা

১৫.১ বাজেট-সংশ্লিষ্ট স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি নীতি এবং পরিকল্পনা/কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ;

১৫.২ মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ;

১৫.৩ রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও ব্যয়সীমা নির্ধারণ;

১৫.৪ রাজস্ব আয়, অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয়ের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ প্রস্তুত;

১৫.৫ সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন;

১৫.৬ রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচির প্রস্তাব প্রণয়ন/পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন;

১৫.৭ আগাম সংগ্রহ পরিকল্পনা (advance procurement plan) ও বাজেট বাস্তবায়ন

পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন;

১৫.৮ রাজস্ব আহরণ ও অর্থছাড় এবং বাজেটে বরাদ্দকৃত সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ এবং এ-সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন;

১৫.৯ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ/অধিশাখার সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে মাসিক ভিত্তিতে বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব আহরণের অগ্রগতি এবং এ বিভাগের সকল কার্যক্রম/প্রকল্প/কর্মসূচির আর্থিক ও অ-আর্থিক বাস্তবায়ন-অগ্রগতি পর্যালোচনা;

১৫.১০ প্রধান কর্মকৃতি ও ফলাফল নির্দেশক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জন এবং বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

১৫.১১ বাজেট বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও অর্থ বিভাগে প্রেরণ;

১৫.১২ পুনঃউপযোজন এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে প্রদত্ত অন্যান্য আর্থিক ক্ষমতার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

১৫.১৩ অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক অর্থ বিভাগে প্রেরণ;

১৫.১৪ অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে নিয়মিতভাবে প্রকাশ;

১৫.১৫ বিভাগীয় হিসাবের (departmental accounts) সঙ্গে প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ের হিসাবের সঙ্গতিসাধন;

১৫.১৬ বার্ষিক উপযোজন হিসাব নিরীক্ষা ও প্রত্যয়ন;

১৫.১৭ সরকারি হিসাব সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসহ অন্যান্য সংসদীয় স্থায়ী কমিটির জন্য বাজেট ও আর্থিক বিষয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;

১৫.১৮ নিরীক্ষা-প্রতিবেদন পর্যালোচনা, নিরীক্ষা-আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সমন্বয়সাধন;

১৫.১৯ বাজেট-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সঙ্গে সমন্বয়সাধন;

১৫.২০ বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি ও বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

১৫.২১ বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ এবং প্রধান কর্মকৃতি ও ফলাফল নির্দেশক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে Management Information System (MIS) স্থাপন এবং এর ব্যবস্থাপনা; এবং

১৫.২২ বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণসহ আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সকল বিষয়ে

সমন্বয়সাধন।

১৬। হিসাব শাখা

১৬.১ কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের মাসিক বেতন, বকেয়া বেতন, যাবতীয় ভাতা ও বিভিন্ন অগ্রিম সংক্রান্ত বিল তৈরি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রেরণ;

১৬.২ আনুষঙ্গিক ব্যয় সংক্রান্ত বিল প্রস্তুতপূর্বক প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রেরণ;

১৬.৩ যাবতীয় বিলের টাকা উত্তোলন, বিতরণ এবং এ-সংক্রান্ত সকল ব্যয়ের হিসাব ও রেকর্ড সংরক্ষণ;

১৬.৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাসিক ব্যয়ের হিসাব-বিবরণী প্রস্তুতপূর্বক প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ের হিসাবের সঙ্গে সঙ্গতিসাধন (reconciliation);

১৬.৫ ক্যাশবই লিখন এবং ক্যাশ সংক্রান্ত যাবতীয় প্রমাণপত্র ও রেজিস্টার সংরক্ষণ;

১৬.৬ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এবং অবলুপ্ত দুর্নীতি দমন ব্যুরোর আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনসহ যাবতীয় আর্থিক প্রশাসনিক কার্য সম্পাদন;

১৬.৭ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও অবলুপ্ত দুর্নীতি দমন ব্যুরোর জন্য প্রস্তুতকৃত বাজেট পরীক্ষণ;

১৬.৮ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বাজেট ও ব্যয়ের হিসাব সংক্রান্ত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি;

১৬.৯ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তাগণের দাপ্তরিক ও আবাসিক টেলিফোন বিল পরিশোধ;

১৬.১০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিবিধ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি;

১৬.১১ কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের বেতন নির্ধারণ (fixation);

১৬.১২ বিভিন্ন অর্থনৈতিক কোডের বিপরীতে খরচের হিসাব বাজেট বইতে লিপিবদ্ধকরণ ও সংরক্ষণ;

১৬.১৩ অবলুপ্ত দুর্নীতি দমন ব্যুরোর কর্মকর্তা-কর্মচারিগণের পেনশনসহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণের পেনশন-বিষয়ক কাজে সহায়তা প্রদান; এবং

১৬.১৪ বিভিন্ন প্রকার রেজিস্টার সংরক্ষণ (বিবিধ পার্টি পেমেন্ট রেজিস্টার, যাবতীয় প্রাপ্তি ও পরিশোধ রেজিস্টার)।

আইন অধিশাখা

১৭। আইন-১ শাখা

১৭.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে সম্পৃক্ত করে দায়েরকৃত মামলা ও রিট পিটিশন বিষয়ে সরকারি কৌঁসুলির সঙ্গে যোগাযোগক্রমে যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ; এবং

১৭.২ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ও প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত মামলাসমূহের জবাব তৈরি এবং সরকারি কৌঁসুলির সঙ্গে যোগাযোগক্রমে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।

১৮। আইন-২ শাখা

১৮.১ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত খসড়া আইন/বিধি/নীতির ওপর মতামত প্রদান;

১৮.২ আইনের খসড়া প্রণয়নের ক্ষেত্রে ভাষাগত উৎকর্ষ সাধন, বিষয়গত যথার্থতা এবং সংশ্লিষ্ট অপরাপর আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য ও সংগতি বিধানের লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি-কে সাচিবিক সহায়তা প্রদান; এবং

১৮.৩ কাউন্সিল অফিসারের কাজ।

জেলা ও মাঠ প্রশাসন অনুবিভাগ

জেলা ও মাঠ প্রশাসন অধিশাখা

১৯। মাঠ প্রশাসন সংস্থাপন শাখা

১৯.১ জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসারের ফিটলিস্ট প্রস্তুতকরণ এবং এতৎসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন;

১৯.২ বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসারএর- কার্যালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো সংক্রান্ত বিষয়াদি;

১৯.৩ বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সাধারণ প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণে যোগদানের অনুমতি প্রদান;

১৯.৪ বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণের ছুটি মঞ্জুর ও কর্মস্থল ত্যাগের অনুমতি প্রদান;

১৯.৫ বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণের ভ্রমণ বিবরণী পরীক্ষা ও অনুবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ;

১৯.৬ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক জেলা ও উপজেলার অফিসসমূহ পরিদর্শন এবং পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ;

১৯.৭ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও দূতাবাসের কর্মকর্তা এবং বিদেশি সংস্থার কর্মকর্তাগণের বিভিন্ন জেলা সফরকালে তাঁদেরকে উপযুক্ত সৌজন্য প্রদর্শন, প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান ও নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে নির্দেশনা প্রদান;

১৯.৮ জেলা প্রশাসকগণের চাহিদা অনুযায়ী বাংলাদেশ সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস থেকে

দেশের সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে স্ট্যাম্প ভেন্ডরস রেজিস্টার সরবরাহ কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;

১৯.৯ নির্বাচন কমিশন এর অনুরোধে নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারিকরণ ও আনুষঙ্গিক কাজ; এবং

১৯.১০ জমির হস্তান্তর দলিলের স্ট্যাম্প শুল্ক ফাঁকি দেওয়া সংক্রান্ত মামলাসমূহ পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ।

২০। মাঠ প্রশাসন সমন্বয় শাখা

২০.১ মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে বিভাগীয় কমিশনারগণের সঙ্গে মাসিক সভা অনুষ্ঠান;

২০.২ জাতীয় পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনারগণের সভা/সম্মেলন অনুষ্ঠান;

২০.৩ জেলা প্রশাসক সম্মেলন সংক্রান্ত কাজ;

২০.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয়;

২০.৫ আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত সরকারের অগ্রাধিকারমূলক কর্মসূচি সংক্রান্ত কাজ;

২০.৬ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অন-দি-জব ট্রেনিং, ইন-হাউজ ট্রেনিং, সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন বা পরিচালনা;

২০.৭ বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক কর্তৃক ডিজিটাল সেন্টার, উন্নয়ন প্রকল্প ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন প্রতিবেদনের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ;

২০.৮ মাঠপ্রশাসনের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিং সংক্রান্ত কাজ;

২০.৯ বিভাগীয় ও জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভা সংক্রান্ত কাজ;

২০.১০ সার্কিট হাউজ ব্যবহার/ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজ;

২০.১১ জেলা ও মাঠ প্রশাসন অনুবিভাগের সমন্বয়মূলক কাজ; এবং

২০.১২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুষ্ঠেয় স্থানীয় সরকার বিভাগ সংক্রান্ত সভা/কার্যক্রম সমন্বয় সংক্রান্ত কাজ।

২১। মাঠ প্রশাসন শৃঙ্খলা শাখা

২১.১ মাঠপর্যায়ে কর্মরত বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তপূর্বক নিষ্পত্তিকরণ;

২১.২ মাঠপর্যায়ে কর্মরত বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুর জন্য সম্মতি প্রদান;

২১.৩ সচিবালয় ব্যতীত অধিদপ্তর/সংস্থার সংগঠন, কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রশাসন, পরিদর্শন,

ভ্রমণ এবং এতৎসংক্রান্ত বিবিধ আদেশ, প্রজ্ঞাপন, যোগাযোগপত্র ইত্যাদি সংরক্ষণ ও এর ওপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

২১.৪ মাঠপর্যায়ের কার্যালয়সমূহে মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, কাজের পরিবেশ উন্নয়ন এবং তাঁদের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ সংক্রান্ত কার্যক্রম; এবং

২১.৫ বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও অন্যান্য কর্মকর্তার ভূমিব্যবস্থাপনা (উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস, রাজস্ব শাখা, এল.এ শাখা, সার্টিফিকেট শাখা ইত্যাদি) সংক্রান্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনের ওপর পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও অন্যান্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।

২২। মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা

২২.১ বিভাগীয় কমিশনারগণের নিকট থেকে Information Exchange Management System (IEMS) ,এর মাধ্যমে প্রাপ্ত পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন সংগ্রহ-সংকলন ও সারসংক্ষেপ আকারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমীপে উপস্থাপন এবং সারসংক্ষেপে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মতামত ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত অনুশাসন বাস্তবায়ন;

২২.২ বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ-সম্পৃক্ত প্রস্তাব/সুপারিশের ওপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

২২.৩ সরকারের অগ্রাধিকারমূলক কর্মসূচি ব্যতীত অন্যান্য সাধারণ বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য প্রেরিত অনুরোধ, নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, পরিপত্র ইত্যাদি বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের নিকট প্রেরণ;

২২.৪ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস এবং অন্যান্য বিশেষ কর্মসূচি উদ্‌যাপনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়ন/বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান;

২২.৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের করণীয় বিষয়াদি;

২২.৬ দেশের অভ্যন্তরে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফর সংক্রান্ত কাজ;

২২.৭ মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক বিভাগ, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণকে বিভিন্ন কমিটিতে অন্তর্ভুক্তকরণের ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতি প্রদান ;

২২.৮ জেলা প্রশাসকগণের কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত কাজ;

২২.৯ বিভাগীয় কমিশনার; পরিচালক, স্থানীর সরকার; জেলা প্রশাসক; এবং উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার-এর দায়িত্ব ও কাজ নির্ধারণ/হালনাগাদকরণ;

২২.১০ উত্তরা গণভবন সংক্রান্ত কাজ;

২২.১১ মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ পরিদর্শন প্রতিবেদন পরিবীক্ষণ;

২২.১২ জেলার শ্রেণি পরিবর্তন সংক্রান্ত কাজ;

২২.১৩ বাংলাদেশ-ভারতের সীমান্ত-হাট সংক্রান্ত কাজ;

২২.১৪ জেলা প্রশাসক-জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সীমান্ত সম্মেলন সংক্রান্ত কাজ;

২২.১৫ জাতীয় পরিবেশ কমিটি সংক্রান্ত কাজ; এবং

২২.১৬ খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি সংক্রান্ত কাজ।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি অধিশাখা

২৩। জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি নীতি শাখা

২৩.১ জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি বিষয়ক নীতিমালা, নির্দেশাবলি, পরিপত্র এবং সাধারণ যোগাযোগ সংক্রান্ত কাজ;

২৩.২ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণের ক্ষমতা অর্পণ/প্রত্যাহার সংক্রান্ত বিষয়াদি;

২৩.৩ জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন প্রণয়ন এবং সংশোধন সংক্রান্ত বিষয়াদি;

২৩.৪ পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজ; এবং

২৩.৫ দুর্নীতি দমন কমিশনসংশ্লিষ্ট কাজ।

২৪। জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি পরিবীক্ষণ শাখা

২৪.১ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণের নিবারণমূলক (preventive) বিচারকার্য পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন;

২৪.২ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক আদালত পরিদর্শন ও মোবাইল কোর্টের কেস রেকর্ড পর্যালোচনা;

২৪.৩ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণের কোর্টসমূহের পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ;

২৪.৪ জেলার মাসিক আইনশৃঙ্খলা- সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ও অনুবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ;

২৪.৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণযোগ্য বিশেষ ক্ষমতা আইন, শুল্ক আইন ও

অন্যান্য মাইনর এ্যাক্টের আওতাধীন বিষয়;

২৪.৬ মোবাইল কোর্ট সংক্রান্ত কাজ পর্যালোচনা;

২৪.৭ মোবাইল কোর্ট আইনের আওতাধীন আপিল মামলা পর্যালোচনা;

২৪.৮ আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক সাংগঠনিক কাজ;

২৪.৯ মহানগর, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন আইনশৃঙ্খলা- কমিটি সংক্রান্ত কাজ;

২৪.১০ জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ কমিটি সংক্রান্ত কাজ;

২৪.১১ আইনশৃঙ্খলা- সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির কাজ;

২৪.১২ আইনশৃঙ্খলা- সংক্রান্ত কোর কমিটির কাজ;

২৪.১৩ মাঠপর্যায়ে সংঘটিত গুরুতর অপরাধের ওপর গৃহীত ব্যবস্থা এবং তৎসংশ্লিষ্ট মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে মাঠপ্রশাসনের নিকট থেকে হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ;

২৪.১৪ চাঞ্চল্যকর মামলার অগ্রগতির জন্য গঠিত জেলা কমিটির কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা;

২৪.১৫ আইনশৃঙ্খলা- ও জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত সাধারণ ও গোপনীয় প্রতিবেদনসমূহ সংরক্ষণ এবং এতৎসংক্রান্ত কাজ;

২৪.১৬ দুর্ঘটনায় হতাহতদের নির্ভুল ও সমন্বিত তথ্য সংগ্রহ;

২৪.১৭ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক থানা ও কারাগার পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ;

২৪.১৮ কারান্তরীণ শিশু-কিশোরদের অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত জাতীয় টাস্কফোর্সের সভা সংক্রান্ত; এবং

২৪.১৯ কারান্তরীণ শিশু-কিশোরদের মাসিক পরিসংখ্যান পর্যালোচনাপূর্বক তাদের মুক্তিদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসকগণকে নির্দেশনা প্রদান।

কমিটি ও অর্থনৈতিক অনুবিভাগ

কমিটি ও অর্থনৈতিক অধিশাখা

২৫। কমিটি বিষয়ক অধিশাখা

২৫.১ কমিটি বিষয়ক কাজ, কমিটি গঠন, পুনর্গঠন, সংশোধন ইত্যাদি;

২৫.২ জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

২৫.৩ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত সচিব

কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

২৫.৪ কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ; এবং

২৫.৫ কমিটি ও অর্থনৈতিক অনুবিভাগের অধীন শাখাসমূহের মধ্যে সমন্বয়মূলক কাজ।

২৬। ক্রয় ও অর্থনৈতিক শাখা

২৬.১ সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

২৬.২ অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান ;এবং

২৬.৩ বর্ণিত মন্ত্রিসভা কমিটিদ্বয়ের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ।

সমন্বয় অনুবিভাগ

প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয় অধিশাখা

২৭। **প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয়-১ শাখা**

২৭.১ প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি সংশ্লিষ্ট কাজ;

২৭.২ সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহের জনবল হ্রাস/বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির বিবেচনার জন্য উপস্থাপন;

২৭.৩ প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সুপারিশ/সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন-অগ্রগতি পরিবীক্ষণ;

২৭.৪ চাকরি ও নিয়োগবিধি এবং জনবল সংক্রান্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রস্তাবের ওপর মতামত প্রদান এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এ সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্টের দায়িত্ব পালন।

২৮। প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয়-২ শাখা

২৮.১ সচিব-সভা সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কাজের সমন্বয় সাধন;

২৮.২ সচিবসভায়- গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

২৮.৩ সচিবসভা- কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন উপকমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

২৮.৪ জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত নীতিমালা ও নির্দেশাবলি প্রণয়ন;

২৮.৫ স্বাধীনতা পদক সংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহ প্রাথমিকভাবে যাচাই-বাছাই;

২৮.৬ জাতীয় পদক পরিধান নির্দেশিকা প্রণয়ন/সংশোধন সংক্রান্ত কাজ;

২৮.৭ সমন্বয় ও সংস্কার ইউনিটের যাবতীয় সমন্বয় কার্যক্রম সম্পাদন করা।

নিকার অধিশাখা

২৯। নিকার শাখা-১ শাখা

২৯.১ প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)-এর সভা অনুষ্ঠান এবং এতৎসংক্রান্ত সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

২৯.২ নিকার-এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন-অগ্রগতি পরিবীক্ষণ;

২৯.৩ প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় নীতিমালা/নির্দেশিকা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ;

২৯.৪ নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভা আয়োজন এবং এতৎসংক্রান্ত কাজে দাপ্তরিক সহযোগিতা;

২৯.৫ জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটির সভা অনুষ্ঠান এবং এতৎসংক্রান্ত কাজ; এবং

২৯.৬ জাতীয় পরিবীক্ষণ কমিটির (এনএমসি) সভা সংক্রান্ত কাজে সহায়তা প্রদান।

৩০। নিকার শাখা-২ শাখা

৩০.১ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ সংক্রান্ত প্রস্তাব পর্যালোচনা কমিটি-এর সভা অনুষ্ঠান এবং এতদ্‌সংক্রান্ত সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

৩০.২ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ সংক্রান্ত প্রস্তাব পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা এবং প্রয়োজনীয় করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান;

৩০.৩ প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ;

৩০.৪ সমন্বয় ও সংস্কার ইউনিটের প্রশাসনিক ও প্রক্রিয়াগত বিষয়াদি সম্পাদন; এবং

৩০.৫ সমন্বয় অনুবিভাগের যাবতীয় প্রতিবেদনের সমন্বয় সাধন।

সিভিল রেজিস্ট্রেশন ও সামাজিক নিরাপত্তা অধিশাখা

৩১। সিভিল রেজিস্ট্রেশন শাখা

৩১.১ সিভিল রেজিস্ট্রেশন এন্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স (সিআরভিএস) সংক্রান্ত স্টিয়ারিং কমিটি'-এর সভা অনুষ্ঠান এবং এতদ্‌সংক্রান্ত সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

৩১.২ সিআরভিএস সংক্রান্ত স্টিয়ারিং কমিটি-এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ;

৩১.৩ সিআরভিএস বাস্তবায়ন কার্যক্রমের আন্তঃমন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আন্তঃসংস্থা সমন্বয় করা;

৩১.৪ 'সিআরভিএস বাস্তবায়ন কমিটি'-এর সভা অনুষ্ঠান এবং এতদ্‌সংক্রান্ত সাচিবিক

সহায়তা প্রদান;

৩১.৫ সিআরভিএস সচিবালয়ের যাবতীয় প্রশাসনিক ও প্রক্রিয়াগত কার্যক্রম সম্পাদন;

৩১.৬ 'Asia-Pacific Regional Steering Committee on CRVS'-এর বাংলাদেশের Focal Point হিসাবে সিআরভিএস সচিবালয়ের সাচিবিক কার্যক্রম সম্পাদন; এবং

৩১.৭ সিআরভিএস সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহের ব্যবস্থপনা কার্যক্রম সম্পাদন।

৩২। সামাজিক নিরাপত্তা শাখা

৩২.১ সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত 'কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি'-এর সভা অনুষ্ঠান এবং এতদ্‌সংক্রান্ত সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

৩২.২ 'কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি'-এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ;

৩২.৩ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন কার্যক্রমের আন্তঃমন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আন্তঃসংস্থা সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ;

৩২.৪ 'National Social Security Strategy (NSSS)' বাস্তবায়ন করা এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ;

৩২.৫ এনএসএসএস বাস্তবায়ন কার্যক্রমের আন্তঃমন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আন্তঃসংস্থা সমন্বয় সাধন; এবং

৩২.৬ শাখা কর্তৃক বাস্তবায়নধীন সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পাদন।

উন্নয়ন অভিলক্ষ বাস্তবায়ন ও সমন্বয় অধিশাখা

৩৩। উন্নয়ন অভিলক্ষ বাস্তবায়ন শাখা

৩৩.১ Sustainable Development Goal-SDG বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট অভিলক্ষ এবং টার্গেটের ক্ষেত্রে লিড বিভাগ হিসাবে সমন্বয় কমিটি-এর সভা অনুষ্ঠান এবং এতদ্‌সংক্রান্ত সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

৩৩.২ Sustainable Development Goal-SDG বাস্তবায়নে ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ;

৩৩.৩ এসডিজি-এর অভিলক্ষ-১ এবং অভিলক্ষ-১৬ এর বাস্তবায়ন কার্যক্রমের আন্তঃমন্ত্রণালয়/ বিভাগ এবং আন্তঃসংস্থা সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ;

৩৩.৪ এসডিজি-এর অভিলক্ষ-১ এবং অভিলক্ষ-১৬ এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম সংক্রান্ত মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ; এবং

৩৩.৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এসডিজি সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পাদন।

৩৪। উন্নয়ন অভিলক্ষ সমন্বয় ও আন্তঃমন্ত্রণালয় দ্বন্দ্ব নিরসন শাখা

৩৪.১ ইস্তাম্বুল কর্ম-পরিকল্পনা (Istanbul Programme of Action-IPoA) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত 'সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ কমিটি' -এর সভা অনুষ্ঠান এবং এতদ্‌সংক্রান্ত সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

৩৪.২ ইস্তাম্বুল কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত 'সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ কমিটি'-এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ;

৩৪.৩ ইস্তাম্বুল কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রমের আন্তঃমন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আন্তঃসংস্থা সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ;

৩৪.৪ ইস্তাম্বুল কর্ম পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পাদন;

৩৪.৫ আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কমিটি-এর সভা অনুষ্ঠান এবং এতদ্‌সংক্রান্ত সাচিবিক সহায়তা প্রদান; এবং

৩৪.৬ আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ।

সংস্কার অনুবিভাগ

কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা (নীতি ও মূল্যায়ন) অধিশাখা

৩৫। কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা (নীতি ও সমন্বয়) শাখা

৩৫.১ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত নীতিমালা, নির্দেশিকা ও কাঠামো প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ;

৩৫.২ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সেতু বিভাগ, রেলপথ মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও

মূল্যায়ন বিভাগ এবং এসকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ এবং সমন্বয়;

৩৫.৩ বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় চট্টগ্রাম ও সিলেট এবং আওতাধীন জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়;

৩৫.৪ ২ ও ৩ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত অফিসসমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক তথ্য সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ;

৩৫.৫ সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি এবং কারিগরি কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান এবং সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ; এবং

৩৫.৬ এপিএ বিষয়ে প্রকল্প প্রণয়ন, চলমান/সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় সমন্বয়।

৩৬। কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা (মূল্যায়ন) শাখা

৩৬.১ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, কারিগরী ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং এ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়;

৩৬.২ বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ঢাকা ও ময়মনসিংহ এবং আওতাধীন জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়;

৩৬.৩ ১ ও ২ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত অফিসসমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক তথ্য সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ;

৩৬.৪ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক (চূড়ান্ত) মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়;

৩৬.৫ উন্নয়ন সহযোগী অথবা সংস্থার সাথে এপিএ সংশ্লিষ্ট কাজের সমন্বয়,

৩৬.৬ কর্মসম্পাদন নীতি ও মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট অধিশাখা/শাখার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংস্থাপন বিষয়াদি; এবং

৩৬.৭ এপিএ সংক্রান্ত প্রশাসনিক বিষয়াদি।

কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ অধিশাখা

৩৭। কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ-১ শাখা

৩৭.১ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, আইন ও বিচার বিভাগ, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, শিল্প মন্ত্রণালয়, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এসকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ এবং সমন্বয়;

৩৭.২ বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় রাজশাহী ও রংপুর এবং আওতাধীন জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়;

৩৭.৩ ১ ও ২ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত অফিসসমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক তথ্য সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ;

৩৭.৪ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান আয়োজন সংক্রান্ত কাজ সমন্বয়সাধন;

৩৭.৫ বার্ষিক প্রতিবেদনসহ এপিএ বিষয়ে রিপোর্ট প্রণয়ন এবং এপিএ সংশ্লিষ্ট প্রকাশনার কাজ; এবং

৩৭.৬ কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অধিশাখা/শাখার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংস্থাপন বিষয়াদি।

৩৮। কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ-২ শাখা

৩৮.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সমন্বয় ও সংস্কার ইউনিট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এসকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়;

৩৮.২ বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় খুলনা ও বরিশাল এবং আওতাধীন জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়;

৩৮.৩ ১ ও ২ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত অফিসসমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক তথ্য সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ;

৩৮.৪ কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কর্মশালা এবং মতবিনিময় সভার আয়োজন;

৩৮.৫ এপিএ সংশ্লিষ্ট সকল শাখা/অধিশাখার কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট প্রস্তুতি, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন সমন্বয় ও রিপোর্টিং;

৩৮.৬ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত এপিএএমএস সফট্ওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৩৮.৭ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সমন্বয়সভা, সমন্বয় ও সংস্কার ইউনিটের সমন্বয়সভাসহ বিভিন্ন সভার এপিএ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রিপোর্ট প্রদান, সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সমন্বয়; এবং

৩৮.৮ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

প্রশাসনিক সংস্কার অধিশাখা

৩৯। শুদ্ধাচার শাখা

৩৯.১ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে সময়াবদ্ধ কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ, প্রতিবেদন প্রস্তুত ও উপস্থাপন;

৩৯.২ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত সময়াবদ্ধ কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও ফিডব্যাক প্রদান;

৩৯.৩ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অর্থবছর শেষে স্বমূল্যায়িত চূড়ান্ত প্রতিবেদনের ওপর পর্যালোচনা এবং প্রমাণক পরীক্ষা সাপেক্ষে চূড়ান্ত মূল্যায়ন;

৩৯.৪ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত অ্যাকশন-প্ল্যান/ রোডম্যাপ প্রণয়ন ও উপস্থাপন;

৩৯.৫ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন, সময়াবদ্ধ কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ;

৩৯.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

৩৯.৭ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আওতায় গঠিত উপদেষ্টা পরিষদ, পরিষদের নির্বাহী কমিটি, জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট (NIIU) এবং বিভিন্ন উপকমিটির সভা আয়োজন;

৩৯.৮ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সেমিনার, কর্মশালা, জনঅবহিতকরণ সভা এবং প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ;

৩৯.৯ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থায় শুদ্ধাচার সংক্রান্ত উত্তম চর্চা (best practice) সংগ্রহ ও প্রচার;

৩৯.১০ শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা প্রণয়ন ও পরিমার্জন সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৩৯.১১ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন;

৩৯.১২ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত নৈতিকতা কমিটির কার্যক্রম পরিবীক্ষণ; এবং

৩৯.১৩ সংস্কার অনুবিভাগের কার্যক্রম সমন্বয়।

৪০। তথ্য অধিকার শাখা

৪০.১ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনের সাথে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সমন্বয়সাধন;

৪০.২ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অংশীজন এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম সমন্বয়সাধন;

৪০.৩ তথ্য অধিকার ওয়ার্কিং গ্রুপের সভা আহ্বান, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ;

৪০.৪ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সংস্থা ও সমপর্যায়ের কার্যালয়ে/দপ্তর/বিভাগ/স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও এর পরিবীক্ষণ;

৪০.৫ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে ৬৪টি জেলায় গঠিত জেলা উপদেষ্টা কমিটির কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা প্রদান ও পরিবীক্ষণ;

৪০.৬ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা ও সমপর্যায়ের কার্যালয়ে নিয়োগকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ সমন্বয়;

৪০.৭ তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও সুপারিশ বাস্তবায়ন;

৪০.৮ প্রশাসনিক সংস্কার সংক্রান্ত প্রস্তাব চিহ্নিতকরণ এবং উপস্থাপন; সভা আহ্বান, প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং সুপারিশ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৪০.৯ প্রশাসনিক সংস্কার সংক্রান্ত প্রস্তাব জাতীয় নীতিতে প্রতিফলন সংক্রান্ত কাজ;

৪০.১০ প্রশাসনিক সংস্কার বিষয়ে বৈদেশিক সাহায্য সংস্থা কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদনের ওপর

মতামত প্রদান;

৪০.১১ প্রশাসনিক সংস্কার সংক্রান্ত সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/কর্মশালা আয়োজন/অংশগ্রহণ;

৪০.১২ সার্ক মন্ত্রিপরিষদ সচিব-সভা আয়োজনে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

৪০.১৩ সার্ক মন্ত্রিপরিষদ সচিব-সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ; এবং

৪০.১৪ প্রশাসনিক সংস্কার সংক্রান্ত আঞ্চলিক প্রস্তাব সমন্বয়, উপস্থাপন ও বাস্তবায়ন।

প্রকল্প ও গবেষণা অধিশাখা

৪১। প্রকল্প শাখা

৪১.১ উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচির TPP/DPP প্রণয়ন ও সংশোধন;

৪১.২ প্রকল্প পর্যালোচনা সভার জন্য প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং অনুসরণ;

৪১.৩ প্রকল্প অনুমোদন বিষয়ে বিভিন্ন সভা সম্পর্কিত বিষয়াদি;

৪১.৪ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বরাদ্দ গ্রহণ ও ছাড়করণ;

৪১.৫ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আর্থিক সম্পদের সংস্থান ও বাস্তবায়নের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ বিভাগ, আইএমইডি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪১.৬ উন্নয়ন সহযোগীর জন্য (সংশ্লিষ্ট/প্রযোজ্য প্রকল্পের) বিভিন্ন দেশে/সংস্থার ব্রিফ/টকিং পয়েন্ট প্রণয়ন, পত্রালাপ ও সংযোগ রক্ষা;

৪১.৭ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থ বিভাগ, ইআরডিসহ অন্যান্য সংস্থা বরাবরে উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য ইত্যাদি প্রেরণ; এবং

৪১.৮ আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট যাবতীয় চুক্তি/এইড মেমোরেন্ডাম/এইড কনসোর্টিয়াম সম্পর্কিত কার্যক্রম।

৪২। গবেষণা শাখা

৪২.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গবেষণা কার্যক্রম সার্বিক সমন্বয়সাধন এবং গবেষণা প্রতিবেদনসমূহ সংরক্ষণ;

৪২.২ এনইসি ও একনেক সভায় উপস্থাপিত প্রকল্প/কর্মসূচির সার-সংক্ষেপের ওপর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মতামত/মন্তব্য প্রেরণ;

৪২.৩ Fast Track Project Monitoring Committee-এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৪২.৪ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে সুশাসন উন্নয়নের নিমিত্ত গৃহীত প্রকল্পের প্রতিবেদন প্রণয়ন;

৪২.৫ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে গৃহীত সুশাসন বিষয়ক উত্তম চর্চার তথ্য সংগ্রহ ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪২.৬ সুশাসন বিষয়ক প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন/সমীক্ষা প্রতিবেদন সংগ্রহ/সংরক্ষণ;

৪২.৭ জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার ওপর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মতামত/প্রতিবেদন প্রণয়ন;

৪২.৮ নতুন প্রকল্প গ্রহণের জন্য ধারণাপত্র প্রস্তুত;

৪২.৯ বহির্বিশ্ব তথা উন্নয়নশীল দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রকল্প গ্রহণের তুলনামুলক চিত্র প্রতিবেদন তৈরি; এবং

৪২.১০ তথ্য বিশ্লেষণ এবং খসড়া স্টাডি রিপোর্ট প্রস্তুত।

সুশাসন ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা অধিশাখা

৪৩। সুশাসন শাখা

৪৩.১ সুশাসন জোরদারকরণের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং এ সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আয়োজন;

৪৩.২ সরকারি দপ্তরে সুশাসন জোরদারকরণের লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ- চাহিদা পূরণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সমন্বয়;

৪৩.৩ সরকারি দপ্তরে সেবার মানোন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নীতি/কর্মসূচি পাইলটিং ও বাস্তবায়ন;

৪৩.৪ সরকারি দপ্তরে সিটিজেনস্ চার্টার বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজ;

৪৩.৫ জনপ্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ক্ষেত্রে বৈদেশিক সাহায্য সংক্রান্ত প্রস্তাবের ওপর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মতামত প্রদান;

৪৩.৬ সুশাসন সংক্রান্ত লোকাল কনসালটেটিভ গ্রুপ (LCG)-এর কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন;

৪৩.৭ মাঠ পর্যায়ে সরকারি দপ্তরের সঙ্গে সুশাসন সংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্পের কাজের সমন্বয়;

৪৩.৮ স্বায়ত্বশাসিত ও রাষ্ট্রায়াত্ব প্রতিষ্ঠানে সিটিজেনস চার্টার বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও উন্নয়ন; এবং

৪৩.৯ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল (NSDC) সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়।

৪৪। অভিযোগ ব্যবস্থাপনা শাখা

৪৪.১ বিভিন্ন স্তরের সরকারি দপ্তরে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (Grievance Redress

System) কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়;

৪৪.২ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান এবং কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন;পরিবীক্ষণ-

৪৪.৩ অভিযোগ অনুসন্ধান ও নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ;

৪৪.৪ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ কর্তৃক অভিযোগের প্রকৃতি ও কারণ সম্পর্কিত গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে জনসেবার মান বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সংস্কারমূলক কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ;

৪৪.৫ সরকারি দপ্তরে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সভা, সেমিনার, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় কার্যক্রম গ্রহণ;

৪৪.৬ পত্রিকায় প্রকাশিত কোন সংবাদ, প্রতিবেদন বা চিঠিপত্রে সরকারি অভিযোগের উল্লেখ থাকলে সেগুলি পরীক্ষান্তে নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ;

৪৪.৭ সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ বিশ্লেষণ করে যে সকল অভিযোগের পুনরাবৃত্তি ঘটে থাকে সে বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ;

৪৪.৮ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম সুসংহত করার লক্ষ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং

৪৪.৯ GRS সফটওয়্যার ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন।

ই-গভর্নেন্স অধিশাখা

৪৫। ই-গভর্নেন্স-১ শাখা

৪৫.১ ই-গভর্নেন্স এবং ই-সেবা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সহায়ক পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তরসমূহ কর্তৃক গৃহীত এতৎসংক্রান্ত উদ্যোগসমূহের সমন্বয়;

৪৫.২ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধকরণ, সহায়তা প্রদান ও পরিবীক্ষণ;

৪৫.৩ জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০১৮-এর আওতায় গৃহীত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মপরিকল্পনা (Action Plan)-এর বাস্তবায়ন সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ;

৪৫.৪ দেশে ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠায় নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একটি সমন্বিত ও সার্বিক কৌশল প্রণয়ন;

৪৫.৫ ই-সেবা সংক্রান্ত সকল আইন, নীতি, গাইডলাইনস (জাতীয় তথ্য বাতায়ন, সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ, ই-কোর্ট ইত্যাদি) ও আদর্শমান (স্ট্যান্ডার্ড) প্রণয়নে সমন্বয় সাধন;

৪৫.৬ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের ই-ফাইল বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণে সমন্বয় সাধন;

৪৫.৭ মাঠপর্যায়ে ই-সেবা, জাতীয় তথ্য বাতায়ন, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, ভূমি-সেবা, ডিজিটাল সেন্টার এবং উদ্ভাবনবিষয়ক কার্যক্রম পরিদর্শন ও প্রতিবেদন প্রণয়ন;

৪৫.৮ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা প্রমিতকরণের লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরে ইউনিকোডের ব্যবহার নিশ্চিতকরণের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ; এবং

৪৫.৯ দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা, অভিযোগ-ব্যবস্থাপনা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, সিটিজেন্স চার্টার প্রভৃতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কাজ।

৪৬। ই-গভর্নেন্স-২ শাখা

৪৬.১ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তরসমূহে আইসিটির ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারি কার্যক্রম ও সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবনী প্রয়াস উৎসাহিতকরণ এবং এতৎসংক্রান্ত নীতিমালার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

৪৬.২ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সভা, কর্মশালা, সেমিনার, সম্মেলন ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন;

৪৬.৩ ই-গভর্নেন্স-সংক্রান্ত উত্তম চর্চাসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ;

৪৬.৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগে ইনোভেশন টিম-সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যক্রমের সমন্বয়;

৪৬.৫ ভূমিসেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন উদ্যোগসমূহের সমন্বয় সাধন;

৪৬.৬ সেবাপদ্ধতি সহজীকরণ সংক্রান্ত কাজ সমন্বয়;

৪৬.৭ Open Government Data সম্পর্কিত কাজ সমন্বয়;

৪৬.৮ সকল বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ই-ফাইল বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণে সমন্বয়সাধন;

৪৬.৯ ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের ডিজিটাল সেন্টারসমূহের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ এবং এতৎসংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন;

৪৬.১০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা-চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে প্রাপ্ত বরাদ্দ বন্টন;

৪৬.১১ মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং মাঠপর্যায়ের অফিসসমূহে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি-সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;

৪৬.১২ বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়নের আওতায় প্রস্তুতকৃত সকল সরকারি ওয়েবসাইটের কনটেন্ট হালনাগাদকরণ কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন; এবং

৪৬.১৩ দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা, অভিযোগ-ব্যবস্থাপনা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, সিটিজেনস্ চার্টার প্রভৃতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কাজ।

৪৬.১৪ সরকারি দপ্তরে উদ্ভাবন কার্যক্রমকে সুশৃঙ্খল, নিয়মতান্ত্রিক ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং এ লক্ষ্যে দায়বদ্ধতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ে বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরকিল্পনা প্রণয়ন ;

৪৬.১৫ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরকিল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অর্থবছর শেষে স্বমূল্যায়িত চূড়ান্ত প্রতিবেদনের ওপর পর্যালোচনা এবং প্রমাণক পরীক্ষা সাপেক্ষে চূড়ান্ত মূল্যায়ন

৪৭। আইসিটি সেল

৪৭.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং এর অধিক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কিত যাবতীয় কারিগরি কাজ তথা হার্ডওয়্যার, সফ্টওয়্যার, নেটওয়ার্ক, সার্ভার, ইন্টারনেট ও ওয়েবসাইট ব্যবস্থাপনা এবং এতৎসংক্রান্ত বাজেট ও পরিকল্পনা প্রণয়ন;

৪৭.২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে স্থাপিত ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম-সংশ্লিষ্ট কারিগরি কাজ সম্পাদন;

৪৭.৩ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিভিন্ন শাখা/অধিশাখার কম্পিউটার সিস্টেম উন্নয়ন, সফ্টওয়্যার তৈরি ও প্রোগ্রাম ইনস্টলেশন ইত্যাদি কাজ সম্পাদন;

৪৭.৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তাগণের ব্যবহৃত সরকারি ই মেইল একাউন্ট-সংক্রান্ত কাজ;

৪৭.৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ইলেক্ট্রনিক ডাক, ডিজিটাল সিগনেচার, ইলেক্ট্রনিক ফাইল, ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড কিপিং প্রভৃতি বাস্তবায়নে সমন্বয়সাধন;

৪৭.৬ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল প্রজ্ঞাপন, বিধি, নীতিমালা, পরিপত্র ইত্যাদি নিয়মিতভাবে ওয়েবসাইটে প্রকাশ, ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ ও নিয়মিত ডাটা বেকআপ গ্রহণ নিশ্চিতকরণ;

৪৭.৭ Information Exchange Management System (IEMS) সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এফসিআর) প্রস্তুতকরণে সহযোগিতা

প্রদান এবং সফ্টওয়্যার-ব্যবস্থাপনা তদারকি;

৪৭.৮ মাঠপর্যায়ে ই-সেবা, জাতীয় তথ্য বাতায়ন, মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুম, ডিজিটাল সেন্টার এবং আইসিটি বিষয়ক কার্যক্রম পরিদর্শন ও প্রতিবেদন প্রণয়ন-সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৪৭.৯ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে স্থাপিত সার্ভার, ওয়ার্কস্টেশন, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN), ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (WAN), ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক এবং আইপি ফোন নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনা তদারকি;

৪৭.১০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের টিওএন্ডইভুক্ত কম্পিউটার সার্ভার, ডেস্কটপ কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট, এন্টিভাইরাস সফ্টওয়্যার, অপারেটিং সিস্টেম সফ্টওয়্যার, প্রোজেক্টর, রাউটার, সুইচ, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ইউপিএস, আইপি ফোন, ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম ইত্যাদি যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ এবং স্টক রেজিস্টার ও হিস্ট্রি বুক সংরক্ষণ;

৪৭.১১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ব্যবহার অনুপযোগী সকল আইসিটি-সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতির প্রতিবেদন প্রণয়ন ও নিষ্পত্তিকরণ সংক্রান্ত কাজে সহায়তা প্রদান;

৪৭.১২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কম্পিউটার ল্যাবের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

৪৭.১৩ মন্ত্রিপরিষদ কক্ষ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগস্থ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে স্থাপিত কম্পিউটার যন্ত্রাংশ এবং ইন্টারনেটের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

৪৭.১৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিভিন্ন শাখা/অধিশাখা/অনুবিভাগ কর্তৃক উপস্থাপিত পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপনায় কারিগরি সহযোগিতা প্রদান; এবং

৪৭.১৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল কম্পিউটারে এন্টিভাইরাস সফট্ওয়্যারের কার্যকারিতা নিয়মিতভাবে পরীক্ষাকরণ এবং প্রয়োজনীয় ট্রাবলস্যুটিং নিশ্চিতকরণ।

৫.০ ২০১৯-২০ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকসমূহ

৫.১ মন্ত্রিসভা-বৈঠক

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০১৯-২০) মোট ২৭টি মন্ত্রিসভা-বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ সময়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে প্রাপ্ত সারসংক্ষেপসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মোট ১৮০টি সারসংক্ষেপ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে মন্ত্রিসভার বিবেচনার জন্য প্রাপ্ত সারসংক্ষেপসমূহের সংখ্যাগত পর্যাপ্ততা, প্রয়োজনানুগ সম্পূর্ণতা এবং কাঠামোগত শুদ্ধতা যাচাই করে সঠিকভাবে সারসংক্ষেপ প্রেরণের পরামর্শ প্রদানপূর্বক ০৫টি সারসংক্ষেপ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে ফেরত প্রেরণ করা হয়।

৫.১.১ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে মোট ২৩৬টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; এর মধ্যে ১৭৫টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয় এবং ৬১টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নাধীন আছে। গত তিন অর্থবছরে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠক, গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত একটি চিত্র নিম্নে দেওয়া হলো:

অর্থবছর / বিষয়সমূহ	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	মন্তব্য
মন্ত্রিসভা-বৈঠক	৩৩	৩১	২৭	৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত বাস্তবায়িত (*Covid-19 জনিত কারণে ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়নের হার কম)।
গৃহীত সিদ্ধান্ত	২৯৫	২৭৪	২৪৯	
বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত (বাস্তবায়নের হার)	২৪০ (৮১.৩৬%)	২৩৫ (৮৫.৭৭%)	১৯১ (৭৭%)	

৫.২ মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহের বৈঠক

৫.২.১ প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার): প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে নিকার-এর ১১৬তম সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৫.২.২ সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি: প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ৩০টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকসমূহে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১৭০টি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় এবং ১৫৮টি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

৫.২.৩ অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি: প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ২২টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকসমূহে ৪৩টি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় এবং ৩৯টি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

৫.২.৪ জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি: 'স্বাধীনতা পুরস্কার', 'একুশে পদক', 'বেগম রোকেয়া পদক' এবং 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার' প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির চারটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সব সভার সুপারিশের আলোকে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হয়:

(ক) ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ০৮ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং একটি প্রতিষ্ঠানকে 'স্বাধীনতা পুরস্কার, ২০২০' প্রদান করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্ত সুধীবৃন্দ হচ্ছেন – স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ ক্ষেত্রে জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক, এমপি; মরহুম কমান্ডার (অব.) আবদুর রউফ; শহিদ বুদ্ধিজীবী মুহম্মদ আনোয়ার পাশা; জনাব আজিজুর রহমান চিকিৎসাবিদ্যা ক্ষেত্রে অধ্যাপক ডা. মো. উবায়দুল কবীর চৌধুরী; অধ্যাপক ডাঃ এ, কে, এম, এ, মুকতাদির শিক্ষা ক্ষেত্রে ভারতেশ্বরী হোমস্ এবং সংস্কৃতি ক্ষেত্রে জনাব কালীপদ দাস ও ফেরদৌসী মজুমদার।

(খ) ২৭ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ১১টি ক্ষেত্রে ২০ জন সুধী এবং একটি প্রতিষ্ঠানকে 'একুশে পদক, ২০২০' প্রদান করা হয়। সুধীগণ হচ্ছেন– ভাষা আন্দোলনে মরহুম আমিনুল ইসলাম বাদশা; শিল্পকলা (সংগীত) ক্ষেত্রে বেগম ডালিয়া নওশিন, জনাব শঙ্কর রায়, বেগম মিতা হক; শিল্পকলা (অভিনয়) ক্ষেত্রে জনাব এস এম মহসীন; শিল্পকলা (নৃত্য) ক্ষেত্রে জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা খান, শিল্পকলা (চারুকলা) ক্ষেত্রে অধ্যাপক শিল্পী ড. ফরিদা জামান; মুক্তিযুদ্ধ ক্ষেত্রে মরহুম হাজী আক্তার সরদার, মরহুম আব্দুল জব্বার, মরহুম ডাঃ আ.আ.ম. মেসবাহুল হক (বাচ্চু ডাক্তার); সাংবাদিকতা ক্ষেত্রে জনাব জাফর ওয়াজেদ (আলী ওয়াজেদ জাফর); গবেষণা ক্ষেত্রে ড. জাহাঙ্গীর আলম, হাফেজ-ক্বারী আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ ছাইফুর রহমান নিজামী শাহ ও বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট; সমাজসেবা ক্ষেত্রে সূফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান; শিক্ষা ক্ষেত্রে অধ্যাপক ড. বিকিরণ প্রসাদ বড়ুয়া; অর্থনীতি ক্ষেত্রে অধ্যাপক ড. শামসুল আলম; ভাষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে ড. নুরুন নবী, মরহুম সিকদার আমিনুল হক, বেগম নাজমুন নেসা পিয়ারি এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে অধ্যাপক ড. সায়েবা আখতার।

(গ) ২১ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ২১ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে পাঁচজন বিশিষ্ট নারী ব্যক্তিত্ব-কে 'বেগম রোকেয়া পদক, ২০১৯' প্রদান করা হয়। পদকপ্রাপ্ত নারী ব্যক্তিত্বগণ হচ্ছেন- নারী শিক্ষা, নারী অধিকার, নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে নারী জাগরণ ক্ষেত্রে বেগম সেলিনা খালেক; নারী শিক্ষা ক্ষেত্রে অধ্যক্ষ শামসুন নাহার; নারী শিক্ষা, নারী অধিকার, নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে ড. নুরুননাহার ফয়জননেসা (মরণোত্তর); নারী অধিকার ক্ষেত্রে মিজ্ পাপড়ী বসু এবং নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে বেগম আখতার জাহান।

(ঘ) ১৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ২৮টি ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রে গৌরবোজ্জ্বল ও অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ০৩টি প্রতিষ্ঠান এবং ৬০ জন বিশিষ্ট শিল্পী, কলাকুশলি ও চলচ্চিত্রকে 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০১৭ এবং ২০১৮' প্রদান করা হয়।

৫.২.৫ মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহের গত তিন অর্থবছরের বৈঠক: সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি, অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি, জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি এবং আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির গত তিন অর্থ বছরের বৈঠক অনুষ্ঠান সম্পর্কিত পরিসংখ্যান নিম্নে প্রদত্ত হলো:

অর্থবছর / কমিটিসমূহ	২০১৭-১৮ বৈঠক সংখ্যা	২০১৮-১৯ বৈঠক সংখ্যা	২০১৯-২০ বৈঠক সংখ্যা
১। সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	৩৫টি	২৬টি	৩০টি
২। অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	৩০টি	২১টি	২২টি
৩। জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	০৪টি	০৩টি	০৪টি

৫.৩ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ও কার্যক্রম

(ক) নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটি:

মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে ২১ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ফরিদপুর সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা; গোপালগঞ্জ জেলার গোপালগঞ্জ পৌরসভার সীমানা সম্প্রসারণ; বাগেরহাট জেলার মোংলাপোর্ট পৌরসভার সীমানা সম্প্রসারণ; নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও পৌরসভার সীমানা সংকোচন; সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলায় পৌরসভা গঠন; গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর পৌরসভার সীমানা সম্প্রাসরণ; কুমিল্লা জেলার 'আদর্শ সদর' উপজেলা' পরিষদের সদর দপ্তর কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এলাকা হতে উক্ত উপজেলার আমড়াতলী ইউনিয়নের উজিরপুর মৌজার ছত্রখিল নামক স্থানে স্থানান্তর; চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা তদন্তকেন্দ্রকে থানায় উন্নীতকরণ; বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ ও কাজিরহাট থানার প্রশাসনিক সীমানা পুনর্নির্ধারণ; পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প এলাকায় 'পদ্মা সেতু (উত্তর)' থানা স্থাপন; পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প এলাকায় 'পদ্মা সেতু (দক্ষিণ)' থানা স্থাপন; ঠাকুরগাঁও জেলার সদর থানাকে বিভক্ত করে ভুল্লী থানা স্থাপন; নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন ভাসানচর নামক স্থানে একটি থানা স্থাপন; চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া থানাকে বিভক্ত করে 'দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়া' থানা স্থাপন; এবং কক্সবাজার জেলার সদর মডেল থানাকে বিভক্ত করে ঈদগাঁও তদন্তকেন্দ্রকে থানায় উন্নীতকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(খ) প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির মোট ১৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৬০,৪৭৯টি পদসৃজন; ১,০৫৫টি পদ বিলুপ্তি; ২৯টি

নিয়োগ বিধিমালা/প্রবিধানমালা প্রণয়ন/সংশোধনের সুপারিশ করা হয়। পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের Allocation of Business সংশোধন, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন দপ্তর প্রধানের ১৩টি পদ গ্রেড-২ থেকে গ্রেড-১ এ উন্নীতকরণ, খাদ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালকের ০১টি পদ গ্রেড-৩ থেকে গ্রেড-২ এ উন্নীতকরণ, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ব্যাটালিয়ন আনসার পদের বেতন স্কেল জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী ১৮ থেকে ১৭; ল্যান্স নায়েক ১৭ থেকে ১৬ ও নায়েক ১৬ থেকে ১৫ গ্রেডে উন্নীতকরণ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ ডেটা সেন্টার কোম্পানি গঠনের সুপারিশ করা হয়।

(গ) আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত সচিব কমিটি

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত সচিব কমিটির ০৬টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সর্বমোট ৪টি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় এবং ৪টি প্রস্তাবই সুপারিশ করা হয়।

(ঘ) সচিব সভা

মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট একটি সচিব সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মোট ০৮টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(ঙ) মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন-অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন-অগ্রগতি পর্যালোচনা সম্পর্কিত ৫৭টি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(চ) আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটির সভা

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটির **১৩**টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মধ্যে সৃষ্ট ০৫টি বিরোধীয় বিষয় নিষ্পত্তি করা হয়।

(ছ) বিভাগীয় কমিশনারগণের সঙ্গে মাসিক সমন্বয় সভা

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে বিভাগীয় কমিশনারগণের সঙ্গে ০৮টি মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল সভায় বিভাগীয় কমিশনারগণকে দিক্-নির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করা হয় এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে মোট ২২৪টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(জ) জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স-এর সভা

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটির মোট ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৯ আগস্ট ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত

টাস্কফোর্স কমিটির ১৯০তম, ১৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে ১৯১তম এবং ২৭ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে ১৯২তম সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঝ) জেলা প্রশাসক সম্মেলন

মাঠপর্যায়ে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে ১৪-১৮ জুলাই ২০১৯ মেয়াদে 'জেলা প্রশাসক সম্মেলন, ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে ও মাঠপর্যায়ে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানকল্পে এ সম্মেলনে জেলা প্রশাসকগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক্-নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সম্মেলনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ সম্পর্কিত মোট ৩৩০টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর মধ্যে ৫৩টি স্বল্পমেয়াদি, ১২৭টি মধ্যমেয়াদি এবং ১৫০টি দীর্ঘমেয়াদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। স্বল্পমেয়াদি ৫৩টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ৪৫টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। জেলা প্রশাসক সম্মেলনে গৃহীত স্বল্পমেয়াদি সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অন্যতম কেপিআই।

(ঞ) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন

(১) রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে সুশাসন সংহতকরণ ও একটি দুর্নীতি বিরোধী সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রণীত ও বাস্তবায়িত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা মূল্যায়ন করা হয়। মূল্যায়ন প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ গড়ে ৮২.০৯ শতাংশ নম্বর অর্জন করেছে। ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে ৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ ৯৬ শতাংশের ঊর্ধ্বে; ৯টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ ৯১-৯৫ শতাংশ; ৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ ৮৬-৯০ শতাংশ, ১৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ ৮১-৮৫ শতাংশ, ৪টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ ৭৬-৮০ শতাংশ, ৪টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ ৭০-৭৫ শতাংশ এবং ৭টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ ৭০ শতাংশের নিম্নে নম্বর অর্জন করেছে।

(২) ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও স্বমূল্যায়ন পদ্ধতিতে নম্বর প্রদানে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের এবং বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণে ৭টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের ২০১৯-২০ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণের নিমিত্ত শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণে ২টি ফিডব্যাক কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

(৩) বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের ২০১৯-২০ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণের নিমিত্ত অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার ও শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণে একটি ফিডব্যাক কর্মশালা আয়োজন করা হয়। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২২ মেয়াদে জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (জাইকা)-এর কারিগরি সহায়তায় 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সহায়তা প্রকল্প (ফেজ-২)' গ্রহণ করা হয়। 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সহায়তা প্রকল্প (ফেজ-২)'-এর আওতায় ১৩ অক্টোবর ২১৯ তারিখে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নৈতিকতা কমিটির

গঠন ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কর্ম-পরিকল্পনা চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নৈতিকতা কমিটির গঠন ও ২০১৯-২০ অর্থবছরের কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে ৮টি পাইলট উপজেলায় প্রশিক্ষণ (ওরিয়েন্টশন) কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয় (বাকেরগঞ্জ, ভালুকা, চৌগাছা, গজারিয়া, হাটহাজারী, গোলাপগঞ্জ, পবা ও নীলফামারী সদর)। পরবর্তীতে ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নৈতিকতা কমিটির কার্যক্রম পর্যালোচনা সংক্রান্ত কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে স্থানীয় সরকার বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং তথ্য মন্ত্রণালয়-এর সচিববৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় পর্যায়ে শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কার্যক্রমের অংশ হিসাবে শুদ্ধাচার প্রোমোটারদের অংশগ্রহণে রাজশাহী জেলার পবা এবং যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলায় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

(৪) প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে 'শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭' অনুযায়ী সিনিয়র সচিব/সচিব পর্যায়ে জনাব আবু হেনা মো: রহমাতুল মুনিম, সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (সিনিয়র সচিব হিসাবে জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগে কর্মকালের জন্য), বিভাগীয় কমিশনার পর্যায়ে জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ, বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা (বিভাগীয় কমিশনার হিসাবে সিলেট বিভাগে কর্মকালের জন্য), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে কর্মরত গ্রেড-১ হতে গ্রেড-১০ ভুক্তদের মধ্যে জনাব মো: মামুনুর রশীদ ভূঞা, যুগ্মসচিব (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে উপসচিব হিসাবে কর্মকালের জন্য) এবং গ্রেড-১১ হতে গ্রেড-২০ ভুক্তদের মধ্যে জনাব মো: শাহজালাল, সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর-কে শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০১৯-২০ প্রদান করা হয়।

(ট) সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন

(১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ১৩ জুলাই ২০১৯ তারিখে ৫১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিব এবং মন্ত্রিপরিষদ সচিবের মধ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ৩০ জুন ২০১৯ তারিখে ৮টি বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার এবং মন্ত্রিপরিষদ সচিবের মধ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। অদ্যাবধি ৫১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ, ৩২১টি দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের প্রায় ১৬,০০০ সরকারি অফিস এপিএ স্বাক্ষরের মাধ্যমে কর্মসম্পাদন বাস্তবায়ন করছে।

(২) সকল বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং অধিকাংশ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এপিএএমএস সফটওয়্যারের আওতায় আনা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের সকল অফিসের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এপিএএমএস সফটওয়্যারের আওতায় আনার লক্ষ্যে সকল বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দুইজন করে কর্মকর্তাকে এপিএএমএস সফটওয়্যার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যারা নিজ নিজ অধিক্ষেত্রের অন্যান্য অফিসের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।

(৩) ডিজিটাল পদ্ধতিতে এপিএ প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের নিমিত্ত এপিএএমএস নামক একটি সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে যা অদ্যাবধি প্রায় ৭০০ সরকারি অফিস ব্যবহার করছে। এপিএ-তে শুদ্ধাচার, নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধি, কর্মপরিবেশের উন্নয়ন, আর্থিক বিষয়ে জবাবদিহি ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করায় এসকল বিষয়ে সরকারি অফিসসমূহে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৪) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন সরকারি অফিসের প্রায় ৮,০০০ সরকারি কর্মকর্তাকে এপিএ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি সরকারি অফিস নিজ উদ্যোগে কর্মকর্তাদের এপিএ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। এপিএসমূহ অফিসসমূহের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে যা কর্মসম্পাদনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধিতে সহায়ক হচ্ছে। প্রতি বছরের ন্যায় ২০২০-২১ অর্থবছরের মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। মুজিব বর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক এপিএ-তে জনবান্ধব বিশেষ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। এপিএ বাস্তবায়নের ফলে সরকারি অফিসসমূহে ফলাফলধর্মী কর্মসম্পাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কর্মসম্পাদনে অফিসসমূহের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়েছে।

(ঠ) ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়ন

(১) ২০১৯-২০ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে উপজেলা পর্যন্ত সকল সরকারি দপ্তরে নথি ব্যবস্থাপনায় পর্যায়ক্রমে একটি কার্যকর পদ্ধতি প্রচলনের লক্ষ্যে ০৮টি ব্যাচে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ষোলতম গ্রেড হতে তদূর্ধ্ব গ্রেডের ১৮৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে দুই দিন ব্যাপী ই-নথি-বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ০৮ আগস্ট ও ২২ আগস্ট ২০১৯ তারিখে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের নাগরিক-সেবা উদ্ভাবনী কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ক দুটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। গত ১২ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ই-নথির বিদ্যমান সমস্যা নিরসন সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(২) ২৬ আগস্ট ২০১৯ তারিখে সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যম ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশিকা ২০১৬ অধিকতর সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে বিদ্যমান নির্দেশিকাটি পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সুপারিশ প্রণয়নের জন্য গঠিত কমিটির দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৩ সেপ্টেম্বর এবং ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে সকল সরকারি কার্যালয়ে ব্যবহারের জন্য সমন্বিত ডিজিটাল ডিভাইস, ইন্টারনেট ও তথ্য রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরাপত্তা নির্দেশিকা প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে ডিজিটাল গভর্নমেন্ট আইন ২০১৯-এর খসড়া চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ২৮ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে ডিজিটাল ডিভাইস, ইন্টারনেট এবং তথ্য রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা নির্দেশিকা, ২০২০ জারি করা হয়। ৩০ জানুয়ারি এবং ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে ভূমি রেজিস্ট্রেশন ও নামজারির মধ্যে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে দুটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১২

জানুয়ারি ২০২০ তারিখে ডিজিটাল গভর্ন্যান্স আইন ২০২০-এর খসড়া চূড়ান্তকরণ সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। ০১ মার্চ ২০২০ তারিখে ২০১৯-২০ অর্থবছরের রাজস্ব আদায়ের সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা ও করণীয় সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(ড) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা

জনগণের নিকট প্রশাসনের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ, সেবার মানোন্নয়ন এবং সুশাসন সংহতকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা Grievance Redress System (GRS) পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এ পদ্ধতি সরকারি সেবা প্রাপ্তি এবং প্রদত্ত সেবার মান সম্পর্কে সাধারণ নাগরিকের অভিযোগ প্রতিকারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২০১৫ সালে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় (www.grs.gov.bd) অন-লাইন GRS চালু করা হয়। ফলশ্রুতিতে সংক্ষুব্ধ সেবা প্রত্যাশীগণ তাদের অভিযোগসমূহ (Grievances) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে অনলাইন ও অফলাইন উভয় পদ্ধতিতে দাখিল করতে পারেন। অনলাইন GRS-এর দ্বিতীয় ভার্সন তৈরি করা হয়েছে। অনলাইন GRS software-এর দ্বিতীয় ভার্সনটিতে যে কোন জায়গা থেকে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠ পর্যায়ের অফিসেও অভিযোগ দাখিল করার সুযোগ রয়েছে। ভোগান্তিবিহীন জনসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রমকে আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ৪টি জেলায় অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের Platform for Dialogue (N4D) প্রকল্পের আওতায় অনলাইনে অভিযোগ জোরদার করার লক্ষ্যে ১৩টি জেলায় GRS software বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নাগরিক সেবা সংক্রান্ত অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা অধিকতর শৃংখলা বিধান, কতিপয় অস্পষ্টতা দূরীকরণ এবং অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনায় একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণের নিমিত্ত অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা ২০১৫ (পরিমার্জিত ২০১৮) প্রণয়ন করে তা সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠ পর্যায়ের সকল অফিসে প্রেরণ করা করা হয়েছে।

(ঢ) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত কার্যক্রম:

সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ফরম্যাট অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ কর্তৃক সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen's Charter) প্রণয়ন নিশ্চিত করা হয়েছে। তাছাড়া বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত কার্যক্রমকে আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি নিয়মিত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। মাঠ

পর্যায়ের সকল অফিসসমূহে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি প্রণয়নের নিমিত্ত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ফরম্যাট অনুযায়ী সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি প্রণয়ন বাস্তবায়নের বিষয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪টি জেলায় জেলা পর্যায়ের দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্স চার্টার) প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৭ প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থাসমূহে প্রেরণ করা হয়েছে।

(ন) ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম:

২২, ২৪ এবং ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে করণীয়-বিষয়ক ৩টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। রূপকল্প-২০২১ তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকারি সেবা নাগরিকদের দোরগোড়ায় কম সময়ে, কম খরচে ও ভোগান্তিবিহীনভাবে পৌঁছে দেয়ার নিমিত্ত 'সেবা প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন কার্যক্রম বাস্তবায়ন' সংক্রান্ত কার্যক্রমের আওতায় মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থা কর্তৃক কমপক্ষে একটি করে সেবা প্রক্রিয়া সহজিকরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উল্লিখিত কার্যক্রম সুচারুরূপে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থা কর্তৃক সহজিকৃত সেবা প্রক্রিয়ার বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা বিষয়ে ৮টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সরকারি অফিসের সেবা পদ্ধতি সহজিকরণের লক্ষ্যে সেবা সহজিকরণ ম্যানুয়াল প্রকাশ করা হয়। ২৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০১৯' উপলক্ষ্যে পুরস্কার/সম্মাননা প্রদানের নিমিত্ত নির্ধারিত ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠ মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, বিভাগ, জেলা এবং উপজেলা নির্বাচন করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(প) সিভিল রেজিস্ট্রেশন এন্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স (সিআরভিএস) কার্যক্রম:

(১) আন্তর্জাতিকভাবে জন্ম, মৃত্যু, মৃত্যুর কারণ এবং বিয়ে, তালাক ও দত্তক এই দুটি বিষয়ে স্থায়ী এবং নিরবচ্ছিন্ন নিবন্ধন এবং উক্ত নিবন্ধনের ভিত্তিতে নীতিনির্ধারণে সহায়ক বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান তৈরি ও প্রচারকে সিভিল রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস (CRVS) বলা হয়। বাংলাদেশে এসব বিষয়ের পাশাপাশি জনগণের দেশান্তর/অভিপ্রয়ান (In and Out Migration) এবং শিক্ষার্থীর Enrollment সংক্রান্ত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে পরিসংখ্যান তৈরির বিষয়টি $CRVS^{+..}$ (CRVS and Beyond) নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এর মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তাসহ সরকারের সকল সেবা অন্তর্ভুক্ত করে একটি সমন্বিত সেবা প্রদান ব্যবস্থাপনা (Integrated Service Delivery Platform-ISDP) গড়ে তোলা হবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের

তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত Technical Support for CRVS System Improvement in Bangladesh Phase-শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এবং রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, স্থানীয় সরকার বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় করে গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলাতে 'কালীগঞ্জ মডেল' উদ্ভাবন এবং বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো হাসপাতালের বাইরে মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ (Cause of death) Verbal Autopsy (VA) পদ্ধতির মাধ্যমে নির্ধারণের কার্যক্রম শুরু হয়।

(২) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত সিআরভিএস সংক্রান্ত উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আইসিডি কোড অনুযায়ী হাসপাতালে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির মৃত্যুর অন্তর্নিহিত কারণ নির্ণয় সংক্রান্ত International form of Medical Certification of Cause of Death (IMCCoD) পদ্ধতির কার্যক্রম বিভিন্ন হাসপাতালে সফলতার সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছে। উল্লেখ্য যে উক্ত প্রকল্প চালুর পর মৃত্যুর কারণ নির্ণয় বিষয়ে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ভাবে 'No cause of death' ডাটা গ্রুপ থেকে 'Cause of death' ডাটা গ্রুপ-এ উন্নীত হয়েছে। ইতোমধ্যে একশত দশটি সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালের প্রায় বারো হাজার চিকিৎসককে আন্তর্জাতিক নিয়মানুযায়ী মৃত্যুর কারণ নির্ণয় বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে মৃত প্রায় এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মানুষের মৃত্যুর কারণ আইসিডি কোড অনুযায়ী চিহ্নিত করা হয়েছে; যা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডিএইচআইএস-২ সার্ভারে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

(৩) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ কর্তৃক 'OpenCRVS' পাইলট কার্যক্রম জুলাই ২০১৯ থেকে নরসিংদী জেলার সদর উপজেলায় এবং কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুংগামারী উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে 'OpenCRVS' একটি ওপেন সোর্স ডিজিটাল সিআরভিএস সমাধান যা অন্যান্য সরকারি সিস্টেমের সাথে আন্তঃসম্পর্কযোগ্য (যেমন: স্বাস্থ্য এবং এনআইডি সিস্টেম), সুরক্ষিত এবং অধিকারভিত্তিক সিস্টেম যা শহর এবং গ্রাম পর্যায়ে কার্যকর ভাবে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনে সহায়তা করবে। যার মাধ্যমে সরকারের নেয়া CRVS and Beyond উদ্যোগ এবং বৈশ্বিক লক্ষ্য 'Leaving No One Behind' অর্জনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

(ফ) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংক্রান্ত কার্যক্রম:

(১) সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সামাজিক নিরাপত্তা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত সোনার বাংলা গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন।

জাতির পিতার স্বপ্ন, রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এবং সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকারের আলোকে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংস্কারের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সঙ্গে যৌথভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ এবং নীতিমালা ও কৌশল প্রণয়ন করেছে। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সুদক্ষ ও যুগোপযোগী করে তোলার নিমিত্ত প্রণয়ন করা হয় জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল, ২০১৫।

(২) জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাংলাদেশে জীবনচক্র-ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রবর্তনের একটি দীর্ঘ-মেয়াদি পরিকল্পনা (২০১৫-২০২৫)। এতে শিশু বয়স থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত প্রতিটি স্তরের জনগণের জন্য সমন্বিত কার্যক্রম নিশ্চিত করার ব্যবস্থা রাখা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এ কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত সামাজিক নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট ৩৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যক্রম সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করছে। আগামী ২০২১ সাল নাগাদ জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে।

(৩) বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ১২৫টি সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম প্রচলিত রয়েছে। এ সকল কার্যক্রমসমূহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় এবং পরিবীক্ষণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে। প্রকল্পসমূহ আরও নিবিড়ভাবে সমন্বয়ের নিমিত্ত মন্ত্রণালয়সমূহের পাঁচটি বিষয়ভিত্তিক গুচ্ছ গঠন করা হয়েছ। এছাড়া, উপজেলা, জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ে সামাজিক কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জেলাপ্রশাসক এবং বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে।

(৪) সামাজিক নিরাপত্তার বাস্তবায়ন ব্যবস্থায় সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের সুপারিশের আলোকে আইসিটিভিত্তিক কতিপয় ব্যবস্থা বিনির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তন্মধ্যে সুবিধাভোগীর ডাটাবেইজ নির্মাণ, সিংগেল রেজিস্ট্রি এমআইএস, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS), ডিজিটাল পদ্ধতিতে অর্থ বিতরণ, ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (M&E) অন্যতম।

(৫) জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের দায়িত্ব সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট করার লক্ষ্যে ২০১৬-২০২১ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছর মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। কর্মপরিকল্পনাটি বাংলাদেশের সংবিধান, সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, তথ্য অধিকার আইন এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের অভিলক্ষ্যের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য কয়েকটি নতুন কার্যক্রম প্রবর্তনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী ২০২১ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় মেয়াদের কর্মপরিকল্পনা কার্যক্রম খুবই শীঘ্র শুরু করা হবে।

৬.০ ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রণীত ও সংশোধিত গুরুত্বপূর্ণ আইন, বিধি ও নীতি

৬.১ আইন

'আইনের খসড়া প্রণয়নের ক্ষেত্রে ভাষাগত উৎকর্ষ সাধন, বিষয়গত যথার্থতা এবং সংশ্লিষ্ট অপরাপর আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য ও সংগতি বিধানের লক্ষ্যে গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি' কর্তৃক নিম্নোক্ত ১৮টি আইন মন্ত্রিসভায় উপস্থাপনের জন্য সুপারিশ করা হয়:

ক্রম	শিরোনাম	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	মোট সভা/ তারিখসহ	সুপারিশের তারিখ/মন্তব্য
০১	বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড আইন, ২০১৯	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	০৩টি	০৩/০৭/১৯
০২	আকাশ পথে পরিবহন আইন, ২০১৯	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	০২টি	২৩/৭/১৯
০৩	ঢাকা শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৯	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	০২টি	২০/১০/১৯
০৪	বাংলাদেশ সামুদ্র অঞ্চল আইন, ২০১৯	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	০৩টি	২৪/১০/১৯
০৫	আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন, ২০১৯	শিল্প মন্ত্রণালয়	০৩টি	০২/১২/১৯
০৬	বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৯	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	০১ টি	০৩/১২/১৯
০৭	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৯	মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ	০২টি	১৭/১২/১৯
০৮	সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৯	মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ	০২টি	১৭/১২/১৯
০৯	শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন, ২০১৯	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০৪ টি	২৯/১২/১৯
১০	ডেজিগনেটেড রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারেমেন্টস, বাংলাদেশ আইন, ২০১৯	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	০৩টি	৩০/১২/১৯
১১	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০১৯	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	০১টি	১৫/০১/২০
১২	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর আইন, ২০১৯	সংস্কৃতি বিষযক মন্ত্রণালয়	০১টি	১৬/০১/২০
১৩	বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন আইন, ২০১৯	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	২টি	০৩/০২/২০
১৪	বেসরকারি মেডিক্যাল ও ডেন্টাল	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ	০৩টি	০৯/০২/২০

ক্রম	শিরোনাম	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	মোট সভা/ তারিখসহ	সুপারিশের তারিখ/মন্তব্য
	কলেজ আইন, ২০২০	বিভাগ		
১৫	শেখ হাসিনা মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, খুলনা, ২০২০	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	০১টি	১৬/২/২০
১৬	বাংলাদেশ ট্যুর অপারেটর (নিবন্ধন ও পরিচালনা) আইন, ২০২০	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	০১টি	১৬/২/২০
১৭	বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস আইন, ২০২০	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০১ টি	২৩/০২/২০
১৮	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী কল্যাণ ট্রাষ্ট আইন, ২০২০	তথ্য মন্ত্রণালয়	০১টি	০৮/৭/২০

৬.২ বিধি/নীতি

(১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ যাত্রা এবং বিদেশ থেকে স্বদেশে প্রতাবর্তনকালে অনুসরণীয় রাষ্ট্রাচার সংক্রান্ত নির্দেশাবলী ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ জারি করা হয়।

(২) মন্ত্রণালয়/বিভাগে ব্যবহৃত সরকারের বিভিন্ন পদনাম ও পদবিসমূহের বিধি বহির্ভূত ব্যবহার সংক্রান্ত পরিপত্র ২৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখ জারি করা হয়।

৭.০ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সংক্রান্ত কার্যক্রম:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে সরকার গত ১৪.০২.২০১৯ তারিখে 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি' এবং 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি' গঠন করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় কমিটির সভাপতি এবং ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী (প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব পদমর্যাদাসম্পন্ন) সদস্য সচিব। মাননীয় স্পিকার, বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি, দেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, বর্তমান ও সাবেকমন্ত্রী, শিক্ষাবিদ, লেখক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, ক্রীড়াবিদ, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও সাংবাদিকসহ সমাজের বিশিষ্টজন মিলিয়ে ১১৯ জন এ কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত আছেন।

০২। জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যসংখ্যা ৮০ জন। যার সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম এবং প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ জাতীয় কমিটি ও জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করছে।

০৩। ২০.০৩.২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে উল্লিখিত দুটি কমিটির যৌথসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচনার পর সদস্যগণ কর্তৃক ৮৫টি প্রস্তাব এবং বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের কাছ

থেকে লিখিতভাবে আরও ৪৯টিসহ সর্বমোট ১৩৪টি প্রস্তাব পাওয়া যায়। উক্ত যৌথসভার সিদ্ধান্তের আলোকে ৮টি উপকমিটি গঠন করা হয়। উপকমিটি সমূহ হলো: (১) সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও আলোচনা সভা আয়োজন উপকমিটি, (২) আন্তর্জাতিক কর্মসূচি ও যোগাযোগ উপকমিটি, (৩) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনী আয়োজন উপকমিটি (৪) প্রকাশনা ও সাহিত্য অনুষ্ঠান উপকমিটি, (৫) আন্তর্জাতিক প্রকাশনা ও অনুবাদ উপকমিটি, (৬) ক্রীড়া ও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট আয়োজন উপকমিটি, (৭) মিডিয়া, প্রচার ও ডকুমেন্টেশন উপকমিটি; ও (৮) চলচ্চিত্র ও তথ্যচিত্র উপকমিটি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে পরবর্তী সময়ে নিরাপত্তা বিষয়ক আরও একটি উপকমিটি গঠন করা হয়। প্রতিটি উপকমিটি বিভিন্ন ওয়ার্কিং গ্রুপের মাধ্যমে জন্মশতবার্ষিকীর বিভিন্ন সভা করে তাদের সুপারিশ প্রদান করে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটিকে সহায়তা করছে।

০৪। বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত যেসব প্রস্তাব জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের নিরিখে তাৎপর্যময় ও গুরুত্ববহ তা সংশ্লিষ্ট উপকমিটিসমূহ কর্তৃক সমন্বিত করে ২৯৩টি কর্মসূচি সংবলিত একটি বিষয়ভিত্তিক সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয় যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তী সময়ে অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনাতে মোট ২৯৮টি কর্মসূচি লিপিবদ্ধ করে কর্মপরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করা হয়। জাতীয় কমিটির নির্দেশনার আলোকে ও জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির তত্ত্বাবধানে উল্লিখিত সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মুজিববর্ষে (১৭ই মার্চ ২০২০ হতে ১৭ই মার্চ ২০২১ পর্যন্ত) দেশ ও দেশের বাইরে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, সরাসরি কেন্দ্রীয় তদারকির বাইরেও সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর, বিভাগ/জেলা/উপজেলা প্রশাসন, সরকারি, বেসরকারি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থাসহ সকলেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে যার যার নিজস্ব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

০৫। সমন্বিত কর্মপরিকল্পনায় গৃহীত ২৯৮টি কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি:

০১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক ওয়েবসাইট তৈরি;

০২. সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক থিম সং নির্বাচন;

০৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক লোগো নির্বাচন ও উন্মোচন;

০৪. বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ওজাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক উদ্বোধন অনুষ্ঠান [জাতীয় পতাকা উত্তোলন, মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, টুঙ্গিপাড়ায় জাতীয় শিশু দিবসের অনুষ্ঠান, ১৭ই মার্চ (বিকাল) সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ঢাকার অনুষ্ঠান, বিশেষ দোয়া/প্রার্থনা আয়োজন, জেলা ও উপজেলায় বিভিন্ন দপ্তর, সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধন অনুষ্ঠান আয়োজন, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন];

০৫. জাতীয় সংসদ সচিবালয় কর্তৃক জাতীয় সংসদে বিশেষ অধিবেশনের আয়োজন;

০৬. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জুলিও কুরি পদক প্রাপ্তি দিবস উদ্‌যাপন;

০৭. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মদিন পালন;

০৮. জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক জাতির পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি প্রদান দিবস উদযাপন;

০৯. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে একটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রবর্তন;

১০. জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক বাংলা ও ইংরেজিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জন্মশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ;

১১. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক কফি টেবিল বই প্রকাশ;

১২. জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক বায়োগ্রাফি প্রকাশ;

১৩. শিক্ষা মন্ত্রণালয়/জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশ (প্রথম পর্ব);

১৪. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ ইংরেজি ছাড়াও ১২টি ভাষায় (হিন্দি, উর্দু, ফরাসি, জার্মান, চাইনিজ, আরবি, ফার্সি, স্প্যানিশ, রুশ, ইটালিয়ান, কোরিয়ান, জাপানি) অনুবাদ;

১৫. জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সিআরআই কর্তৃক অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশ (২য় পর্ব);

১৬. বাংলা একাডেমি কর্তৃক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জীবন ও কর্মভিত্তিক ১০০টি প্রকাশনা;

১৭. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইউনেস্কোতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নামে পুরস্কার প্রবর্তন;

১৮. World Economic Forum কর্তৃক World Economic Forum-এ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন ও বাংলাদেশকে Country of Focus হিসেবে উপস্থাপন;

১৯. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিদেশে আরও পাঁচটি বঙ্গবন্ধু চেয়ার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ; ইউনিভার্সিটি অব ক্যামব্রিজে বঙ্গবন্ধু সেন্টার স্থাপন; লন্ডনে মাদাম তুসো জাদুঘর ও জাতিসংঘ সদর দপ্তরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ভাস্কর্য স্থাপন;

২০. সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন;

২১. সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক অমর একুশে বইমেলা ২০২১ বঙ্গবন্ধুকে উৎসর্গ করা, জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঢাকা আন্তর্জাতিক বইমেলা-২০২০ আয়োজন ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে উৎসর্গকরণ;

২২. ঢাকা লিট ফেস্ট কর্তৃক ঢাকা লিটারারি ফেস্টিভ্যাল (Dhaka Lit Fest) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে উৎসর্গকরণ;

২৩. তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৪টি খণ্ড ভিডিও চিত্র নির্মাণ (ব্যাপ্তিকাল ২-৩ মিনিট) (সামাজিক গণমাধ্যমে প্রচারের জন্য);

২৪. তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৭টি ওয়েব সিরিজ (ব্যাপ্তিকাল ৬-১০ মিনিট), ১২টি স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, ৬টি এনিমেটেড শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণ (ব্যাপ্তিকাল ১০ মিনিট);

২৫. তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মিডিয়া কনফারেন্স আয়োজন (বিদেশে);

২৬. যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়/বাফুফে কর্তৃক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আন্তর্জাতিক গোল্ড কাপ ফুটবল-২০২০ আয়োজন;

২৭. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মান মন্দির স্থাপন;

২৮. বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিমান বন্দর ও বিমান বাংলাদেশকে জন্মশতবার্ষিকীর লোগো দিয়ে সজ্জিতকরণ;

২৯. শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার' প্রদান; এবং

৩০. বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজিবি) কর্তৃক পরিত্যাক্ত বিওপিকে "বঙ্গবন্ধু শিক্ষা নিকেতন" হিসেবে রূপান্তরকরণ।

৩১. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ১৫ আগস্ট ২০২০ তারিখে জাতীয় পর্যায়ে ও সারাদেশব্যাপী শোক দিবস পালন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ও প্রণীত আইন, বিধিমালা বিষয়ে সংকলন প্রকাশ।

০৬। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য অর্থ বিভাগ কর্তৃক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাজেটে সাধারণ থোক বরাদ্দ খাতে ১০০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়। উক্ত বরাদ্দ থেকে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির অনুকূলে ২১ কোটি ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, তথ্য অধিদফতর কর্তৃক মিডিয়া সেন্টার স্থাপনের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়কে ৪৩ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা, তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভিডিও ও চলচ্চিত্র নির্মাণ ও এ সংক্রান্ত অনুষ্ঠান ও উৎসব বাবদ ১২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ৫৩ জেলায় ৫৫ টি ক্ষণগণনা যন্ত্রস্থাপন ও মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ৬ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা, বিদেশস্থ ৭৭ টি মিশনে মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের

জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ১০ কোটি টাকা এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে ১১কোটি ১১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫০০ টাকা ছাড়সহ মোট ৬১ কোটি ৭৪ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫০০ টাকা ছাড় করা হয়। কিন্তু ৩০ জুন ২০২০ তারিখ পর্যন্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে মোট ১৯,৮৪,৯৬,১০০ টাকা প্রকৃত ব্যয় হয়। মুজিববর্ষ পালনের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থা ও সরকারি-বেসরকারি সংগঠন কর্তৃক প্রায় ৮০৩ কোটি টাকার চাহিদা পাওয়া যায়। বিপুল পরিমাণ এই অর্থের প্রয়োজন রয়েছে কি না তা পর্যালোচনা করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে আহ্বায়ক এবং অতিরিক্ত সচিব (জেলা ওমাঠ প্রশাসন অনুবিভাগ)-কে সদস্য-সচিব করে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট বাজেট পর্যালোচনা ও অর্থ বরাদ্দ সংক্রান্ত একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি মুজিববর্ষ পালন উপলক্ষ্যে বরাদ্দকৃত বাজেট পর্যালোচনা করবে; মুজিববর্ষ পালন উপলক্ষ্যে অর্থের প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা নিরূপণ করবে; কমিটি প্রয়োজন অনুযায়ী সভা করবে এবং প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের সুপারিশ করবে এবং কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ক) বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ও মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা কার্যক্রম উদ্বোধন:

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসকে উপলক্ষ্য করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত ১০ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে তেজগাঁও পুরাতন বিমান বন্দরে জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির নির্দেশে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক দেশের ১২টি সিটি কর্পোরেশনে মোট ২৭টি ক্ষণগণনা যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সিটি কর্পোরেশন এলাকা বহির্ভুত দেশের ৫৩টি জেলায় মোট ৫৫টি ক্ষণগণনা (মেহেরপুর উপজেলার মুজিবনগরে ০১টি এবং টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় ০১টি) যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসনের দিক্‌নির্দেশনায় উপজেলা প্রশাসন স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় ক্ষণগণনা যন্ত্র স্থাপন করেছে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিসমূহেও ক্ষণগণনা যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। দেশের সকল বিভাগীয় শহর, জেলা ও সিটি কর্পোরেশনসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এলইডি স্ক্রিন স্থাপন করে তৃণমূল পর্যায়ে স্থানীয় জনগণ কেন্দ্রীয় মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠান সরাসরি উপভোগ করেছে। গত ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখের প্রথম প্রহর, অর্থাৎ ১৬ মার্চ ২০২০ তারিখ দিবাগত রাত ১২.০০ টার সময় ক্ষণগণনা যন্ত্রসমূহ শূন্য প্রদর্শন করে।

(খ) ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের উদ্বোধন অনুষ্ঠান:

ঢাকার জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে গত ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি বিদ্যমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে জনসমাগম পরিহারপূর্বক ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে সীমিত আকারে সম্পন্ন করা হয়।

(গ) ২৬ মার্চ ২০২০ তারিখে মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস অনুষ্ঠান:

২৬ মার্চ ২০২০ তারিখে মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস অনুষ্ঠান আয়োজনে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

(ঘ) বাংলা ও ইংরেজিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জন্মশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ:

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উদ্বোধন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক 'কোটি মানুষের কণ্ঠস্বর' শিরোনামে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করা হয়।

৮.০ ২০১৯-২০ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

৮.১ জাতীয় পর্যায়ে সম্পাদিত এবং বিভিন্ন সমন্বয়ধর্মী কার্যাবলি

(১) ১৫ আগস্ট ২০১৯ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদত বার্ষিকীতে সারাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় 'জাতীয় শোক দিবস, ২০১৯' পালনার্থে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কস্থ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর, বনানী কবরস্থান ও গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়াস্থ জাতির পিতার সমাধিস্থলসহ সকল জেলা এবং উপজেলায় যথাযথ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। জাতীয় পর্যায়সহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় 'জাতীয় শোক দিবস, ২০১৯' পালিত হয়।

(২) স্বাধীনতা পুরস্কার সংক্রান্ত নীতিমালার আলোকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২০ সালে ০৮ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও একটি প্রতিষ্ঠানকে স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করা হয়।

(৩) ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট জারিকৃত আইনের সংখ্যা ১৮টি। এ সময়ে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে মোট ১১টি নীতিমালা/কর্মকৌশল/কর্মপরিকল্পনা এবং ১১টি আন্তর্জাতিক চুক্তি/সমঝোতা স্মারক অনুমোদন করা হয়।

(৪) ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ২৭টি আইনের খসড়া নীতিগতভাবে এবং ২০টি আইনের খসড়া চূড়ান্তভাবে মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়।

(৫) ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ড. কালাম স্মৃতি ইন্টারন্যাশনাল এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৯' অর্জনের মধ্য দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় মন্ত্রিসভার ১৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ২৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের ৩১৪ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৬) শিশুদের সমন্বিত টিকাদান কর্মসূচিতে বাংলাদেশের অনন্য সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে খ্যাতিমান আন্তর্জাতিক সংস্থা Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI) কর্তৃক 'ভ্যাকসিন হিরো' সম্মাননায় ভূষিত হওয়ায় মন্ত্রিসভার ১৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ২৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের ৩১৫ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৭) ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে তরুণদের দক্ষতা উন্নয়নে বাংলাদেশের অসামান্য সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘ শিশু তহবিল ইউনিসেফ কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মর্যাদাপূর্ণ 'চ্যাম্পিয়ন অব স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফর ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড' পুরস্কার দেওয়া হয়। মর্যাদাপূর্ণ এই অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় মন্ত্রিসভার ১৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ২৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের ৩১৬ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৮) ৫ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক শান্তিপ্রতিষ্ঠায় অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ভারতের কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মর্যাদাপূর্ণ 'টেগোর পিস অ্যাওয়ার্ড' এই পুরস্কার দেওয়া হয়। মর্যাদাপূর্ণ এই অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় মন্ত্রিসভার ১৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ২৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের ৩১৭ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৯) বাংলাদেশ সরকারের নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার এন্ড অটিজম বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অটিজম বিশেষজ্ঞ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা প্যানেলের সদস্য, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৌহিত্রী এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্যা কন্যা মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেন বৈশ্বিক মানসিক স্বাস্থ্যে উদ্ভাবনী নারী নেতৃত্বের ১০০ জনের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হন। এ বিরল সম্মান আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অবস্থান ও ভাবমূর্তি আরও গৌরবময়, সুসংহত ও উজ্জ্বল করায় মন্ত্রিসভার ১৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ২৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের ৩১৮ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(১০) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৌহিত্রী এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুজা শেখ রেহানার কন্যা মিজ্ টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক লন্ডনের স্বনামধন্য সংবাদপত্র 'ইভিনিং স্ট্যান্ডার্ড' কর্তৃক প্রকাশিত ২০১৯ সালে যুক্তরাজ্যের প্রভাবশালী রাজনীতিবিদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হন। মিজ্ টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক লন্ডনের সবচেয়ে প্রভাবশালী রাজনীতিবিদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সম্মানজনক অবস্থান আরও উন্নত ও সুসংহত হয়। ফলে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় মন্ত্রিসভার ১৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ২৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের ৩১৯ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(১১) আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মার্কিন সাময়িকী 'ফোর্বস' কর্তৃক ১২ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে 'The World's Most Powerful Women in 2019' শীর্ষক তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। 'ফোর্বস' কর্তৃপক্ষ ব্যবসা, মানবসেবা, গণমাধ্যম ও রাজনীতিতে প্রতিনিধিত্বকারী যে নারীগণ নেতৃস্থানীয় ভূমিকা রেখেছেন, ঐ-সকল কীর্তিময়ী ১০০ জনকে নিয়ে এই তালিকা তৈরি করেছে। এই তালিকায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবস্থান ২৯তম। শুধু মার্কিন সাময়িকী 'ফোর্বস'ই নয় এ বছর আন্তর্জাতিক সংস্থা উইকিলিকসও খ্যাতিমান নারী সরকার-প্রধান হিসাবে সুদীর্ঘকাল রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয়ে পরিচালিত এক গবেষণায় প্রণীত তালিকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দীর্ঘতম মেয়াদে দেশ পরিচালনায় বিশ্বের খ্যাতিসম্পন্ন শীর্ষ নারী সরকার-প্রধানের তালিকায়ও অন্তর্ভুক্ত করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ সম্মাননা ও স্বীকৃতি অর্জনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অবস্থানকে ক্রমাগত সুসংহত করে চলেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় প্রথিতযশা সাময়িকী 'ফোর্বস' কর্তৃক 'The World's Most Powerful Women in 2019' শীর্ষক তালিকায় যোগ্যতা ও সক্ষমতার ভিত্তিতে স্বীয় অবস্থান সুদৃঢ় করার মধ্য দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২৩ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের ৪০৬ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(১২) ১২ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত যুক্তরাজ্যের সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মিজ্ টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক তৃতীয়বার, মিজ্ রুশনারা আলী চতুর্থবার, মিজ্ রূপা হক তৃতীয়বার ও মিজ্ আফসানা বেগম প্রথমবারের মতো বিজয় অর্জনের মধ্য দিয়ে যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। যুক্তরাজ্যের হাউজ অব কমন্সে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মিজ্ টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক, মিজ্ রুশনারা আলী, মিজ্ রূপা হক এবং মিজ্ আফসানা বেগমের জনপ্রতিনিধিত্ব এবং ঐ দেশের আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও কার্যকর কর্মতৎপরতা বাঙালি জাতির জন্য নিঃসন্দেহে গৌরবের বিষয়। এ বিজয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সম্মানজনক অবস্থানকে

আরও উন্নত ও সুসংহত করেছে। এই অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুজা শেখ রেহানার কন্যা মিজ্ টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক-সহ মিজ্ রুশনারা আলী, মিজ্ রূপা হক এবং আফসানা বেগমকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২৩ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(১৩) ব্রিটিশ সাময়িকী দ্য ইকোনমিস্ট ম্যাগাজিনের গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'দ্য ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট' কর্তৃক পরিচালিত জরিপে বিশ্ব গণতন্ত্র সূচকে বাংলাদেশ ৮০তম স্থান লাভ করার পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-কে অভিনন্দন জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২৭ জানুয়ারি ২০২০ তারিখের বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাব ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ও প্রভাবশালী মার্কিন সাময়িকী 'ফোর্বস' কর্তৃক ২২ এপ্রিল ২০২০ তারিখে প্রকাশিত '8 (More) Women Leaders Facing The Coronavirus Crisis' শীর্ষক নিবন্ধে কানাডিয়ান লেখক মিজ্ আভিভাহ উইটেনবার্গ-কক্স কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় নারী নেতৃত্বাধীন আটটি দেশের গৃহীত পদক্ষেপের ওপর আলোকপাত করেন। '8 (More) Women Leaders Facing The Coronavirus Crisis' নিবন্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাস সংকট মোকাবেলায় ত্বরিত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, যা স্বনামধন্য আন্তর্জাতিক সংস্থা 'ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরাম' কর্তৃক 'প্রশংসনীয় উদ্যোগ' মর্মে আখ্যায়িত হয়েছে। 'ফোর্বস'-এর উক্ত নিবন্ধে করোনা মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গৃহীত উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়।

(১৪) 'দ্য ইকোনমিস্ট'-এ প্রকাশিত করোনা ভাইরাস-উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশ্বের কম ঝুঁকিতে থাকা উদীয়মান অর্থনীতির দেশের তালিকায় শীর্ষ দশে অবস্থানের কারণে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় মন্ত্রিসভা কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২৪ বৈশাখ ১৪২৭/০৭ মে ২০২০ তারিখের বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ১১ মে ২০২০ তারিখের ১২১ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(১৫) কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাসের সংকট মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক ইতোমধ্যে সন্তোষজনক মর্মে প্রশংসিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রথিতযশা সাময়িকী 'ফোর্বস' কর্তৃক প্রকাশিত '8 (More) Women Leaders Facing The Coronavirus Crisis' শীর্ষক নিবন্ধে উল্লেখিত সফল নারী নেত্রীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করায় মন্ত্রিসভা কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উষ্ণ অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২৪ বৈশাখ ১৪২৭/০৭ মে ২০২০ তারিখের বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ১১ মে ২০২০ তারিখের ১২০ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(১৬) বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ, মুক্তিযুদ্ধকালীন মুজিবনগর সরকারের উপদেষ্টা, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, ন্যাপ (মোজাফফর)-এর সভাপতি অধ্যাপক জনাব মোজাফফর আহমদের মৃত্যুতে মন্ত্রিসভার ২৬ আগস্ট ২০১৯ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ০২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(১৭) বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. নঈম চৌধুরীর মৃত্যুতে মন্ত্রিসভার ০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(১৮) ০৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে স্কটল্যান্ডের ডান্ডির ফোর্টহিলে অনুষ্ঠিত নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বাছাইপর্বের ফাইনাল খেলায় বাংলাদেশ জাতীয় নারী ক্রিকেট দল থাইল্যান্ডের নারী ক্রিকেট দলকে ৭০ রানে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় মন্ত্রিসভার ০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখের বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(১৯) দীর্ঘতম মেয়াদে দেশ পরিচালনায় বিশ্বের খ্যাতিসম্পন্ন শীর্ষ নারী সরকার-প্রধানের তালিকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নাম অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অবস্থান আরও উন্নত ও সুসংহত হয়। এতে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় মন্ত্রিসভার ১৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ২৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের ৩১৩ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(২০) গত ০২ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রখ্যাত সংবাদ মাধ্যম 'দ্য ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস' গ্রুপের মাসিক ম্যাগাজিন 'দ্য ব্যাংকার' মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আহম মুস্তফা কামালকে ২০২০ সালের জন্য 'ফাইন্যান্স মিনিস্টার অব দ্য ইয়ার ফর গ্লোবাল এন্ড এশিয়া-প্যাসিফিক এওয়ার্ড ২০২০'-এ ভূষিত করা হয়। ২০২০ সালের জন্য বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রীর বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অর্থমন্ত্রী হিসাবে পুরস্কৃত হওয়া বাঙ্গালি জাতির জন্য এক বিরল সম্মাননা অর্জন। মর্যাদাপূর্ণ এই পুরস্কারে ভূষিত হওয়ার মধ্য দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আহম মুস্তফা কামালকে অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ০৮ জানুয়ারি ২০২০ তারিখের বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ২০ জানুয়ারি ২০২০ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(২১) একাদশ জাতীয় সংসদের চট্টগ্রাম-৮ (বোয়ালখালী-চান্দগাঁও) আসনের সংসদ-সদস্য, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)-এর একাংশের সভাপতি, অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ান, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মইনউদ্দীন খান বাদল ০৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে ৬৭ বছর

বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ... রাজিউন)। জনাব মইনউদ্দীন খান বাদলের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ১১ নভেম্বর ২০১৯ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ১৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখের ৩৫১ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(২২) বরেণ্য কবি ও স্থপতি জনাব রবিউল হুসাইন ২৬ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে ৭৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ...রাজিউন)। জনাব রবিউল হুসাইনের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ৯ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ১৫ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের ৩৯৩ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(২৩) বিশিষ্ট ভাষাসৈনিক রওশন আরা বাচ্চু ০৩ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ৮৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। রওশন আরা বাচ্চুর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে এবং তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ৯ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ১৫ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের ৩৯৪ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(২৪) বরেণ্য চিত্রগ্রাহক জনাব মাহফুজুর রহমান খান ০৬ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ৭০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ...রাজিউন)। জনাব মাহফুজুর রহমান খানের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ৯ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ১৫ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের ৩৯৫ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(২৫) বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক অজয় কুমার রায় ০৯ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ৮৪ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। অধ্যাপক অজয় কুমার রায়ের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে এবং তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২৩ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(২৬) প্রধানমন্ত্রীর সামরিক সচিব মেজর জেনারেল মিয়া মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীন, বীর বিক্রম, ওএসপি, পিএসসি ১৭ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ৫৯ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। মেজর জেনারেল মিয়া মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীনের অকালমৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২৩ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(২৭) বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও বেসরকারি সংস্থা বাংলাদেশ রুরাল অ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি (ব্র্যাক)-এর প্রতিষ্ঠাতা ও ইমেরিটাস চেয়ার স্যার ফজলে হাসান আবেদ ২০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ৮৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। স্যার ফজলে হাসান আবেদের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দু:খ প্রকাশ করে এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২৩ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(২৮) সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব মাহমুদুল আমীন চৌধুরী ২২ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ৮২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। জনাব মাহমুদুল আমীন চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে, তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২৩ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(২৯) ওমানের মহামান্য সুলতান কাবুস বিন সাঈদ আল সাঈদ গত ১০ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯বছর।

-ওমানের মহামান্য সুলতান কাবুস বিন সাঈদ আল সাঈদএর মৃত্যুতে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে এক অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হল। বাংলাদেশের এ পরম হিতৈষীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করে এবং শোকসন্তপ্ত রাজপরিবার ও ওমানের জনগণের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২০ জানুয়ারি ২০২০ তারিখের বৈঠকে গৃহীত একটি শোকপ্রস্তাব ২৬ জানুয়ারি ২০২০ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৩০) জাতীয় অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২৪ বৈশাখ ১৪২৭/০৭ মে ২০২০ তারিখের বৈঠকে গৃহীত একটি শোকপ্রস্তাব ১১ মে ২০২০ তারিখের ১১৮ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৩১) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণেতাদের মধ্যে অন্যতম এবং বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার প্রধান আইনজীবী প্রয়াত অ্যাডভোকেট সিরাজুল হকের সহধর্মিণী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী জনাব আনিসুল হকের মা এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা মিসেস জাহানারা হক ১৮ এপ্রিল ২০২০ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

(৩২) মিসেস জাহানারা হকের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ, মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২৪

বৈশাখ ১৪২৭/০৭ মে ২০২০ তারিখের বৈঠকে গৃহীত একটি শোকপ্রস্তাব ১১ মে ২০২০ বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৩৩) দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ, প্রথিতযশা গবেষক, খ্যাতিমান সাহিত্যিক ও জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান ১৪ মে ২০২০ তারিখে ৮৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ০৮ জুন ২০২০ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ১৪ জুন ২০২০ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৩৪) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব জনাব মোঃ নজিবুর রহমান ১৯৮২ সনের নিয়মিত ব্যাচে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদানপূর্বক প্রায় ৩৬ বৎসর সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে সরকারি চাকুরি হতে অবসর গ্রহণ করেছেন। জনাব মোঃ নজিবুর রহমান সুদীর্ঘ সময় প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত থেকে পেশাদারিত্ব, দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করে গেছেন। দেশ ও জাতির সেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য জনাব মোঃ নজিবুর রহমানকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং তাঁর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও দীর্ঘায়ু কামনা করে মন্ত্রিসভার ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের বৈঠকে গৃহীত ধন্যবাদ প্রস্তাব ০৭ জানুয়ারি ২০২০ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৩৫) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ শহীদুল হক বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পররাষ্ট্র) ক্যাডারের ১৯৮৪ ব্যাচের কর্মকর্তা হিসাবে যোগদানপূর্বক প্রায় ৩৪ বছর সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে সিভিল সার্ভিস হতে অবসর গ্রহণ করেছেন। প্রজাতন্ত্রের একজন নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা হিসাবে দেশ ও জাতির কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য জনাব মোঃ শহীদুল হক-কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে এবং তাঁর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও দীর্ঘায়ু কামনা করে মন্ত্রিসভার ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের বৈঠকে গৃহীত ধন্যবাদ প্রস্তাব ০৭ জানুয়ারি ২০২০ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৩৬) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মো: সোহরাব হোসাইন বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারের ১৯৮৪ ব্যাচের কর্মকর্তা হিসাবে যোগদানপূর্বক প্রায় ৩৪ বছর সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে সরকারি চাকুরি হতে অবসর গ্রহণ করেছেন। প্রজাতন্ত্রের একজন নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা হিসাবে দেশ ও জাতির কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য জনাব মো. সোহরাব হোসাইন-কে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং তাঁর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও দীর্ঘায়ু কামনা করে মন্ত্রিসভার ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের বৈঠকে গৃহীত ধন্যবাদ প্রস্তাব ০৭ জানুয়ারি ২০২০ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৩৭) জনাব ফয়েজ আহম্মদ ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (কৃষি) ক্যাডার এবং পরে ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তা হিসাবে যোগদানপূর্বক দীর্ঘ ৩২ বছর সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে সরকারি চাকুরি হতে অবসর গ্রহণ করেছেন। জনাব ফয়েজ আহম্মদ সুদীর্ঘ সময় প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত থেকে পেশাদারিত্ব, দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করে গেছেন। প্রজাতন্ত্রের একজন নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা হিসাবে দেশ ও জাতির কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য জনাব ফয়েজ আহম্মদ-কে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং তাঁর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও দীর্ঘায়ু কামনা করে মন্ত্রিসভার ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের বৈঠকে গৃহীত ধন্যবাদ প্রস্তাব ০৭ জানুয়ারি ২০২০ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৩৮) তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব আবদুল মালেক বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারের ১৯৮৪ ব্যাচের কর্মকর্তা হিসাবে যোগদানপূর্বক সুদীর্ঘ ৩৪ বছর সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে সরকারি চাকুরি হতে অবসর গ্রহণ করেছেন। প্রজাতন্ত্রের একজন নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা হিসাবে দেশ ও জাতির কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য জনাব আবদুল মালেককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে এবং তাঁর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও দীর্ঘায়ু কামনা করে মন্ত্রিসভার ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের বৈঠকে গৃহীত ধন্যবাদ প্রস্তাব ০৭ জানুয়ারি ২০২০ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৩৯) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ রইছউল আলম মণ্ডল বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারের ১৯৮৪ ব্যাচের কর্মকর্তা হিসাবে যোগদানপূর্বক প্রায় ৩৪ বছর সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে সিভিল সার্ভিস হতে অবসর গ্রহণ করেছেন। প্রজাতন্ত্রের একজন নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা হিসাবে দেশ ও জাতির কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য মোঃ রইছউল আলম মণ্ডল-কে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং তাঁর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও দীর্ঘায়ু কামনা করে মন্ত্রিসভার ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের বৈঠকে গৃহীত ধন্যবাদ প্রস্তাব ০৭ জানুয়ারি ২০২০ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৪০) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব আখতার হোসেন ভূইয়া বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারের ১৯৮৪ ব্যাচের কর্মকর্তা হিসাবে যোগদানপূর্বক সুদীর্ঘ ৩৪ বছর সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে সরকারি চাকুরি হতে অবসর গ্রহণ করেছেন। প্রজাতন্ত্রের একজন নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা হিসাবে দেশ ও জাতির কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য জনাব আখতার হোসেন ভূইয়া-কে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং তাঁর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও দীর্ঘায়ু কামনা করে মন্ত্রিসভার ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের বৈঠকে গৃহীত ধন্যবাদ প্রস্তাব ০৭ জানুয়ারি ২০২০ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৪১) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (অডিট এ্যান্ড একাউন্টস) ক্যাডারের ১৯৮১ ব্যাচের কর্মকর্তা হিসাবে যোগদানপূর্বক প্রায় ৩৯ বছর সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে ০৩ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে সরকারি চাকুরি হতে অবসর গ্রহণ করেন। প্রজাতন্ত্রের একজন নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা হিসাবে দেশ ও জাতির কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য মন্ত্রিসভা জনাব মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়াকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং তাঁর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও দীর্ঘায়ু কামনা করে মন্ত্রিসভার ০৮ জানুয়ারি ২০২০ তারিখের বৈঠকে গৃহীত একটি ধন্যবাদ প্রস্তাব ২০ জানুয়ারি ২০২০ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৪২) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব সাজ্জাদুল হাসান বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারের ১৯৮৫ ব্যাচের কর্মকর্তা হিসাবে যোগদানপূর্বক প্রায় ৩২ বছর সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে ১০ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে সিভিল সার্ভিস হতে অবসর গ্রহণ করেন। একজন প্রাজ্ঞ, বিচক্ষণ ও সৃজনশীল কর্মকর্তা হিসাবে দেশ ও জাতির কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য জনাব সাজ্জাদুল হাসান-কে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং তাঁর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও দীর্ঘায়ু কামনা করে মন্ত্রিসভার ০৮ জানুয়ারি ২০২০ তারিখের বৈঠকে গৃহীত একটি ধন্যবাদ প্রস্তাব ২০ জানুয়ারি ২০২০ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৪৩) দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত আইসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ জাতীয় ক্রিকেট দল অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় মন্ত্রিসভার ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখের বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৪৪) 'ই-মিউটেশন' উদ্যোগ বাস্তবায়নের স্বীকৃতিস্বরূপ 'স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিকাশ' ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশ সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয়কে সম্প্রতি জাতিসংঘের মর্যাদাপূর্ণ 'ইউনাইটেড ন্যাশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০'-এ ভূষিত করা হয়। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এরূপ সাফল্য অর্জন বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরও সুসংহত করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভূমি মন্ত্রণালয় জাতিসংঘের মর্যাদাপূর্ণ 'ইউনাইটেড ন্যাশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০' পাওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে মন্ত্রিসভার ০৮ জুন ২০২০ তারিখের বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ১৪ জুন ২০২০ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৪৫) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতি ১১ জুলাই ২০১৯ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন মন্ত্রী এবং একজন প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ দান করেছেন মর্মে উক্ত তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৪৬) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬-এর রুল ৩(৪)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৩ জুলাই ২০১৯ তারিখে একজন মন্ত্রী এবং একজন প্রতিমন্ত্রীর মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেছেন মর্মে উক্ত তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৪৭) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬-এর রুল ৩(৪)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে একজন মন্ত্রী ও দুইজন প্রতিমন্ত্রীর মধ্যে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পুনর্বণ্টন করেছেন মর্মে উক্ত তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৪৮) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে সরকারি সফরে আবুধাবী, সংযুক্ত আরব আমিরাতের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রস্থানকালে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রাষ্ট্রাচারের দায়িত্ব পালন করা হয়।

(৪৯) দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে শুদ্ধসুরে জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা ২০২০ ও ২৬ মার্চ ২০২০ তারিখে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে জাতীয় সংগীত পরিবেশন কর্মসূচি পালন উপলক্ষ্যে মোট ৫,৪২,৬৫,০০০ টাকা ব্যয় ও অগ্রিম উত্তোলনে মঞ্জুরি জ্ঞাপন করা হয়। এ প্রতিযোগিতা ইউনিয়ন, পৌরসভা, উপজেলা, জেলা, সিটি করপোরেশন ও বিভাগীয় পর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

(৫০) মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন মন্ত্রিসভার অনুমোদন গ্রহণক্রমে প্রণয়ন, মুদ্রণ ও সীমিত আকারে বিতরণ করা হয়।

(৫১) একাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় প্রদত্ত মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণ প্রণয়ন, মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন, মন্ত্রিসভার অনুমোদন গ্রহণ এবং ভাষণের কপি বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় মুদ্রিত করে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ-২০২০' উপলক্ষ্যে একাদশ জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিবেশনে প্রদেয় মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণের কপি বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় মুদ্রণ করা হয়।

(৫২) মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কার্যাবলি সম্পর্কিত মাসিক প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক সার-সংক্ষেপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে অনুশাসনরূপে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(৫৩) সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪-এর ২৫৫ নম্বর অনুচ্ছেদ মোতাবেক জনসাধারণের আবেদন/অভিযোগের পাশাপাশি ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে দেশের সকল বিভাগ, জেলা, উপজেলা এবং বিভিন্ন দপ্তর হতে বাংলাদেশ সচিবালয়ে অবস্থিত সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ বরাবরে প্রেরিত আনুমানিক ৫,৩০,০০০ চিঠিপত্র কেন্দ্রীয় পত্র গ্রহণ ও অভিযোগ শাখা কর্তৃক গ্রহণ ও বিতরণ করা হয়।

(৫৪) বিভাগীয় কমিশনার ও মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত ২৪টি সারসংক্ষেপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর প্রেরণ করা হয়।

(৫৫) সরকারি কর্মকর্তাদের সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশিকা নীতিমালা না মানা সংক্রান্ত পত্র সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করা হয়।

(৫৬) কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম তদারকির জন্য সকল জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৫৭) বাংলাদশ সমৃদ্ধি অর্জনে তরুণদের অংশগ্রহণ শীর্ষক কর্মশালা এবং বিনিয়োগ সম্প্রসারণে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) হতে গৃহীত কার্যক্রম অবহিতকরণ সংক্রান্ত সভায় প্রাপ্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়।

(৫৮) সরকারি চাকরিতে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার অংশ হিসেবে মাদকাসক্ত নির্ধারক পরীক্ষার (ডোপ টেস্ট) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৫৯) মুজিববর্ষকে সামনে রেখে পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ‘পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর’ কার্যক্রমের বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সকল বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

(৬০) বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সম্মানি ভাতা ই-পেমেন্ট (G2P) পদ্ধতিতে প্রদানের নিমিত্ত নির্ধারিত ফরম পূরণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৬১) মালয়েশিয়ার Back For Good (B4G) নামক কর্মসূচি চালুকরণের মাধ্যমে General Amnesty ঘোষণা সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য সকল জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৬২) উপজেলাসমূহে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ক্ষণগণনা (Countdown) কার্যক্রমের উৎসব আয়োজনে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে পত্র প্রেরণ করা হয়। ১০ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ও মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা উদ্বোধন উপলক্ষ্যে বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকদের নির্দেশনা প্রদান সংক্রান্ত পত্র সকল বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করা হয়।

(৬৩) কক্সবাজার শহর/পৌর এলাকাকে ব্যয়বহুল ঘোষণার বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৬৪) দেশীয় চা শিল্পকে রক্ষা করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল বিভাগীয় কমিশনার ও জেলাপ্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৬৫) ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল জেলাপ্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৬৬) 'বঙ্গবন্ধু ও মানবাধিকার' শিরোনামে রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজনে মাঠ প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য সকল জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৬৭) দেশব্যাপী করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯)-এর প্রাদুর্ভাব এবং ব্যাপক বিস্তার রোধকল্পে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতকরণের বিষয়ে সকল সিনিয়র সচিব, সচিব, বিভাগীয় কমিশনার, জেলাপ্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৬৮) ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস এবং ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সংশোধিত জাতীয় কর্মসূচি সকল জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর প্রেরণ করা হয়।

(৬৯) কভিড-১৯ পরিস্থিতিতে নিয়মিত উৎপাদন, পত্র ক্রয়, প্রস্তুতকৃত পণ্য সরবরাহ ও বিপণনের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য সকল জেলাপ্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৭০) দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীসহ সকল পদে নিয়োগে ডিজির প্রতিনিধি হিসেবে জেলাপ্রশাসককে মনোনয়নের সিদ্ধান্ত পুনর্বহালকরণের বিষয়ে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৭১) বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণ জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রমাপ অনুযায়ী ভ্রমণ, রাত্রিযাপন, পরিদর্শন ও দর্শন করেছেন। এতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণসহ গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এজন্য প্রমাপ অর্জনকারী কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপনসহ প্রমাপ অর্জনের এই ধারা অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তা কর্তৃক জেলা/উপজেলা পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ/মন্তব্যের আলোকে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে উল্লিখিত বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরাধে করা হয়।

জেলা প্রশাসকগণের পরিদর্শনের বিষয়টি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের KPI (Key Performance Indicators)-ভুক্ত এবং জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত KPI-এর লক্ষমাত্রা অর্জিত হয়।

(৭২) জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন, জাতীয় সংসদের শূন্য ঘোষিত আসনে উপনির্বাচন, নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে পত্র দেওয়া হয়।

(৭৩) জেলাপ্রশাসকগণের তিন দিনের নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর ও কর্মস্থল ত্যাগের অনুমতি প্রদানের এখতিয়ার বিভাগীয় কমিশনারগণের ওপর ন্যস্তকরণ; এবং বিভাগ/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে সভা অনুষ্ঠানের নিমিত্ত তারিখ নির্ধারণের জন্য পরিপত্র জারি করা হয়।

(৭৪) উপপরিচালক, স্থানীয় সরকারকে সকল শ্রেণির পৌরসভার কার্যক্রম পরিদর্শন ও মনিটরিং-এর ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

(৭৫) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-১৬ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ, উন্নয়ন সহযোগী এবং এনজিও প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি সভা/কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

(৭৬) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রতিবেদন SDGs Implementation Review (SIR) সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়।

(৭৭) জাতিসংঘে উপস্থাপনের নিমিত্ত Voluntary National Review (VNR) প্রস্তুতের জন্য টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-১৬ এর বিষয়ে প্রণীত সমন্বিত প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়।

(৭৮) National Committee for Monitoring Implementation of Doing Business Reforms (NCMID)-এর ৪র্থ সভা আয়োজন করা হয়।

(৭৯) এলজিইডির অধীন "দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন" (সিআরএমআইডিপি) প্রকল্পের আওতায় টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন হাটে Two Stored Rural Market Building নির্মাণ সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়।

(৮০) বাংলাদেশ রেলওয়ের চলমান প্রকল্পসমূহের অধীনে নির্মাণাধীন/নির্মিতব্য বিভিন্ন রেল সেতুর নেভিগেশন ক্লিয়ারেন্স বিষয়ে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সাথে ভার্টিক্যাল ও হরাইজন্টাল ক্লিয়ারেন্স বিষয়ে উদ্ভূত জটিলতা নিরসন সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়।

(৮১) মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার দাশড়া মৌজার আর এস ১০৯ দাগের ০.৪৬ একর জমির মালিকানা নিয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মানিকগঞ্জ ও জেলা দায়রা জজ-এর কার্যালয়, মানিকগঞ্জ এর মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়।

(৮২) রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক হাতিরঝিল প্রকল্পের জন্য হোটেলস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (হিল)-এর মালিকানাধীন ১.১৯৭৩ একর জমি ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়।

(৮৩) ইস্তাম্বুল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত 'সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ' কমিটির সভা আয়োজন করা হয়। ৪টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২৬টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নিয়ে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়।

(৮৪) জাতিসংঘের OHRLLS এ প্রেরণের জন্য ইস্তাম্বুল কর্মপরিকল্পনা বাস্তাবায়ন সংক্রান্ত তথ্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(৮৫) সুশাসন নিশ্চিতে নারীদের অংশগ্রহণ উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে গত ২৮ জুলাই ও ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সহযোগিতায় ও বেসরকারি সংস্থা The Carter-এর উদ্যোগে মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নিয়ে তথ্য অধিকার ও জেন্ডার বিষয়ক কর্মশালা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(৮৬) তথ্য অধিকার আইন-এর বাস্তবায়ন মূলত তিনটি বিষয়ের মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়, সেগুলো হলো প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি, তথ্য চেয়ে নাগরিকেদর নিকট হতে আবেদেনর সংখ্যা এবং রাষ্ট্রের স্বদিচ্ছা। রাষ্ট্রের এ স্বদিচ্ছার একটি বহি:প্রকাশ হলো স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ যেন স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ করে তারই দিক নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে ১৬ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আয়োজনে তথ্য অধিকার আইন ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত কর্মশালা মন্ত্রিপরিষদ কক্ষ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুষ্ঠিত হয়।

(৮৭) তথ্য অধিকার আইনের এক দশক পূর্তিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিব এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রধানগণের সাথে তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক মতবিনিময় সভা ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সহযোগিতায় ও তথ্য কমিশনের উদ্যোগে অফিসার্স ক্লাব ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

(৮৮) ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অবাধ তথ্যপ্রবাহ চর্চার ক্ষেত্রে 'স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা, ২০২০' প্রকাশ করা হয় এবং উক্ত নির্দেশিকা তথ্য অধিকার সেবাবক্সে আপলোড করা হয়।

(৮৯) ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকের কার্যবিবরণী, সারসংক্ষেপ এবং বিজ্ঞপ্তিসমূহের ১১ খণ্ড রেকর্ড জাতীয় আরকাইভসে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের নিমিত্ত বই আকারে বাঁধাই করা হয়।

(৯০) জানুয়ারি ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত মেয়াদে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকের কার্যবিবরণী, বিজ্ঞপ্তি এবং সারসংক্ষেপসমূহে পৃষ্ঠা নম্বর প্রদান এবং সূচিপত্র তৈরি করে মোট ৪৭ খণ্ড রেকর্ড বই আকারে বাঁধাই করা হয়।

(৯১) ২০১৯-২০ অর্থবছরে তথ্য অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত পেপার ক্লিপিংসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ১০৮টি পেপার ক্লিপিং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়।

৮.২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভ্যন্তরীণ সম্পাদিত কার্যাবলি

(১) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০১৯-২০ অর্থবছরের রাজস্ব খাতের বরাদ্দ থেকে এ বিভাগের নবম থেকে তদূর্ধ্ব গ্রেডভুক্ত ৭১ জন কর্মকর্তাকে মোট ১৫ দিনব্যাপী, দশম গ্রেডভুক্ত ৫২ জন কর্মকর্তাকে ১০ দিনব্যাপী, এগার থেকে ষোল গ্রেডভুক্ত ৭২ জন কর্মচারীকে মোট ১০ দিনব্যাপী এবং সতের থেকে বিশ গ্রেডভুক্ত ৮৩ জন কর্মচারীকে ১০ দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব/উপসচিব পর্যায়ের ০৭ কর্মকর্তাকে Overseas Exposure Visit' শীর্ষক প্রশিক্ষণে স্পেন ও মরক্কো এবং মশক নিধন ও ডেঙ্গুজ্বর ব্যবস্থা কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনে অংশগ্রহণের জন্য সিঙ্গাপুর-এ প্রেরণ করা হয়। এ বিভাগের দশম গ্রেডভুক্ত ৪৭ জন কর্মকর্তাকে সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী প্রেরণ করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণের যাবতীয় ব্যয় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশিক্ষণ খাতের বরাদ্দ হতে নির্বাহ করা হয়।

(২) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গবেষণা নির্দেশিকা, ২০১৭ (অক্টোবর, ২০১৯ পর্যন্ত সংশোধিত) প্রকাশ করা হয়। 'Implementation of Citizen's Charter at different Levels of Government: an Assessment'; 'Addressing Inter-District Boundary Delimitation Issues in Bangladesh: Problems and Way forward' এবং 'Prospects of linking Individual Performance with Annual Performance Agreement ' শীর্ষক তিনটি গবেষণা সম্পন্ন হয়।

(৩) ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সহযোগিতায় ও রেসরকারি সংস্থা The Carter-এর উদ্যোগে মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নিয়ে RTI Intensive Refresher traing এবং জেন্ডার বিষয়ক কর্মশালা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

(৪) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, মুদ্রণ ও প্রকাশ করা হয়।

(৫) জানুয়ারি ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত মেয়াদে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকের কার্যবিবরণী, বিজ্ঞপ্তি এবং সারসংক্ষেপসমূহে পৃষ্ঠা নম্বর প্রদান এবং সূচিপত্র তৈরি করে মোট ৪৭ খন্ড রেকর্ড বই আকারে বাঁধাই করা হয়।

(৬) ২০১৯-২০ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ০৩ জন কর্মকর্তা এবং ০৩ জন কর্মচারিকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়।

পরিশিষ্ট-০১

২০১৯-২০ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাগণের তালিকা

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	কার্যকাল
১.	জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম পরিচিতি নম্বর-১০৯৮	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ২৭-১০-২০১৯ পর্যন্ত
২.	খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম পরিচিতি নম্বর-**১২২৯**	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	২৮-১০-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
৩.	শেখ মুজিবুর রহমান এনডিসি পরিচিতি নম্বর-৪৯৫৪	সচিব(সমন্বয় ও সংস্কার)	০১-০৭-২০১৯ থেকে ০৯-০৩-২০২০ পর্যন্ত
৪.	জনাব মোঃ কামাল হোসেন পরিচিতি নম্বর-৪১২৭	সচিব(সমন্বয় ও সংস্কার)	১০-০৩-২০২০ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
৫.	জনাব মোঃ আছাদুজ্জামান মিয়া বিপিএম (বার), পিপিএম বিপি-৬০৮৮০২০৯৩৩	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত সেল	১৫-০৯-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
৬.	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পরিচিতি নম্বর-৪৫৯৯	অতিরিক্ত সচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ০২-০৩-২০২০ পর্যন্ত
৭.	জনাব মোঃ সোলতান আহ্‌মদ পরিচিতি নম্বর-৪৫০৭	অতিরিক্ত সচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
৮.	জনাব এ কে মহিউদ্দিন আহমদ পরিচিতি নম্বর-৪৫১৩	অতিরিক্ত সচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ১৭-১১-২০১৯ পর্যন্ত
৯.	মোসাম্মৎ নাসিমা বেগম পরিচিতি নম্বর-৪০৭৪	অতিরিক্ত সচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
১০.	জনাব মোঃ রেজাউল আহসান পরিচিতি নম্বর-৫২৪১	অতিরিক্ত সচিব	০৯-০৯-২০১৮ থেকে ০৬-১১-২০১৯ পর্যন্ত
১১.	মিজ্‌ সাহান আরা বানু, এনডিসি পরিচিতি নম্বর-৪১৩৪	অতিরিক্ত সচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ১৬-০৪-২০২০ পর্যন্ত
১২.	জনাব আঃ গাফ্‌ফার খান পরিচিতি নম্বর-৫৫৬৭	অতিরিক্ত সচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
১৩.	জনাব মোঃ আব্দুল বারিক পরিচিতি নম্বর-৫৬১৭	অতিরিক্ত সচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
১৪.	ড. শাহনাজ আরেফিন এনডিসি পরিচিতি নম্বর-৫৫৩৯	অতিরিক্ত সচিব	২৩-১০-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
		যুগ্মসচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ২২-১০-২০১৯ পর্যন্ত

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	কার্যকাল
১৫.	ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল পরিচিতি নম্বর-৫৬৫১	অতিরিক্ত সচিব	২৩-১০-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
		যুগ্মসচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ২২-১০-২০১৯ পর্যন্ত
১৬.	জনাব মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান পরিচিতি নম্বর-৫৭০৪	অতিরিক্ত সচিব (সংযুক্ত)	২৩-০১-২০২০ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
১৭.	জনাব মোঃ সামসুল আরেফিন পরিচিতি নম্বর-৫৭৭৩	অতিরিক্ত সচিব	২৩-১০-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
		যুগ্মসচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ২২-১০-২০১৯ পর্যন্ত
১৮.	ড. মোঃ আব্দুল মান্নান পরিচিতি নম্বর-৫৬৮৭	যুগ্মসচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ০৩-০৭-২০১৯ পর্যন্ত
১৯.	জনাব মোঃ আশরাফ হোসেন পরিচিতি নম্বর-৫৭০৫	যুগ্মসচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ২২-১০-২০১৯ পর্যন্ত
২০.	জনাব মোঃ গোলাম ফারুক পরিচিতি নম্বর-৫৯৩৮	যুগ্মসচিব	০২-০৩-২০২০ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
২১.	ড. মোঃ মুশফিকুর রহমান পরিচিতি নম্বর-৫৯৯৩	যুগ্মসচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
২২.	জনাব মোঃ রাহাত আনোয়ার পরিচিতি নম্বর-৬০২২	যুগ্মসচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
২৩.	জনাব মোঃ খলিলুর রহমান পরিচিতি নম্বর-৬০৪৫	যুগ্মসচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
২৪.	জনাব মোঃ সাজেদুল ইসলাম পরিচিতি নম্বর -৬০৯২	যুগ্মসচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
২৫.	সৈয়দ নাসির এরশাদ পরিচিতি নম্বর-৬২৫৩	যুগ্মসচিব (সংযুক্ত)	০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
২৬.	জনাব মোঃ সাবিরুল ইসলাম পরিচিতি নম্বর-৬৩৬৩	যুগ্মসচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
২৭.	জনাব শফিউল আজিম পরিচিতি নম্বর-৬৩৬৫	যুগ্মসচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
২৮.	ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ূন কবীর পরিচিতি নম্বর-৬৪০৭	যুগ্মসচিব	২০-০৪-২০২০ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
২৯.	জনাব মোঃ নাজমুল হুদা সিদ্দিকী পরিচিতি নম্বর-৬৪১৩	যুগ্মসচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ১৩-০১-২০২০ পর্যন্ত
৩০.	জনাব অজয় কুমার চক্রবর্ত্তী পরিচিতি নম্বর ৭৬২৫	যুগ্মসচিব (সংযুক্ত)	০১-০৭-২০১৯ থেকে ১২-০১-২০২০ পর্যন্ত

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	কার্যকাল
৩১.	জনাব মোঃ মামুনুর রশীদ ভূঞা পরিচিতি নম্বর-৬৪৯২	যুগ্মসচিব	০৫-০৬-২০২০ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
		উপসচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ০৪-০৬-২০২০ পর্যন্ত
৩২.	জনাব মোহাম্মদ খালেদ হাসান পরিচিতি নম্বর-৬৫২৬	যুগ্মসচিব	১৮-০৬-২০২০ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
৩৩.	মিজ্ আয়েশা আক্তার পরিচিতি নম্বর-৬৫৭০	যুগ্মসচিব	০৫-০৬-২০২০ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
		উপসচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ০৪-০৬-২০২০ পর্যন্ত
৩৪.	জনাব মোঃ সাইদুর রহমান পরিচিতি নম্বর-৬৬৩২	উপসচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
৩৫.	মিজ্ মনিরা বেগম পরিচিতি নম্বর-৬৬৩৪	উপসচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
৩৬.	জনাব মোঃ আবদুল্লাহ হারুন পরিচিতি নম্বর৬৬৯৩-	উপসচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
৩৭.	মোসাঃ সুরাইয়া বেগম পরিচিতি নম্বর৬৭-৪৫	উপসচিব	০২০-১২০-২০ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
৩৮.	জনাব মোঃ ছাইফুল ইসলাম পরিচিতি নম্বর৬৭৮৯-	উপসচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
৩৯.	জনাব মোঃ রেজাউল ইসলাম পরিচিতি নম্বর৬৭৯২-	উপসচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
৪০.	জনাব মোঃ শাফায়াত মাহবুব চৌধুরী পরিচিতি নম্বর-৬৮৪৩	উপসচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
৪১.	জনাব রিয়াসাত আল ওয়াসিফ পরিচিতি নম্বর-১৫০৪০	উপসচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
৪২.	জনাব মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী পরিচিতি নম্বর-১৫০৪৭	উপসচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
৪৩.	জনাব মোঃ আশফাকুল আমিন মুকুট পরিচিতি নম্বর-১৫০৭৩	উপসচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-১২-২০১৯ পর্যন্ত
৪৪.	জনাব মোঃ ফিরোজ আহমেদ পরিচিতি নম্বর-১৫১১৯	উপসচিব	১০-১২-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	কার্যকাল
৪৫.	মিজ্ বেবী পারভীন পরিচিতি নম্বর-১৫১২৭	উপসচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
৪৬.	জনাব মোঃ কামরুল হাসান পরিচিতি নম্বর-১৫১৮৩	উপসচিব (সংযুক্ত)	১৮-০২-২০২০ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
৪৭.	ড. আশরাফুল আলম পরিচিতি নম্বর-১৫২০৪	উপসচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ২৯-১০-২০১৯ পর্যন্ত
৪৮.	জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম চৌধুরী পরিচিতি নম্বর-১৫২০৮	উপসচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬২০-২০ পর্যন্ত
৪৯.	জনাব মাহমুদ ইবনে কাসেম পরিচিতি নম্বর-১৫২১৩	মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব	২৯-১০-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
৫০.	ড. মোহাম্মদ আজিজুল হক পরিচিতি নম্বর-১৫২২১	উপসচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
৫১.	মোছাঃ মোর্শেদা ফেরদৌস পরিচিতি নম্বর-১৫২৬৭	উপসচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
৫২.	জনাব মোঃ সাজ্জাদুল হাসান পরিচিতি নম্বর-১৫৩২৩	উপসচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
৫৩.	জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম পাটওয়ারী পরিচিতি নম্বর-১৫৩৩০	উপসচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
৫৪.	জনাব এইচ, এম, নূরুল ইসলাম পরিচিতি নম্বর-১৫৩৬৮	উপসচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ২৯-১০-২০১৯পর্যন্ত
৫৫.	জনাব মোঃ মখলেছুর রহমান পরিচিতি নং ১৫৩৮২	উপসচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
৫৬.	জনাব মোহাম্মদ কায়কোবাদ খন্দকার পরিচিতি নম্বর-১৫৪১৬	উপসচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
৫৭.	জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান পরিচিতি নম্বর-১৫৪২৫	উপসচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
৫৮.	মিজ্ মুর্শিদা শারমিন পরিচিতি নম্বর-১৫৪৪৩	উপসচিব	১২-০১-২০২০ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
৫৯.	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন পরিচিতি নম্বর-১৫৪৮৪	উপসচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
৬০.	জনাব মুহাম্মদ লুৎফর রহমান পরিচিতি নম্বর-১৫৪৮৭	উপসচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
৬১.	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম পরিচিতি নম্বর-১৫৫০৬	উপসচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	কার্যকাল
৬২.	জনাব মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান পরিচিতি নম্বর-১৫৫২৬	উপসচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
৬৩.	খন্দকার সাদিয়া আরাফিন পরিচিতি নম্বর-১৫৫৫৭	উপসচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
৬৪.	মোহাম্মদ জাহেদুর রহমান পরিচিতি নম্বর-১৫৫৭৪	উপসচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ২৬-০৮-২০১৯ পর্যন্ত
৬৫.	খন্দকার ইসতিয়াক আহমেদ পরিচিতি নম্বর-১৫৫৮১	উপসচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
৬৬.	জনাব কাজী মাহবুবুল আলম পরিচিতি নম্বর-১৫৬৩২	উপসচিব (সংযুক্ত)	২১-০১-২০২০ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
৬৭.	জনাব মুহাম্মদ আসাদুল হক পরিচিতি নম্বর-১৫৬৬৪	উপসচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
৬৮.	জনাব তানভীর আহমেদ পরিচিতি নম্বর-১৫৭১১	উপসচিব	১৫-১২-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
৬৯.	চৌধুরী মোয়াজ্জম আহমদ পরিচিতি নম্বর-১৫৭৩৮	উপসচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
৭০.	জনাব মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম পরিচিতি নম্বর-১৫৭৬৪	উপসচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
৭১.	জনাব পঙ্কজ ঘোষ পরিচিতি নম্বর-১৫৯১০	উপসচিব(সংযুক্ত)	০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
৭২.	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান পরিচিতি নম্বর-১৫৯৬৪	উপসচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
৭৩.	জনাব মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন পরিচিতি নম্বর-১৫৯৬৯	উপসচিব	০৮-০৮-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
৭৪.	মোছাঃ শিরিন সবনম পরিচিতি নম্বর-১৫৯৯০	উপসচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ০৪-০২-২০২০ পর্যন্ত
৭৫.	ড. উর্মি বিনতে সালাম পরিচিতি নম্বর-১৫৯৬৪	উপসচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
৭৬.	জনাব মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন আহাম্মেদ পরিচিতি নম্বর-১৬০৫২	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
৭৭.	জনাব তৌহিদ ইলাহী পরিচিতি নম্বর-১৬০৭৩	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
৭৮.	জনাব তানবীর মোহাম্মদ আজিম পরিচিতি নম্বর-১৬১২০	সিনিয়র সহকারী সচিব	১৩-১০-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	কার্যকাল
৭৯.	জনাব মুহাম্মদ মুতাসিমুল ইসলাম পরিচিতি নম্বর-১৬০৭৪	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ১৩-১০-২০১৯ পর্যন্ত
৮০.	জনাব মোহাম্মদ রাশেদ হোসেন চৌধুরী পরিচিতি নম্বর-১৬১৮২	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ১২-০৯-২০১৯ পর্যন্ত
৮১.	বেগম রওশন আরা লাবনী পরিচিতি নম্বর-১৬২৬২	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
৮২.	জনাব জাকির হোসেন পরিচিতি নম্বর-১৬৩৫৭	সিনিয়র সহকারী সচিব	০৬-১০-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
৮৩.	গাজী তারিক সালমান পরিচিতি নম্বর-১৬৪৬২	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
৮৪.	জনাব মোঃ ফাউজুল কবীর পরিচিতি নম্বর-১৬৫৮৯	সিনিয়র সহকারী সচিব	১৩২০১৯-১০- থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
৮৫.	জনাব আর.এইচ. এম. আলাওল কবির পরিচিতি নম্বর-১৬৫৫৯	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ১৪-১০-২০১৯ পর্যন্ত
৮৬.	জনাব মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম পরিচিতি নম্বর-১৬৮২৮	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
৮৭.	শাহ নুসরাত জাহান পরিচিতি নম্বর-১৬৯১৯	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	০১-১০-২০১৯ থেকে ০২-০২-২০২০ পর্যন্ত
৮৮.	মিজ্ নাহিদ সুলতানা পরিচিতি নম্বর-১৬৯৩১	সিনিয়র সহকারী সচিব	১৭-১০-২০১৯ তারিখ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
৮৯.	জনাব শাহরিয়ার জামিল পরিচিতি নম্বর-১৬৯৩২	সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) এর একান্ত সচিব	০১-০৭-২০১৯ অপরাহ্ণ থেকে ০৭-০৭-২০১৯
		সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) এর একান্ত সচিব	০৯-০৬-২০২০ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
৯০.	জনাব মোঃ মুশফিকুর রহমান পরিচিতি নম্বর-১৭২৫৬	সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) এর একান্ত সচিব	০৮-০৭-২০১৯ থেকে ০৮-০৩-২০২০ পর্যন্ত
৯১.	মিজ্ মুন্না রাণী বিশ্বাস পরিচিতি নম্বর - ০৬০৯	সিনিয়র সহকারী প্রধান	০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
৯২.	জনাব দিপন দেবনাথ পরিচিতি নম্বর-১৭৪৪৯	সিনিয়র সহকারী সচিব	১৯-০৯-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
৯৩.	জনাব মো সাজেদুল ইসলাম পরিচিতি নম্বর-১৭৪৮২	উপপরিচালক, সিনিয়র সহকারী সচিব	২৪-০৩-২০২০ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	কার্যকাল
৯৪.	জনাব ইফতেখার ইউনুস পরিচিতি নম্বর-১৭৫২৯	সিনিয়র সহকারী সচিব (সংযুক্ত)	২১-০১-২০২০ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
৯৫.	জনাব মোহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান খাঁন	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	০২-১২-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
		সিস্টেম এনালিস্ট	০১-০৭-২০১৯ থেকে ০১-১২-২০১৯ পর্যন্ত
৯৬.	জনাব মোঃ শাহীন মিয়া	সিনিয়র মেইন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	০২-১২-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
		মেইন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	০১-০৭-২০১৯ থেকে ০১-১২-২০১৯ পর্যন্ত
৯৭.	জনাব মোঃ সালাহউদ্দিন সরকার	সিস্টেম এনালিস্ট	১১-১২-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
		প্রোগ্রামার	০১-০৭-২০১৯ থেকে ১০-১২-২০১৯ পর্যন্ত
৯৮.	জনাব মনজুর আহমেদ পরিচিতি নম্বর১১২৭৫-	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩১-১২-২০১৯ পর্যন্ত
৯৯.	জনাব রফিকুল ইসলাম	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
১০০.	জনাব এস, এম জাহাঙ্গীর মোর্শেদ পরিচিতি নম্বর-১১৫০১	সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
১০১.	জনাব মোঃ আবু জাফর	সহকারী প্রোগ্রামার (সংযুক্ত)	০৩-০৯-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
১০২.	জনাব আসাদুজ্জামান পিয়াল	সহকারী প্রোগ্রামার (সংযুক্ত)	০৩-০৯-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
১০৩.	মিজ্ খাতুনে জান্নাত	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	২৮-১০-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত
১০৪.	জনাব মোঃ রাবিকুল হাসান	সহকারী প্রোগ্রামার (সংযুক্ত)	০৮-০৯-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত

পরিশিষ্ট-০২

২০১৯-২০ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (KPI)

ক্রমিক নম্বর	নির্দেশক	লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/ শতকরা) ২০১৯-২০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি		মন্তব্য
			জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত		
			সংখ্যা	শতকরা	
১	মন্ত্রিসভা কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	১০০%	গৃহীত-২৪৯ বাস্তবায়িত-১৯১	৭৭%	
২	মন্ত্রিসভা কর্তৃক গৃহীত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	১০০%	গৃহীত-৬৩ বাস্তবায়িত-৬৩	১০০%	
৩	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তাগণের মাঠ পর্যায়ের অফিস পরিদর্শন প্রমাপ বাস্তবায়ন	(৩৬) ১০০% (প্রতি মাসে ৩টি)	২৬	৭২%	
৪	জেলা প্রশাসক সম্মেলনে গৃহীত স্বল্পমেয়াদি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	(৫৩) ১০০%	৪৫	৮৫%	
৫	জেলা প্রশাসকগণের বার্ষিক পরিদর্শন প্রমাপ অর্জন	(৯,২১৬) ১০০% (প্রতি মাসে ৭৬৮টি)	৯,২৪৪	১০০%	
৬	মোবাইল কোর্ট পরিচালনার বার্ষিক প্রমাপ বাস্তবায়ন	৩৬,০৬০ ১০০% (প্রতিমাসে ৩,০০৫টি)	৬৫,৯২৬	১৮৩%	
৭	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের হার (মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের অর্জিত নম্বরের গড়)	৯০(%)	-	*	২০১৯-২০ অর্থবছরের এপিএ চুক্তি মূল্যায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

* ২০১৮-১৯ অর্থবছরের অর্জন ৮৬.৫ শতাংশ।

২০১৯-২০ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতাধীন প্রকল্প/কর্মসূচি সম্পর্কিত তথ্য

২০১৯-২০ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অধীনে একটি কর্মসূচি এবং সাতটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বাজেটের অধীনে কর্মসূচিটি হল: ১. প্রশাসনিক ও আইসিটি বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রকল্প সাতটি হল: ১. Social Security Policy Support (SSPS) Program; ২. Capacity Development of the Cabinet Division and Field Administration; ৩. Platforms for Dialogue-Strengthening Inclusion and Participation in Decision Making and Accountability Mechanisms in Bangladesh ;৪. Support to the central Management committee's (CMC) policy Guidance on Child Component of the NSSS; ৫.Technical Assistance for promoting Nutrition Sensitive Social Security programmes (PNSSSP); ৬.Technical Support for CRVS System Improvement in Bangladesh (Phase-III) এবং ৭. 'National Integrity Strategy Support Project, Phase-2. প্রকল্পগুলির মূল উদ্দেশ্য, ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ, ব্যয় এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হল:

(ক) প্রকল্প/কর্মসূচির নাম: Capacity Development of Cabinet Division Related to Administration & ICT

১.০. সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আইসিটি ব্যবহার দক্ষতা বৃদ্ধি, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন, কম্পিউটার সামগ্রী এবং আইসিটি যন্ত্রপাতি সংযোজনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।

২.০. প্রকল্প/কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৬ এবং তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আইসিটি ব্যবহার দক্ষতা বৃদ্ধি, সাইবার নিরাপত্তা দক্ষতা উন্নয়ন, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন, কম্পিউটার সামগ্রী এবং আইসিটি যন্ত্রপাতি সংযোজনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি। সকল গ্রেডের কর্মকর্তা-কর্মচারীর স্ব-স্ব ক্ষেত্রে তথ্য ও প্রযুক্তি দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এ বিভাগের কাজের গুণগত ও পরিমাণগত সক্ষমতার উন্নতি।

৩.০. প্রকল্প/কর্মসূচির মেয়াদ: ডিসেম্বর ২০১৮ হইতে নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত।

৪.০. কম্পোনেন্টসমূহ:

১। কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ ক্রয়
২। প্রশিক্ষণ
৩। সেমিনার

৫.০. প্রকল্প/কর্মসূচির মোট বরাদ্দ: ৩৯৪.৮০ লক্ষ

৫.১. ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ: ২২৬.১৭ লক্ষ

৫.২. ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বরাদ্দ ও ব্যয়: বরাদ্দ ২২৬.১৭ লক্ষ টাকা ও ব্যায় ১৬৬.৯৫ লক্ষ টাকা

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়		
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
২২৬.১৭	২২৬.১৭	--	১৬৬.৯৫	১৬৬.৯৫	--

৬.০. উপযুক্ত অবকাঠামো খাতসমূহ:

সম্পদ সংগ্রহ: প্রযোজ্য নহে।

৭.০. অর্থায়নের বৈশিষ্ট্য/উৎস: জিওবি

৮.০. প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও হালনাগাদ অবস্থা: ভৌত অগ্রগতি: ৭৪.২১ শতাংশ এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি: ৪২.২৯ শতাংশ

(খ) প্রকল্প/কর্মসূচির নাম: **Social Security Policy Support (SSPS) Programme**

১.০. সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা (policy support) প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে Social Security Policy Support (SSPS) Programme শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে পরিচালিত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (Central Management

Committee-CMC)-তে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানপূর্বক সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহের দক্ষ ও কার্যকর বাস্তবায়নের সহায়তা করা এ প্রকল্পের অন্যতম কাজ। ইউএনডিপি এবং ডিএফআইডির কারিগরি সহযোগিতায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ যৌথভাবে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। এ লক্ষ্যে দক্ষ জনসম্পদ তৈরির জন্য দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও এনআইএলজি এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা হবে। বিভিন্ন দেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উত্তম চর্চা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা বিনিময়, শিক্ষা সফর ইত্যাদি এ প্রকল্পের কার্যক্রমের অন্তভুর্ক্ত।

২.০. প্রকল্প/কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

২.১. বাংলাদেশে একটি আধুনিক অন্তর্ভুক্তিমূলক (inclusive) সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার কাঠামো তৈরি;

২.২. সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত সেবা প্রদান পদ্ধতিতে সুশাসন দৃঢ়করণ।

২.৩. জীবন-চক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামো অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পসমূহের পুনর্বিন্যাস, একক রেজিস্ট্রিভিত্তিক এমআইএস প্রণয়ন, অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা কার্যকরকরণ, ই-পেমেন্ট পদ্ধতি সম্প্রসারণ এবং ফলাফলভিত্তিক আধুনিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এ প্রকল্প কাজ করছে।

৩.০. প্রকল্প/কর্মসূচির মেয়াদ: জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০২৩

৪.০. কম্পোনেন্টসমূহ:

৪.১. Hardware and Software Development

৪.২. Training

৪.৩. Seminar/Workshop

৫.০. প্রকল্প/কর্মসূচির মোট বরাদ্দ: ৪৫৩৪.৯২ লক্ষ টাকা

৫.১. ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ৩৩৫.০০ লক্ষ টাকা।

৫.২. ২০১৯-২০ অর্থবছরের বরাদ্দ ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়		
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
৩৩৫.০০	০২.০০	৩৩৩.০০	৩৩৪.২৯	১.২৯	৩৩৩.০০

৬.০. উপযুক্ত অবকাঠামো খাতসমূহ:

সম্পদ সংগ্রহ:

ক. ল্যাপটপ

খ. ডেস্কটপ (ফুলসেট)

গ. লেজার প্রিন্টার

ঘ. স্ক্যানার

ঙ. আসবাবপত্র

৭.০. অর্থায়নের বৈশিষ্ট্য/উৎস: ইউএনডিপি এবং ডিএফআইডির কারিগরি সহযোগিতায় পরিচালিত।

৮.০. প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও হালনাগাদ অবস্থা: কর্মসূচির ভৌত অগ্রগতি নেই এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রায় ১০০ শতাংশ।

(গ) প্রকল্প/কর্মসূচির নাম: Capacity Development of the Cabinet Division and Field Administration

১.০. সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং মাঠপ্রশাসনের কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং অধিকতর স্বচ্ছতার সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে সরকারি কার্যক্রম তথা আন্তঃমন্ত্রণালয় এবং মাঠপ্রশাসনের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারেন সেজন্য সর্ম্পূণ জিওবি অর্থায়নে (প্রকল্প ব্যয় ১১৮৯.০০ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদ জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত) 'Capacity Development of the Cabinet Division and Field Administration' শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়।

২.০. প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং মাঠপ্রশাসনের কর্মকর্তাদের বিভিন্ন সরকারি ইস্যু তথা-দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক নিরাপত্তা, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, সুশাসন, সিভিল সার্ভিস সংস্কার, পরিবেশগত পরিবর্তন, পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ ইত্যাদি এবং সমসাময়িক বিষয়সমূহের প্রতি গভীর জ্ঞান লাভ, দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্ত বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/ভিজিট/সংযুক্তি সংক্রান্ত কাজ সঠিকভাবে সম্পাদনই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

৩.০. প্রকল্পের/কর্মসূচির মেয়াদ: জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২১ **(৪২ মাস)।**

৪.০. **কম্পোনেন্টসমূহ:**

রাজস্ব:

৪.১. সংক্ষিপ্ত কোর্স

৪.২. ভ্রমণ ব্যয়

৪.৩. সংযুক্তি প্রশিক্ষণ

৫.০. প্রকল্পের মোট বরাদ্দ: প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ৩৪৯৯.৫৫ লক্ষ টাকা।

৫.১. ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল ১১৪৭.০০ লক্ষ টাকা।

৫.২. ২০১৯-২০ অর্থবছরের বরাদ্দ ও ব্যয়:

বরাদ্দ			ব্যয়		
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
১,১৪৭.০০	১,১৪৭.০০	-	৭৫৮.৩৩	৭৫৮.৩৩	-

৬.০. অর্থায়নের বৈশিষ্ট্য/উৎস: জিওবি অর্থায়নে পরিচালিত।

সম্পদ সংগ্রহ: কম্পিউটার-২টি, ল্যাপটপ-২টি, ফটোকপি মেশিন-১টি, ফ্যাক্স মেশিন-১টি, স্ক্যানার-১টি।

৭.০. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও হালনাগাদ অবস্থা: বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৬০ শতাংশ এবং প্রকল্পের ভৌত কার্যক্রম ৬২শতাংশ।

(ঘ) প্রকল্প/কর্মসূচির নাম: Platforms for Dialogue-'Strengthening Inclusion and Participation in Decision Making and Accountability Mechanisms in Bangladesh'

১.০. সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অধীনে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় Platforms for Dialogue-Strengthening Inclusion and Participation in Decision ' Making and Accountability Mechanisms in Bangladesh' শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্যে হচ্ছে - বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক অধিকারকে শক্তিশালী এবং জবাবদিহিমূলক কার্যক্রমকে উন্নত করা। প্রকল্পের উদ্দেশ্য নিম্নোক্ত Result Area -এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে:

২.০. প্রকল্প/কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং Result Area নিম্নে উপস্থাপন করা হল :

২.১. Overall objective: To strengthen democratic ownership and improve accountability mechanisms in Bangladesh.

২.২. Specific objective: To promote a more enabling environment for the effective engagement and participation of the citizens and civil society in decision making and oversight.

২.৩. Result Area 1: CSO's ability to influence government policy and practice raised through better accountability to and more effective representation of citizens' interests.

২.৪. Result Area 2: Accountability and responsiveness of government officials raised through enhanced capacity building of decision makers and engagement with CSO's.

২.৫. Result Area 3: New tools and policy platforms for more effective dialogue between citizens and government are developed and utilized**.**

৩.০. প্রকল্প/কর্মসূচির মেয়াদ: ০১ জুলাই ২০১৭ হতে ৩০ জুন ২০২১।

৪.০. কম্পোনেন্টসমূহ:

৪.১. Research/Study
৪.২. Training
৪.৩. Seminar/Workshop
৪.৪. National experts

৫.০. প্রকল্প/কর্মসূচির মোট বরাদ্দ: ১১,৪৭৩.৯৯ লক্ষ টাকা;

৫.১. ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ৩,৯০৫.০০ লক্ষ টাকা।

৫.২. ২০১৯-২০ অর্থবছরের বরাদ্দ ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়		
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
৩৯০৫.০০	১৩.০০	৩৮৯২.০০	৩২৯১.৫৬	৩.৯৫	৩২৮৭.৬১

৬.০. উপযুক্ত অবকাঠামো খাতসমূহ:

সম্পদ সংগ্রহ:

ক. আসবাবপত্র
খ. কম্পিউটার সরঞ্জাম

৭.০. অর্থায়নের বৈশিষ্ট্য/উৎস: ইউরোপীয় ইউনিয়নের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত।

৮.০. প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও হালনাগাদ অবস্থা: কর্মসূচির ভৌত অগ্রগতি ৮০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রায় ৫৭ শতাংশ।

(ঙ) প্রকল্প/কর্মসূচির নাম: 'Support to the central Management Committee's (CMC) Policy Guidance on Child Component of the NSSS'

১.০. সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

ইউনিসেফ-এর আর্থিক সহায়তায় 'Support to the central Management Committee's (CMC) Policy Guidance on Child Component of the NSSS' শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অধীনে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পে মন্ত্রিসভা কর্তৃক ২০১৫ সালে অনুমোদিত National Social Security Strategy (NSSS) of Bangladesh-এ জীবন-চক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে শিশুদের জন্য বিশেষায়িত ও পৃথক কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য রূপরেখা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, শিশুর বিকাশ ও অধিকার নিশ্চিতকরণের জন্য বহুমূখী কার্যক্রম ও কর্মসূচির নির্দেশনা এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (Sustainable Development Goals)-এর সকল ক্ষেত্রেই শিশুর স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়টি এ প্রকল্পে গুরুত্ব পেয়েছে। এ প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হচ্ছে: জ্ঞান ও সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা সাম্য ও স্থিতিশীলতার আলোকে জাতীয় ও উপ জাতীয়-পর্যায়ে শিশুদের অধিকার উপলব্ধিকরণ এবং নীতির পরিবেশ সমৃদ্ধিকরণ।

২.০. প্রকল্প/কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

ক) 'Child-focused Social Protection Policy Unit (CSPPU)' প্রতিষ্ঠাকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে শিশু বিষয়ক বলিষ্ঠ ও উদ্ভাবনী নীতি, কৌশল এবং প্রকল্প পরিচালনার জন্য পরামর্শ সেবা প্রদান;

খ) মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহে এ সংক্রান্ত উত্তম চর্চার পরীক্ষামূলক কার্যক্রম আনুপাতিকভাবে বাড়ানো ও মূল্যায়ন করা; এবং

গ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয় করে জ্ঞানভিত্তিক শিশুকেন্দ্রিক নিরাপত্তা এবং এ সংশ্লিষ্ট নীতি প্রণয়ন করা;

৩.০. প্রকল্প/কর্মসূচির মেয়াদ: জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ।

৪.০. কম্পোনেন্টসমূহ:

৪.১. Consultancy
৪.২. Training
৪.৩. Seminar/Workshop
৪.৪. PGU Establishment

৫.০. প্রকল্প/কর্মসূচির মোট বরাদ্দ: প্রকল্পের প্রস্তাবিত মোট ব্যয় ৮১২.৮০ লক্ষ টাকা।

৫.১. ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ২৯০.০০ লক্ষ টাকা।

৫.২. ২০১৯-২০ অর্থবছরের বরাদ্দ ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়		
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
২৯০.০০	৭০.০০	২২০.০০	১২২.৩৮	৩০.০৯	৯২.২৯

৬.০. উপযুক্ত অবকাঠামো খাতসমূহ:

সম্পদ সংগ্রহ:

ক.কম্পিউটার
এ্যাকসেসোরিজ
খ .অফিস সরঞ্জাম
গ .ফার্নিচার ও ফিক্সার্স
ঘ .পিজিইউ স্থাপনা

৭.০. অর্থায়নের বৈশিষ্ট্য/উৎস: জিওবি এবং ইউনিসেফ-এর আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত।

৮.০. প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও হালনাগাদ অবস্থা: কর্মসূচির ভৌত অগ্রগতি ৬৫ শতাংশ এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রায় ৪০ শতাংশ।

(চ) প্রকল্প/কর্মসূচির নাম: : 'Technical Assistance for Promoting Nutrition Sensitive Social Security Programmes'

১.০. সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

World Food Programme (WFP)-এর আর্থিক সহায়তায় 'Technical Assistance for Promoting Nutrition Sensitive Social Security Programmes' শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অধীনে বাস্তবায়িত হচ্ছে। উক্ত কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটির উদ্দেশ্যে হল: সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক কেন্দ্রিয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (CMC)-কে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় কার্যক্রম শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা যার ফলে খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টির উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন হবে।

২.০. প্রকল্প/কর্মসূচির উদ্দেশ্য: a. To contribute in effective and efficient systems for policy review, evidence generation and policy formulation related to the nutrition sensitive social security programmes;

b. To promote coordination among various government agencies and private sector organizations for scaling up rice fortification;

c. To improve effectiveness and efficiency of the selected social security programmes through strengthening multi-sectoral partnerships and interagency coordination;

d. To advocate for integration of the Behavior Change Communication (BCC) in Social Security Programmes, as approprite;

e. To promote common learning for relevant government stakeholders;

৩.০. প্রকল্প/কর্মসূচির মেয়াদ: জানুয়ারি ২০১৯ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত।

৪.০. কম্পোনেন্টসমূহ

৪.১. Consultancy

৪.২. Training

৪.৩. Seminar/Workshop

৪.৪. PIU Establishment (Renovation)

৫.০. প্রকল্প/কর্মসূচির মোট বরাদ্দ: প্রকল্পের প্রস্তাবিত মোট ব্যয় ৭১২.২০ লক্ষ টাকা;

৫.১. ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ২৯৭.০০ লক্ষ টাকা।

৫ .২.২০১৯-২০ অর্থবছরের বরাদ্দ ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়		
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
২৯৭.০০	৮.০০	২৮৯.০ ০	১৩২.৩৫	-	১৩২.৩৫

৬.০. উপযুক্ত অবকাঠামো খাতসমূহ:

সম্পদ সংগ্রহ: প্রযোজ্য নয়।

৭.০. অর্থায়নের বৈশিষ্ট্য/উৎস: World Food Programme (WFP)-**এর আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত।**

৮.০. প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও হালনাগাদ অবস্থা: কর্মসূচির ভৌত অগ্রগতি ৩০.৯৫ শতাংশ এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রায় ৪৪.৫৬ শতাংশ।

(ছ) প্রকল্প/কর্মসূচির নাম: Technical Support for CRVS System Improvement in Bangladesh (Phase-III)

১.০. সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

নিউইয়র্ক ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান Vital Strategies-এর আর্থিক সহায়তায় 'Technical Support for CRVS System Improvement in Bangladesh (Phase-III)' শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে এবং (১) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (২) রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন (৩) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ৪) পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এবং (৫) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের প্রস্তাবিত মোট ব্যয় ৮৭.২৩ লক্ষ (সাতাশি লক্ষ তেইশ হাজার) টাকা; তন্মধ্যে প্রকল্প সাহায্য ৭২.৮৩ লক্ষ (বাহাত্তর লক্ষ তিরাশি হাজার) টাকা (Vital Strategies) এবং জিওবি ১৪.৪০ লক্ষ (চৌদ্দ লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা এবং মেয়াদ জানুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে।

২.০. প্রকল্প/কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য-বাংলাদেশে CRVS ব্যবস্থাকে টেকসই ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা। এছাড়াও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে:

ক) UNESCAP-এর রিজিওনাল এ্যাকশন ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী অসমতা নিরূপন, CRVS কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে শক্তিশালীকরণের নিমিত্ত Central Management Committee (CMC), বাস্তবায়ন কমিটি এবং উপকমিটি/কর্মকর্তাগণকে সহায়তা করা;

খ) কালীগঞ্জ মডেল বাস্তবায়নের মাধ্যমে রেজিস্ট্রার জেনারেল এর দপ্তরের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমকে শক্তিশালীকরণ ও সহজতর করা এবং CRVS বিজনেস প্রসেস উন্নয়ন কাঠামো গঠন করা;

গ) Hospital Mortality Technical Working Group-এর কার্যক্রম এবং CRVS Phase-2 এর চলমান কার্যক্রমসমূহ অব্যাহত রাখাসহ নরসিংদী, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, নীলফামারী, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম এবং সিলেট জেলার সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতালসমূহে আন্তর্জাতিক MCCoD (Medically Certified Cause of Death) ফরমের ব্যবহার উন্নীত করা; এবং

ঘ) উল্লিখিত ০৮টি জেলার সকল উপজেলায় জাতীয় পর্যায়ে প্রতিনিধিত্বশীল Verbal Autopsy রেকর্ডিং এর জন্য CoD (Cause of Death)-এর ব্যবহার উন্নীত করা।

৩.০. প্রকল্প/কর্মসূচির মেয়াদ:

জানুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত।

৪.০. কম্পোনেন্টসমূহ:

৪.১. Training
৪.২. Honorarium
৪.৩. Entertainment Expenses
৪.৪. Seminar/Conference

৫.০. প্রকল্প/কর্মসূচির মোট বরাদ্দ: প্রকল্পের প্রস্তাবিত মোট ব্যয় ৮৭.২৩ লক্ষ টাকা;

৫.১. ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ৩৮.০০ লক্ষ টাকা।

৫.২. ২০১৯-২০ অর্থবছরের বরাদ্দ ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়		
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
৩৮.০০	০৪.০০	৩৪.০০	.৫৫	-	.৫৫

৬.০. উপযুক্ত অবকাঠামো খাতসমূহ:

সম্পদ সংগ্রহ: প্রযোজ্য নয়।

৭.০. অর্থায়নের বৈশিষ্ট্য/উৎস: নিউইয়র্ক ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান Vital Strategies-এর আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত।

৮.০. প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও হালনাগাদ অবস্থা: ভৌত অগ্রগতি ০.০০ শতাংশ এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি ০.৬৩ শতাংশ।

(জ) প্রকল্প:কর্মসূচির নাম/ 'National Integrity Strategy Support Project, Phase-2'।

১.০. সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

JICA- এর আর্থিক সহায়তায় 'National Integrity Strategy Support Project, Phase-2'শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অধীনে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

২.০. প্রকল্প/কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য – জনপ্রশাসন ও তার আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে সচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধিকরণ। এছাড়া সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে-

1. Promoting Integrity Practice and application in different government organization.
2. Introducing online system for NIS monitoring and evalution.
3. Capacity building of public officials, teachers and local government representatives.

৩.০. প্রকল্প/কর্মসূচির মেয়াদ: জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত।

৪.০. কম্পোনেন্টসমূহ:

৪.১. Travelling

৪.২. Training

৪.৩. Consultancy

৪.৪. Survey

৫.০. প্রকল্প/কর্মসূচির মোট বরাদ্দ: প্রকল্পের প্রস্তাবিত মোট ব্যয় ১৯৩০.৩৪ লক্ষ টাকা;

৫.১. ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ৬২৮ লক্ষ টাকা।

৫.২. ২০১৯-২০ অর্থবছরের বরাদ্দ ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়		
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
৬২৮.০০	৬৯.০০	৫৫৯.০০	৫৭৮.২৫	-	৫৭৮.২৫

৬.০. উপযুক্ত অবকাঠামো খাতসমূহ:

সম্পদ সংগ্রহ: প্রযোজ্য নয়।

৭.০. অর্থায়নের বৈশিষ্ট্য/উৎস: JICA-এর আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত।

৮ .০.প্রকল্প :কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও হালনাগাদ অবস্থা/ প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৮০.৮৫ শতাংশ এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রায় ৯২ শতাংশ।